



প্রতিবাদী কলম



PRATIBADI KALAM • Daily • 13th Year, 50 Issue • 21 February, 2022, Monday • ৮ ফাল্গুন, ১৪২৮, সোমবার • আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা • ৮ পৃষ্ঠা • ৫ টাকা • R.N.I. No. TRIBEN/2010/33397

গাড়ি চুরি করার সহজ পথ হাতের নাগালে, তৈরি গ্যাং

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি। আর যাই হোক, রাজ্য পুলিশ যে সাইবার ক্রাইমের বিষয়ে এখনও সেই অর্থে সাফল্যের মুখ দেখতে পারেনি, তা ‘ভুক্তভোগী’ সকলেই জানেন। সেই তালিকা এখন বোধ হয় আরও দীর্ঘ হতে চলেছে। শহর জুড়ে গাড়ি চুরির তরঙ্গ শুরু হতে পারে যে

শহরে প্রতিদিন শ’য়ে শ’য়ে গাড়ি রাস্তায় পড়ে থাকে। গাড়ি বন্ধ করার আওয়াজের ফ্রিকোয়েন্সি কপি করে চোরের দল হাতিয়ে নিতে পারে ব্যক্তি মালিকানার যে কোনও সাধের গাড়ি। RTL SDR RASP...RY Pi, RASP...RY Antena— এই তিনটি যন্ত্র একসঙ্গে যোগ করলেই অত্যাধুনিক প্রযুক্তির

জামতরা এবং রাজস্থানের ভরতপুর গ্যাং দুটো গাড়ি চুরি নিয়ে ইতিমধ্যেই নিজেদের ‘দখলদারি’ প্রমাণ করে সেরেছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এই গ্যাং-এর সদস্যরা গোয়েন্দা এবং পুলিশের হাতে ধরাও পড়েছে। রাজ্য গোয়েন্দা দফতরের সূত্র মোতাবেক, গ্যাং দুটোর সদস্যরা রাজ্যে যে প্রবেশ করেনি, তার কোনও গ্যারান্টি নেই। গাড়ির রিমোট-কি যে কাজটি করে তা সাইবার প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে এবার করতে পারে গ্যাং দুটোর সদস্যরা। প্রশাসন যদি এখনই সজাগ না হয় তাহলে আগামীদিনে বাইক এবং অন্যান্য জিনিসপত্র চুরির পাশাপাশি, গাড়ি চুরির বিষয়টি



এই তিনটি যন্ত্রকে ব্যবহার করেই গাড়ির দরজা বন্ধ করার আওয়াজের ফ্রিকোয়েন্সি নকল করা সম্ভব। আর তাতেই চুরি করা যাবে যেকোনও গাড়ি।

ক্রাইম এবং ই-কোনমিক অফেন্স। ২০১৮ সালের ১২ নভেম্বর ক্রাইম ব্রাঞ্চ তার যাত্রা শুরু করে। নোটিফিকেশন • এরপর দুইয়ের পাতায়

ঝাড়খণ্ডের জামতরা এবং রাজস্থানের ভরতপুরের গ্যাং দুটো গাড়ি চুরি নিয়ে ইতিমধ্যেই নিজেদের ‘দখলদারি’ প্রমাণ করেছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এই গ্যাং-এর সদস্যরা গোয়েন্দা এবং পুলিশের হাতে ধরাও পড়েছে।

কোনও দিন থেকেই। অত্যাধুনিক প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে শহরে গাড়ি চুরির হিড়িক পড়তে পারে। রাজ্য পুলিশের গোয়েন্দা দফতরের একটি নির্ভরযোগ্য সূত্র এমনটাই দাবি করছে। মাত্র ৬ হাজার টাকা খরচ করেই শহর বা রাজ্যের যে কোনও প্রান্তেই গাড়ি চুরির ঘটনায় হাত পাকাতে শুরু করতে পারে কুমতলবীরা। শুধুমাত্র তিনটি যন্ত্র। ৬ হাজার টাকা খরচ করে মাত্র তিনটি যন্ত্র কিনলেই স্কোয়াফতে!

মাধ্যমে গাড়ি চুরি করা সম্ভব। যন্ত্রগুলো কলকাতার খোলাবাজারেই পাওয়া যাচ্ছে। দেশের অন্যপ্রান্তে তো আছেই। তাছাড়া অনলাইনেও এই যন্ত্র এখন অর্ডার করা সম্ভব। গাড়ির ফ্রিকোয়েন্সি রিপ্রেডিউস করে লক খুলে গাড়ি চুরি করা সম্ভব। গাড়ির দরজা বন্ধ করার শব্দের ফ্রিকোয়েন্সি কপি করে, সেই ফ্রিকোয়েন্সি ১০০ থেকে ১৫০ মিটার দূর থেকে রিসিভ করা সম্ভব। ইতিমধ্যেই ঝাড়খণ্ডের

সরকারি শিক্ষক রাজনৈতিক প্রচারে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি। সরকারি শিক্ষক খোলাখুলি রাজনৈতিক দলের প্রচার করছেন, ‘বিজেপি এগেইন’! শাসক দলের প্রচার করছেন তিনি সামাজিক মাধ্যমে। বিজেপি’র সাথে শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথের ছবি। তার পোস্টের প্রথমে লেখা, ‘অমরা’। শিক্ষামন্ত্রীর এলাকাতেই, ও তারই ছবি দিয়ে তারই দফতরের এক সরকারি শিক্ষক দলীয় কাজ



করছেন। আগেও সরকারি কর্মচারীকে আরএসএস-পোশাক পরে ছবি দিতে দেখা গেছে, কিংবা সামাজিক মাধ্যমে আরএসএস সদস্য হওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন। একজন কলেজের অধ্যাপনার কাজ করেন, আরেকজন শিল্প দফতরের অফিসার। সরকারি কর্মচারীরা সরাসরি কোনও রাজনৈতিক দলের কাজে যুক্ত থাকতে • এরপর দুইয়ের পাতায়

বার অ্যাসোসি নির্বাচন স্থগিতে স্বার্থের গন্ধ, বিপদে গণতন্ত্র!

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি। শেষ নির্বাচন হয়েছিল দুই বছর আগে ২০২০ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি, তারপর ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন ঠিক হয়েছিল আগামী রবিবারে, সেই নির্বাচন এখন স্থগিত আছে। স্থগিত



হওয়ার পেছনে কারণ খুঁজতে নেমে এই বাবের অনেক ভোটারই অভিশপ্ত কিছু পাচ্ছেন না, শুধু তাই নয়, স্থগিত হওয়ার প্রক্রিয়ায়ও ‘দাদাগিরির ছায়া’ দেখছেন তারা। প্রশ্ন তুলেছেন, যেভাবে নির্বাচন স্থগিত হল, তা অ্যাসোসিয়েশনের সংবিধান সম্মত হল না, তাহলে নির্বাচন স্থগিত করে দেওয়ার পেছনে কোনও কায়মী স্বার্থ কাজ করছে কিনা। আইনজীবীদের অনেকেই সংবিধান বাঁচানোর ডাক দিয়ে পথে নেমেছেন একসময়, এখানে সংবিধান অবশ্য দেশের

সংবিধান, তবে তারা নিজেদের অ্যাসোসিয়েশনের সংবিধান, গণতান্ত্রিক অধিকার বাঁচাতে যথেষ্ট আগ্রহী কিনা, সেই নিয়ে সন্দেহ তৈরি হয়েছে। ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশন এখন যারা চালাচ্ছেন, তারা বাম-ডান মিলিজুলি প্যালেস থেকে আসা।



গেরম্মা রাজনীতির ক্ষমতা দখলে গণতান্ত্রিকতা বিপন্ন, এই অভিযোগ এনে তাদের অ্যাসোসিয়েশনের ক্ষমতা থেকে দূরে রাখতে বাম, ডান মিলিজুলি প্যালেস দিয়েছিল, এবং রাজ্যে বিজেপি সরকার থাকার পরেও, গেরম্মা প্যালেসকে উড়িয়ে দিয়ে ১৫ পদের ১২ পদেই বাম-ডান প্যালেস জিতেছিল শেষ নির্বাচনে। চলতি কমিটির সভাপতি পরিচিত দল রাজনীতির মানুষ বলে, তেমনি বাম রাজনীতির মানুষ সম্পাদক। ২৭ ফেব্রুয়ারি ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশন

নির্বাচন হওয়ার কথা ছিল। রিটানিং অফিসার করা হয়েছিল উকিল সন্দীপ দত্ত চৌধুরীকে। আগেও তিনি এই দায়িত্ব সামলেছেন। তাকে নিযুক্ত করেছিল অ্যাসোসিয়েশনের এগজিকিউটিভ কমিটি। নির্বাচনের জন্য তৈরি ভোটার তালিকা নিয়ে কিছু আপত্তি উঠেছিল, নির্বাচন স্থগিত করার দাবি উঠেছিল। শেষ পর্যন্ত ত্রিপুরা বার কাউন্সিল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি এবং সম্পাদক চিঠি দিয়ে তাদের সভায় থাকতে বলে, রিটানিং অফিসার দত্ত চৌধুরীকেও থাকতে বলা হয়। সেখানে তাদের বলা হয় যে, ২০১৭ সালে বার কাউন্সিলে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশন-সহ রাজ্যের অন্য বার অ্যাসোসিয়েশনগুলির নির্বাচনের চূড়ান্ত ভোটার তালিকা বের হবে বার কাউন্সিলের হাত দিয়ে। তারপর সবার সম্মতিতে সিদ্ধান্ত হয় যে ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশন’র ঘোষিত নির্বাচন স্থগিত করে দেওয়ার। আর এই কাজ করার জন্য কাউন্সিল দায়িত্ব দেয় রিটানিং অফিসারকে। সাথে আরও সিদ্ধান্ত হয় যে অন্য বার অ্যাসোসিয়েশনগুলিকেও জানানো হবে • এরপর দুইয়ের পাতায়

গ্রেফতারের পর অসুস্থ যুবক

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি। রাতে একদল পুলিশ এক যুবককে কাকার বাড়ি থেকে তুলে নেওয়ার ঘটনা ঘিরে শহরতলীতে তীব্র আতঙ্ক দেখা দিয়েছে। ঘটনা রবিবার রাতে যোগেন্দ্রনগর এলাকায়। জানা গেছে, সঞ্জয় দেব নামের মোহনপুর এলাকার এক যুবক তার কাকার বাড়িতে থাকতেন গত কয়েক বছর ধরে। রবিবার রাতে পুলিশ বাড়িতে এসেছে দাবি করে সঞ্জয়কে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে যায় বলে তার পরিবারের সদস্যরা অভিযোগ করেছেন। পরিবারের সদস্যদের দাবি, পুলিশ যদি সঞ্জয় দেবকে গ্রেফতার করে নিয়ে যায় তাহলে তার কারণ জানাবে। কিন্তু সঞ্জয়ের পরিবারের সদস্যদের দাবি, কোনও কারণ না জানিয়ে পুলিশ সঞ্জয়কে তুলে নিয়ে গেছে। পূর্ব আগরতলা থানা এবং সিধাই থানায় যোগাযোগ করে পুলিশের



গ্রেফতারের বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছে পরিবারের সদস্যরা। সেই মতে তারা প্রথমে মোহনপুর হাসপাতালে যায়। সেখান থেকে জিবিপিতে আসে। জানা গেছে, পুলিশ পূর্বতন একটি নথিভুক্ত মামলার নিরিখে গ্রেফতার করে প্রথমে থানায় নিয়ে যায়। • এরপর দুইয়ের পাতায়

১০৩২৩ শিক্ষিকা প্রয়াত

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি। মারা গেছেন আরও এক ‘১০৩২৩’ শিক্ষিকা। খোয়াই জেলার মৃণালি দেববর্মা আগরতলার একটি বেসরকারি হাসপাতালে রবিবার মারা গেছেন। তিনি পারিবারিক



সম্পর্কে রামচন্দ্রঘাট এলাকার আইপিএফটি বিষয়ক প্রশান্ত দেববর্মার সহোদরের স্ত্রী। তার বয়স হয়েছিল ৪০ বছর। শরৎ চৌধুরী পাড়া। এসবি স্কুলে তিনি কাজ করতেন। রেখে গেছেন স্বামী সুশান্ত দেববর্মা, তিন বছরের এক শিশু সন্তান। খবর পেয়ে ‘অমরা ১০৩২৩’ সংগঠনের নেতৃত্ব চ্যুটে গিয়েছিলেন। • এরপর দুইয়ের পাতায়

খেলার মাঠের গুরুত্ব বোঝালেন মুখ্যমন্ত্রী



প্রেস রিলিজ, আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি। যুব সম্প্রদায়কে নেশার সংস্পর্শ থেকে মুক্ত রাখার অন্যতম মাধ্যম খেলার মাঠ। যুব সম্প্রদায়কে আরও বেশি করে খেলাধুলার সাথে যুক্ত করতে জীৱা পরিকাঠামো গড়ে তুলতে বিভিন্ন পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। রবিবার সোনামুড়া প্রিমিয়ার লীগ কমিটি আয়োজিত টি-২০

এসপিএল টেনিস ক্রিকেট টুর্নামেন্টের উদ্বোধন করে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। শান্তির প্রতীক হিসেবে মুখ্যমন্ত্রী সাদা পায়রা উড়িয়ে দেন। তিনি তারপর দুই দলের খেলোয়াড়দের সাথে পরিচিত হন। সোনামুড়া স্পোর্টিং অ্যাসোসিয়েশন মাঠে এই টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, নিষিদ্ধ নেশা দ্রব্য ব্যবহার এবং এইচআইভি সংক্রমণ প্রতিরোধে সরকার দৃঢ়

প্রতিজ্ঞ। নেশার বিরুদ্ধে আপোশহীন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে কাজ করছে রাজ্য সরকার। ত্রিপুরার মাটিতে নেশা কারবারি এবং নিষিদ্ধ নেশাদ্রব্যের কোনও স্থান নেই। বিষয়টিকে কোনোভাবে প্রশ্রয় দেওয়া হবে না। নেশার কেবলে পড়ে একদিকে যেমন যুব সম্প্রদায়ের ভবিষ্যৎ ধ্বংস হয়, তেমনি নানান কায়দায় এই নেশাদ্রব্য গ্রহণ করতে গিয়ে এইচআইভিও সংক্রমিত হয়। তিনি বলেন, • এরপর দুইয়ের পাতায়

হাইপ্রোফাইল রেগা শ্রমিক উদয়পুরে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২০ ফেব্রুয়ারি। শত চেষ্টাতেও কয়লার ময়লা নাকি খোয়া সম্ভব হয় না। পৃথিবীর সমস্ত উটারজেন্ট পাউডার ফেল করে যায় কললায় এসে। ঠিক সেভাবেই অর্থ আর প্রতিপত্তি থাকলেও মনের ক্ষুধা শেষ না হওয়ায় কোটিপতির নামও ঢুকে যায় শ্রমিকের তালিকায়। সরকারি কোষাগার থেকে কিছু একটা পাওয়ার আশায় এটাই



বা বাদ যাবে কোন্‌ দূরুখে। এমনই এক নাম রেগার জব কয়েক দশকে দেখে সাধারণ মানুষের চক্ষু চড়কগাছ। এমনকী তালিকাভুক্ত ওই রমণীর নাম দেখে সাধারণ গৃহ পরিচারিকা, রিক্সা শ্রমিক সহ দরিদ্র মানুষেরা লজ্জায় একেবারে লাল। কারণ, ওই মহিলার সঙ্গে তারা কিভাবে রেগার কাজে যাবেন। এই ভদ্ররমণী যেমন রাজনৈতিকভাবে প্রতিষ্ঠিত তেমনি আর্থিকভাবে যথেষ্ট প্রভাবশালী। এহেন রমণী যদি রাস্তায় নেমে এসে রেগা শ্রমিকের কোদাল ধরতে পারেন কিংবা ধরার জন্য এগিয়ে আসেন তখন সাধারণ শ্রমিকদের লজ্জিত হওয়ারই কথা।

কারণ, যে হাতে ওই রমণী কোদাল ধরার চেষ্টা করেছেন, সেই হাতে তখনও বুলাছে কম করেও লক্ষাধিক টাকার স্বর্ণালঙ্কার। এমন কোমল হাতে যেখানে সোনা-হীরা-পামার বকমকানি সেই হাতে রাস্তা পরিষ্কার করবেন ওই রমণী শুধুমাত্র রেগার মজুরি পাওয়ার আশায় এমন দুষ্ট কু-ভারতে আছে কেননা তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। এমন হাইপ্রোফাইল রেগা শ্রমিকের নাম অনামিকা দেববর্মা। তিনি উদয়পুর • এরপর দুইয়ের পাতায়

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি। রাজ্য পুলিশ প্রতিমাসে প্রায় ৩০ দিনই কোথাও না কোথাও গাঁজা অভিযান চালিয়ে সাফল্য পায়। গাঁজা কারবারি বা খুলে বললে ড্রাগ পাডলারদের না ধরতে পারলেও পুলিশ প্রতিদিন মাটির নিচ থেকে বা অনা নানা পন্থাকে কেন্দ্র করে কেজি-কেজি গাঁজা উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। পুলিশের এই সক্ষমতার কারণেই হয়তো রাজ্যের নানা প্রান্তের এক শ্রেণির ব্যবসায়ীরা গাঁজাকে কেন্দ্র করে যে জিনিসগুলোর প্রয়োজন, সেগুলোর আমদানিতে মন চলেছেন। গত কয়েকদিনে বিলোনিয়ার মুখরিঘাট আন্তঃগণক বাণিজ্য কেন্দ্র দিয়ে মোট ১ হাজারটি • এরপর দুইয়ের পাতায়

হাজার গাঁজার ড্রাম আমদানি!

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি। রাজ্য পুলিশ প্রতিমাসে প্রায় ৩০ দিনই কোথাও না কোথাও গাঁজা অভিযান চালিয়ে সাফল্য পায়। গাঁজা কারবারি বা খুলে বললে ড্রাগ পাডলারদের না ধরতে পারলেও পুলিশ প্রতিদিন মাটির নিচ থেকে বা অনা নানা পন্থাকে কেন্দ্র করে কেজি-কেজি গাঁজা উদ্ধার করতে



সক্ষম হয়। পুলিশের এই সক্ষমতার কারণেই হয়তো রাজ্যের নানা প্রান্তের এক শ্রেণির ব্যবসায়ীরা গাঁজাকে কেন্দ্র করে যে জিনিসগুলোর প্রয়োজন, সেগুলোর আমদানিতে মন চলেছেন। গত কয়েকদিনে বিলোনিয়ার মুখরিঘাট আন্তঃগণক বাণিজ্য কেন্দ্র দিয়ে মোট ১ হাজারটি • এরপর দুইয়ের পাতায়

হঠাৎ বৈঠকে বহু চর্চা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি। হঠাৎ করে এমন কী পরিস্থিতি তৈরি হলো যেখানে দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত গোটা রাজ্যের বিধায়ক, মন্ত্রী, দলীয় নেতৃত্ব, এডিশ্বর জনপ্রতিনিধি এবং অন্যান্যদের একসঙ্গে বসিয়ে নিজের বাড়িতেই বৈঠক করতে হলো মুখ্যমন্ত্রীকে। এমন কী আভাস তার কানে এলো যে এই বৈঠক একদিন পরে কিংবা দুদিন পরে করা যাবে না, রবিবারই করতে হবে এবং জরুরি ভিত্তিতে। এ নিয়ে একেই বিধায়ক একেকরকম বক্তব্য রেখেছেন। কেউ বলছেন উন্নয়নের দিক নির্দেশিকা ঠিক হয়েছে এই বৈঠকে, কেউ বলছেন পর্যালোচনা হয়েছে, কেউ বলছেন বিধায়কদের কাছ থেকে মুখ্যমন্ত্রী তাদের বক্তব্য জানতে চেয়েছেন। কিন্তু এমন বৈঠকে দলীয় নেতৃত্ব কেন ছিলেন? যদি প্রশাসনিক বৈঠকই হয় তাহলে দলের নেতারা থাকবেন কেন? মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, পাটির অধ্যক্ষ, সমস্ত বিধায়ক, মণ্ডল

প্রেসিডেন্ট, জেলা সভাপতি, এমডি, মন্ত্রী, তাদের নিয়ে বসি হয়েছে, কারণ বাজেট আসছে, ওই এলাকায় কী কী উন্নয়নমূলক কাজ দরকার, কোন কোন রাস্তা, স্কুল দরকার, তা আমরা করলে হয় না, ওই এলাকা থেকে আসতে হয়, সেগুলি জানা। দ্বিতীয়ত, হয়তো



অনেক কাজ শেষ হয়ে গেছে, তবে আমাদের জনপ্রতিনিধিদের কাছে সে সমস্ত খবর দেওয়া। তাছাড়াও সংগঠনের বিষয়ে কথা হয়েছে। আগামীদিন সরকার এবং পাটি কীভাবে মিলেমিশে কাজ করবে, সেই ব্যাপারে আলোচনা হয়েছে।

প্রকাশ্যে ভারতীয় জনতা পার্টি রাজ্য জুড়ে ব্যাপকভাবে কাজ শুরু করবে। সংগঠনকে আরও ঢেলে সাজানো হবে। ‘চারটি বিধানসভা নির্বাচন হবে’, সেগুলি কত বেশি ব্যক্তিগত জরী হওয়া যায়, সেই রণকৌশল আলোচনা করা হয়েছে। জনপ্রতিনিধিদের কাজ হচ্ছে

সোসাইটির জন্য কাজ করা, তাদের সে বিষয়ে অবহিত করা হয়েছে। প্রদেশ অধ্যক্ষ ডা. মানিক সাহার নেতৃত্বকে আমরা আরও শক্তিশালী করবো। এদিকে, মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী অবশ্য জানিয়েছেন, এই বৈঠক ছিলো পুরোপুরি প্রশাসনিক। এই • এরপর দুইয়ের পাতায়

‘বিপ্লব এগেইন’, প্রচারে যুব মোর্চা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি। সময়ের সাথে সাথে পরিবেশ পরিস্থিতি যেমন বদলায় তেমনি বদলে যেতে পারে মহাপুরুষদের বাণীও? রাষ্ট্রবাদী দল বিজেপির অন্দরেই এখন এই প্রশ্নের পাশাপাশি বিশ্লেষণও শুরু হয়েছে। বিজেপি তথা জনসংঘের প্রাণপুরুষ পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায় একসময় বলেছিলেন, আগে দেশ পরে দল এবং পরে ব্যক্তি। এতদিন ধরে বিজেপি এই সত্যকেই লালন করেছে। কিন্তু বর্তমান সময়ে এসে শুধুমাত্র বিরোধী দলকে টেকা দেতেই সেই প্রাণপুরুষের বাণীও যেন একটু অদল-বদল করতে হয়েছে দলকে। দলের অন্দরে এখন বদলে যাওয়া রণকৌশল, আগে

ব্যক্তি পরে দল, পরে দেশ। সেই রণকৌশলের বাস্তবায়নে মাঠে নামছে যুব মোর্চা। এই লড়াইয়ে তাদের প্রত্যেকের গায়েই থাকবে সাদা গেঞ্জি। বুকের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব’র মুখাবয়ব ও



নিচে লেখা বিপ্লব এগেইন। হঠাৎ করে ভোটের এক বছর আগে সাধারণ একটি মিছিলে বিপ্লব এগেইন লেখা গেঞ্জি গায়ে যুব কর্মীরা কেন মিছিল করবেন তা নিয়েই এখন মস্তবড় প্রশ্ন। দলের

তাত্ত্বিক নেতারা প্রশ্ন তুলছেন, এই গেঞ্জি ব্যবহারের মধ্য দিয়ে মানুষের মনে সংশয় তৈরি করে দিয়েছে যুব মোর্চা। নইলে বিপ্লববাবু’র মুখ্যমন্ত্রীদের একেবারে পরিপূর্ণ আরও এক বছর সময়কাল থাকতেই এগেইন বলা হচ্ছে কেন? এমন নয় যে তার শাসনকাল শেষ। তাকে আবার চেয়ে মিছিল করতে হচ্ছে। তিনি গত চার বছর ধরে ছিলেন এখনও মুখ্যমন্ত্রী আছেন, আগামী এক বছরও মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন। একই সঙ্গে বিজেপির তাত্ত্বিক নেতাদের একাংশের বক্তব্য, পণ্ডিত দীনদয়াল উপাধ্যায়ের বাণীকে পুরোপুরি উল্টে দিয়ে বিজেপি যেভাবে আগে ব্যক্তি, পরে দল এবং পরে দেশকে নিয়ে এসেছে, এতে করে বোঝা যাচ্ছে

সোজা সাস্প্টা টার্গেট

কিছুদিন ধরেই রাজ্যের শাসক দল বিজেপি এবং বামেদের বিভিন্ন ইস্যুতে টার্গেট করে বক্তব্য রাখছেন প্রদ্যোত কিশোর। মাফিয়া থেকে শুরু করে রাজনৈতিক সন্ত্রাস, আর্থিক দুর্নীতি বিভিন্ন ইস্যুতেই বিজেপি এবং বামেদের নিশানা করে যাচ্ছেন প্রদ্যোত। এডিসি-তে ক্ষমতা দখলের পর রাজ্য বিধানসভায় তিপ্রা মথার একটা বড় সংখ্যার জনপ্রতিনিধিদের দেখতে চাইছেন প্রদ্যোত। তবে প্রদ্যোত বেশ ভালোভাবেই জানেন যে, একা তার দলের পক্ষে সম্ভব নয় রাজ্যের ক্ষমতা দখল। বামেরা পাহাড় হারিয়ে নিশ্চয় মথা-র হাত ধরবে না। বিজেপি-র সমস্যা হতে পারে তিপ্রাল্যান্ড। ২০১৮ নির্বাচনে তিপ্রাল্যান্ডের ডাক দিয়ে বিজেপি এবং জোটসঙ্গী আইপিএফটি ক্ষমতায় এলেও চার বছরে কোন কিছুই হয়নি। আর তিপ্রাল্যান্ড এখন মথা-র দাবি। এক্ষেত্রে মহারাজের প্রথম পছন্দ হতে পারে কংগ্রেস। সম্ভবত এই কারণেই প্রদ্যোত আপাতত তার রাজনৈতিক যুদ্ধে কংগ্রেসকে আক্রমণে আনছে না। সেই জায়গায় বিজেপি এবং বামেরা। অবশ্য এটা ঠিক যে, বাম এবং বিজেপি-কে দুর্বল করতে না পারলে মথা-র দখলে যেথেষ্ট সংখ্যক বিধানসভার আসন আসবে না। কংগ্রেস-মথা জোট হলে মহারাজার হয়তো রাজ্য দখলের স্বপ্নপূরণ হতে পারে। একটা সময় তো ত্রিপুরা রাজ্য প্রদ্যোতদেরই ছিল। এবার ভারতীয় গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় ফের ত্রিপুরা জয় করতে চাইছেন মহারাজ।

বাইক বাহিনীর লুটপাট

● **আটের পাতার পর** - ডিওয়াইএফআই, ডিওয়াইএফ-এর মোহনপুর মহকুমা কমিটির যৌথ উদ্যোগে গান্ধীগ্রামে বিরাট যুব মিছিল সংগঠিত হয়। এই মিছিল দেখে ক্ষিপ্ত হয়ে বিজেপি-র দুর্বৃত্তরা বাইক এবং গাড়িতে চেপে এদিন সন্ধ্যা ছয়টা নাগাদ গান্ধীগ্রামস্থিত সিপিআইএম পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা কমিটির সদস্য স্বপন দেব এবং পার্টির গান্ধীগ্রাম লোকাল কমিটির সম্পাদক উত্তম সাহার বাড়িতে ধারালো অস্ত্র নিয়ে হামলা চালায়। দুই নেতাকে বাড়িতে না পেয়ে, বিজেপি গুভাবাহিনী লুট, ভাঙচুর, অত্যাচার সংঘটিত করে। প্রথমেই স্বপন দেব-এর বাড়িতে গিয়ে তার খোঁজ করে, তাকে না পেয়ে বাড়ির দরজা, জানালা ভাঙচুর করে। তারপর ঘরে ঢুকে দুইটি ঘোঁরর বাইক ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। এরপর দুধুতিরা উত্তম সাহার বাড়িতে চড়াও

হয়। উত্তম সাহাকে আক্রমণের উদ্দেশ্যে খোঁজ করে। উত্তম সাহা দ্রুত বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র গিয়ে নিজেকে রক্ষা করেন। তখন দুধুতিরা বাড়ির দরজা- জানালা-প্রিল ভেঙে ঘরে ঢুকে জায়গা কেনার জন্য ব্যাঙ্ক থেকে উঠানো ঘরে রাখা তিন লক্ষ টাকা, সাত ভরি স্বর্ণালঙ্কার এবং একটি এলইডি টিভি-সহ মূল্যবান জিনিসপত্র লুট করে নিয়ে যায় ও একটি বাইক ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়। পরবর্তী সময়ে বিজেপির সমস্ত বাহিনী গান্ধীগ্রামে সুভাষ কলোনির বাসিন্দা মাধবী দেবনাথ- এর বাড়িতে আক্রমণ করে। এই আক্রমণগুলির দাঙ্গা প দুপুরে দুর্গাবাড়ি বাজারের আলীপ শীলের সেলুনে ঢুকে তাকে মারধর করে এবং তার মোবাইল ফোন ছিনতাই করে বিজেপি দুর্বৃত্তরা। সিপিআইএম পশ্চিম ত্রিপুরা জেলা সম্পাদকমন্ডলী এই

আক্রমণের তীর নিন্দা ও প্রতিবাদ জানাচ্ছে। আক্রান্ত উত্তম সাহা জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় সরকারের বাজেট বিরোধী মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন। মিছিল থেকে ফেরার পথে আক্রমণের চেষ্টা হয়। সন্ধ্যায় ১৫০ থেকে ২০০ জন দুর্বৃত্ত বাহিনী আমার বাড়িতে আক্রমণ করেছে। পাশের ঘরে ছোট ভাই সৈতন দেবের ঘরে লুটপাট করা হয়। পেছনের দরজা দিয়ে না পালানো বাড়ির সবাইকে খুন করা হতো। রাজকর্তৃক প্রতিহিংসা থেকেই এই আক্রমণ। এদিন গান্ধীগ্রামে সিপিএম’র মিছিলে অংশ নেন ডিওয়াইএফআই’র সভাপতি পলাশ ভৌমিক, সম্পাদক নবাবরণ দেব-সহ অন্যান্যরা। মিছিলের পরই সন্ধ্যায় শুরু হয় বাইক বাহিনীর আক্রমণ। রাতে এই ঘটনায় গোটা এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে।

খোদ টিসিএ

● সাতের পাতার পর তিনি নেই। প্রতিদিন টিসিএ-তে হওয়া সভাপতির ক্লাবের নাম ভাঙিয়ে নিজে নির্বাচক হয়ে লক্ষ টাকা কামাই করলেও ক্লাবের ক্রিকেট দলের কোন খোঁজ পর্যন্ত নাকি রাখেন না। শতদল সংঘের প্রতিনিধি হয়ে টিসিএ-তে এসে সভাপতি পদে বসে গেলেও সেই শতদল সংঘের দলকে মাঠে নামানো নিয়ে মানিক সাহা-র কোন ভূমিকা নাকি ছিল না। তেমনি শতদল সংঘ তথা সভাপতিরক্লাবের নাম ভাঙিয়ে টিসিএ-তে পদে এলেও ক্লাবের যে অনূর্ধ্ব ১৫ দল হচ্ছে না সে ব্যাপারে ওই প্রাক্তন ক্লাব প্রতিনিধিরও কোন উদ্যোগ ছিল না বলে অভিযোগ।

এনফিল্ড

● **ছয়ের পাতার পর** এনফিল্ড বুলেট তৈরিতে যা খরচ, তেমনই খরচ হয়েছে বলে জানিয়েছেন করলাই। আসলের সঙ্গে এর তফাৎ একটিই, সেগুলি সচল আর এটি চলচ্ছক্তিহীন।

শিক্ষিকা প্রয়াত

● **প্রথম পাতার পর** সংখ্যাটা বেড়ে দাঁড়ালো ১২৬জনে। মাত্র ৩৯ বছর বয়সেই মানসিক অস্বাস্থিতে মারা গেলেন মুগালী দেববর্মা নামে এক চাকরিচ্যুত শিক্ষিকা। তিনি স্নাতক শিক্ষিকা ছিলেন। বাড়ি খোয়াই জেলার হাইজালবাড়ি এলাকায় আগরতলার একটি বেসরকারি হাসপাতালে তিনি মারা গেছেন। বনবাড়ি সিনিয়র বেসিক স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষিকা মুগালী। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোকাহত চাকরিচ্যুত শিক্ষকরা। জয়েন্ট মুভমেন্ট কমিটি ১০৩২৩ এই ঘটনায় গভীর শোক জানিয়েছে। সংগঠনের বক্তব্য, চাকরি হারানোর পর থেকে মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন মুগালী। মূলতঃ এসব কারণে তিনি মারা গেছেন।

অসুস্থ যুবক

● **প্রথম পাতার পর** কিস্ত সিধাই থানায় থেকে মেডিক্যাল করাতে নিয়ে আসা হয় মোহনপুর হাসপাতালে। সেখানে আসার পর উচ্চচাপজনিত সমস্যা থাকায় চিকিৎসকদের পরামর্শে সঞ্জয় দেবকে জিবিপি হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। রাতে সংবাদ লেখা শেষ তার চিকিৎসা চলাছে জিবিপি হাসপাতালে এবং গোটা বিষয়টি নিয়ে চিকিৎসক এবং পুলিশ সবুজত কিছু না বললেও পরিবারের সদস্যরা সঞ্জয়কে সাপনে পেয়ে খানিকটা হলেও স্বস্তি পেয়েছে।

ড্রাম আমদানি!

● **প্রথম পাতার পর** প্লাস্টিকের প্রামাণ্য সাইজের ড্রাম চুকেছে। পুলিশ বা রিএসএফ কতৃপক্ষ সাম্প্রতিককালে গাঁজা অভিযানে গিয়ে মাটির নিচ বা বিভিন্ন জায়গায় লুকিয়ে রাখা যেসব গাঁজার আড়ৎ খুঁজে পেয়েছে, তার অধিকাংশই এমনসব ড্রামগুলো থেকে উদ্ধার হয়েছে। বিলোনিয়ার ব্যবসায়ী ধনেশ দেবনাথ গত কয়েকদিনে আড়াইশো করে মোট চারবার প্লাস্টিকের বড় ড্রাম এনেছেন। বাংলাদেশ থেকে মুহুরিঘাট আন্তঃ শুদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্র দিয়ে আইনি পথেই সেগুলো রাজ্যে প্রবেশ করেছে। কিন্তু অভিযোগ, এই ড্রামগুলোতেই এখন গাঁজার ব্যবসায়ীরা গাঁজা ঢুকিয়ে রাজ্য এবং বহিরাংজে পাচার করে। ড্রামগুলো আনা পর্যন্ত বিষয়টি আইনি প্রক্রিয়ায় মধ্যেই ছিল বা আছে। কিন্তু গত বহু মাস ধরেই ধনেশবাবুদের মত আরও কয়েকজন ব্যবসায়ীরা ওপার থেকে এই ড্রামগুলো এপারে নিয়ে আসে। বিক্রি হয় চড়া দামে। কিন্তু কোথায় বা কার কাছেই এই ড্রাম সব বিক্রি হয়, তা সঠিকভাবে জানা যায় না। বিষয়টি নিয়ে ইতিমধ্যেই কৌতুহল বেড়েছে বিলোনিয়া, সোনামুড়া, মোহনপুর, বামুটিয়া সহ বিভিন্ন এলাকা। এই প্লাস্টিকের ড্রামগুলো আদতে কি কারণে আসে এবং কারা কিনে নিয়ে যায় তা পুলিশ খতিয়ে দেখলেই দুখ কা দুখ, পানি কা পানি হয়ে যায়। আর নচেৎ গাঁজা ব্যবসাকে কেন্দ্র করে আনা নানা ব্যবস্থা সামগ্রীর বিক্রি বাড়তেই থাকবে।

মামলা

● **ছয়ের পাতার পর** করে শিরোমণি আকালি দলের সমর্থকদের বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছিলেন। তার ভাবমূর্তিও ফুর করার চেষ্টা করা হয়েছে। এই বিষয়ে পুস্ত্রাবের মুখ্য নির্বাচনি অধিকারিক বলেছেন, যে ক্লিপটি রাজ্য স্তরের কমিটি অনুমোদন করেনি।

দুর্ঘটনায় বর-সহ মৃত ৯

জয়পুর, ২০ ফেব্রুয়ারি।।বিবেবাড়ি যাওয়ার সময় মর্মান্তিক দুর্ঘটনায় রাজস্থানে বরযাত্রীর গাড়ি চম্বল নদীতে পড়ে মৃত্যু হল বর-সহ ৯ জনের। ঘটনাটি ঘটেছে রাজস্থানের কোটার নয়পুর থানার চম্বলের ছোট পুলিয়া এলাকায়। সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে, খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায় স্থানীয় পুলিশ ও জেলা প্রশাসনের কর্মীরা। দ্রুত শুরু হয় উদ্ধারকাজ। জানা গিয়েছে, একটি ক্রেনের সাহায্যে গাড়িটি জল থেকে তোলা হয়েছে। দেহগুলিও উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো

বৈঠক

● **ছয়ের পাতার পর** মহারാষ্ট্রের মুখ্যমন্ত্রী ঠাকরে বলেন, “যে এখন যা পরিস্থিতি এবং যে ভাবে শাসকের রাজনীতির মান তালানিতে এসে ঠেকছে, তা মোটেও হিন্দুত্ব হতে পারে না। এরকমই চলতে থাকলে দেশের ভবিষ্যৎ কী হবে ভাবলেও শিউরে উঠতে হয়। যে কেউ প্রধানমন্ত্রী বা মুখ্যমন্ত্রী হতে পারেন, আমরা দেশের ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত” কেসিআর জানিয়েছেন, কয়েক দিনের মধ্যেই তিনি জেডি (এস) এর সভাপতি তথা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচ ডি দেবসৌভদার সঙ্গেও বৈদালুর্ক গিয়ে কথা বলবেন।

হয়েছে। জানা গিয়েছে, উজ্জয়নে বিয়ের জন্য যাচ্ছিল গাড়িটি। কিন্তু আচমকাই নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে সেটি নদীর জলে পড়ে যায়।রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট টুইট করে শোকপ্রকাশ করেছেন। তিনি জানিয়েছেন, “কেটায় বরযাত্রীদের একটি গাড়ি চম্বল নদীতে পরে যাওয়ায় বর-সহ ৯

জনের মৃত্যুর যে ঘটনা ঘটেছে তা অত্যন্ত দুঃখজনক ও মর্মান্তিক। আমি জেলাশাসককে ফোন করে বিস্তারিত খোঁজখবর নিয়েছি। নিহতদের পরিবারকে আমার আন্তরিক সমবেদনা জানাই।ঈশ্বর তাঁদের এই আঘাত সহ্য করার শক্তি এবং মৃতদের আত্মাকে শান্তি দিন।”

বিজেপি-এনপিপি সংঘর্ষ

● **ছয়ের পাতার পর** এলাকায় তার বাড়ির বাইরে হাঁটার সময় গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। শনিবার এনপিপি়র জাতীয় সভাপতি কনরাদ সামাও রাজ্যের প্রধান নির্বাচন আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করেন। মণিপূরের ডিভিপি পি ডুগ্গেল সংবাদমাধ্যমকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন যে, রাজনৈতিক দলগুলি নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক হিংসায় জড়িয়ে পড়েছে। প্রার্থী এবং তাদের সমর্থকরা যদি নির্বাচন কমিশনের নিয়মগুলি অনুসরণ করে এবং রাত ৯টার পর প্রচার বন্ধ করে তবে এই ধরনের ঘটনা এড়ানো যেতে পারে। ডিভিপি আরও বলেছেন যে, রাজ্যে ৮০ শতাংশ লাইসেন্স আরোয়ন্ত্র আদ্যসমর্পণ করা হলেও, এখনও অস্ত্র ও গোলাবারুদ ব্যবহার করা হচ্ছে এবং সীমান্তের ওপার থেকে রাজ্যে অবৈধ আরোয়ন্ত্র আনা হচ্ছে।

প্রচারে যুব মোর্চা

● **প্রথম পাতার পর** সময়ে বসেই তিনি আগামী ২৫ বছরের বাবনা হুক কাটতে শুরু করেছেন। আর সমস্ত পরিকল্পনাই আগামী ২৫ বছরকে সামনে রেখে। মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব যখন আগামী ২৫ বছরের রাজত্বের দিকে তাকিয়ে সংকল্পবদ্ধ। তার শাসন যখন জনপ্রিয়তার শীর্ষে তখন কোনওরকম জোট ছাড়া মানুষের মতামতের প্রয়োজনীয়তা ছাড়া, ধুম করেই বিপ্লব এগেইন গেঞ্জি পরে রাজপথ কাপিয়ে মিছিল শুরু করার পরিকল্পনা নিচ্ছে যুব মোর্চা। যা দেখে কৌতূহলী মানুষের মনে প্রশ্ন জাগবে।

গুরুত্ব বোঝালেন মুখ্যমন্ত্রী

● **প্রথম পাতার পর** নেশার বিরুদ্ধে রাজ্য সরকারের এই দৃঢ়তার ফলেই প্রতিদিন সাফল্য আসছে। সারা রাজ্যেই ক্রীড়া পরিকাঠামোর উন্নতি ও সম্প্রসারণে আগ্রহিকারের ভিত্তিতে কাজ করছে সরকার। প্রতি জেলায় ফুটবল স্টেডিয়াম নির্মাণ-সহ একাধিক পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়ে তুলতে মহিলাদের অগ্রণী ভূমিকা নিতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, শহর থেকে প্রান্তিক এলাকা সর্বত্র উন্নয়ন প্রতিফলিত হচ্ছে। হাইওয়ের পাশাপাশি প্রতিটি গ্রাম পেভার ব্লক-সহ অন্যান্য সড়কে যুক্ত হচ্ছে। উন্নয়নের প্রাশে একসময় উপেক্ষিত উত্তর-পূর্বাঞ্চল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির আন্তরিকতায় বিকাশের নতুন দিশা পেয়েছে। বিগত দিনে রাজ্যে বেড়ে উঠা নেশা কারবারে লাগাম টানতে বর্তমান রাজ্য সরকার দৃঢ়তার সাথে কাজ করছে। অনুষ্ঠানে খেলোয়াড়রা জাতীয় আদিনিয় নিজদের জায়গা করে নিয়েছেন। রাজ্যের ক্রীড়াক্ষেত্রের উন্নয়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিতে চলেছে নির্দায়মাণ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক সুভাষ চন্দ্র দাস, এমডিসি পদ্মলোচন ত্রিপুরা, মেলাঘর পুর পরিষদের চেয়ারপার্সন অনামিকা ঘোষ, সোনামুড়া নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারপার্সন সারাদা চক্রবর্তী, সিপিএইজলা জেলার জেলাশাসক বিশ্বশ্রী বি প্রমুখ।

গাড়ি চুরি করার সহজ পথ

● **প্রথম পাতার পর** নম্বর অফ১(২৩)- পিডি/২০১৮ মূলে প্রায় তিন বছরেরও বেশি সময় আগে উক্ত দ্বাষ্টকি প্রতিষ্ঠিত হয়। তাতে চারটি ইউনিট আলাদা করে তৈরি করা হয়। একটি সিরিয়াস ক্রাইম ইউনিট, আরেকটি ইকোনমিক্স অফেন্স ইউনিট এবং অন্য দুটো হলো সাইবার ক্রাইম ইউনিট ও অ্যান্টি নারকোটিক ইউনিট। সাইবার ক্রাইম ইউনিটের নেতৃত্বে প্রতিটি জেলার পুলিশ সুপাররা রয়েছেন। একইভাবে সিরিয়াস ক্রাইম এবং ইকোনমিক অফেন্স ইউনিটটির নেতৃত্বেও পুলিশ সুপাররা। রাজ্য পুলিশের তরফেও এ বিষয়গুলো নিয়ে সাংবাদিক সম্মেলন ইত্যাদি করা প্রয়োজন। সাধারণ মানুষ রাজ্য পুলিশের বক্তব্য শোনার বা নিজদের বক্তব্য শুধু করার কোনও পছা খুঁজে পান না। দেশের প্রায় প্রতিটি রাজ্যের সদর কার্যালয়ের তরফে একেকটি গুরুত্বপূর্ণ মামলার গতি-প্রকৃতি এবং সাফল্য বা ব্যর্থতা নিয়ে সংশ্লিষ্ট রাজ্যগুলোর সাংবাদিকদের নিয়মিত ‘ব্রিফিং’ করা হয়ে থাকে। কিন্তু রাজ্যের ক্ষেত্রে বিষয়টি ঠিক উল্টো। প্রতিদিন পুলিশ সদর কার্যালয়ের তরফে বিপজ্জু দিয়ে কোথায় কত কেজি গাঁজা আটক হয়েছে এবং কোন্‌ এলাকা থেকে পুলিশ কাউকে গ্রেফতার করেছে, সেই বিষয়টি শুধু জানিয়ে দেওয়া হয়। পুলিশের সদর কার্যালয়ের সঙ্গে সংবাদমাধ্যমের তরফে যোগাযোগ করার কোনও ব্যবস্থা নেই। গাড়ি চুরি ঠেকাতে গেলে এই বিষয়গুলো নিয়ে অবশ্যই ভাবতে হবে রাজ্য পুলিশকে।

শিক্ষক রাজনৈতিক প্রচারে

● **প্রথম পাতার পর** পারেন না, তেমনি সিভিল সার্ভিসের নিয়ম আরও কয়েকটি সংস্কার সাপেক্ষে যুক্ত থাকা চলে না সরকারি কর্মচারীকে। বামফ্রন্টের সভায় বক্তৃতা শুভেতে যাওয়ার অভিযোগে এক মহিলা কর্মচারীকে অবসরের বাওয়ায় সপ্তাহে সাময়িক বরখাস্ত করেছিল বিজেপি সরকার। অবসরের পর পাওনা-দেয়া নিয়ে সমস্যা হয় তার। পরে সেই কর্মচারী হাইকোর্টে সরকারের বিরুদ্ধে মামলা করে জিতেছেন। হাইকোর্ট রায় দিয়েছিল যে কোনও রাজনৈতিক সভা

নিয়মে যে কাজটি তিনি পারেন না, তা ভুলে গেছেন। এখন আর সরকারি সামাজিক মাধ্যমে প্রচারে নেমে পড়েছেন। সুবিধামত পোসিং বজায় রেখে এসব চলছে। রতনলাল নাথ’র ছবি দিয়ে অন্যপোস্টে তিনি লিখেছেন, “ আপনাই মানুষের নেতা উত্তর, দক্ষিণ,পূর্ব, পশ্চিম-এ রতনলাল নাথই সেরা।” সরকারি কর্মচারী হয়ে দলীয় কাজ করার রক্ষা কবচটি কী, তাই ইঙ্গিত করেছেন পাওয়া যায়। শোনা গেছে, কমল-স্যার নাকি এখন অন্তর্জালে স ক্রিয় থাকার দায়িত্ব সামলাচ্ছেন।

স্থগিতে স্বার্থের গন্ধ, বিপদে গণতন্ত্র!

● **প্রথম পাতার পর** এখন থেকে নির্বাচন করতে হচ্ছে, চূড়ান্ত ভোটার তালিকা কাউন্সিলের হাত দিয়ে করতে হবে। অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি, সম্পাদক সাংবাদিকদের বলেছেন, চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের বিষয়ে ২০১৭ সালের কাউন্সিলে যে সিদ্ধান্ত, তা বার অ্যাসোসিয়েশনের জানা নেই, তেমন কোনও কিছু অ্যাসোসিয়েশনকে জানায়নি কাউন্সিল। তাদের জানা ছিল না। অন্যান্য বছর যেভাবে প্রথমে খসড়া তালিকা প্রকাশ হয়, তারপর চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ হয়,তেমনি হয়েছে এবছরও। তারপরেই নানা প্রশ্ন, সন্দেহ তৈরি হয়েছে। ২০১৭ সালের পর,আরও তিনবার এই অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন হয়েছে, ২০১৮,২০১৯,২০২০ সালে। তখনও অ্যাসোসিয়েশন এইবারের মতই ভোটার তালিকা প্রকাশ করেছে, কাউন্সিল করেনি।আমচকি এই বছরে এসে কাউন্সিলের এই তৎপরতা, অতি সক্রিয়তাকে সোজা দৃষ্টিতে দেখেছেন না সাধারণ ভোটাররা। যারা এখনও দ্বিতা বন্ধক দেননি, তাদের অনেকেই এইসব প্রশ্নের জবাব খুঁজছেন। কাউন্সিলের যে সভায় অ্যাসোসিয়েশনের নির্বাচন স্থগিত করার সিদ্ধান্ত হয়েছে, সেই সভার বিবরণীতে বলা হয়েছে যে, অন্যান্য অ্যাসোসিয়েশনকেও বলা হবে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা কাউন্সিলের হাত দিয়ে প্রকাশ করতে। অন্যান্যদের বিষয়টা পরবর্তী বার থেকে হলে, ত্রিপুরা বার অ্যাসোসিয়েশনের ক্ষেত্রে নির্বাচন স্থগিত করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত। তাছাড়া প্রশ্ন উঠছে যে ২০১৭ সালে তেমন সিদ্ধান্ত থাকলে অ্যাসোসিয়েশনকে না জানানোর কারণ কী। আর জানিয়ে থাকলে, তারপর পর পর তিনবার নির্বাচন হলেও কাউন্সিলের তরন কোনও প্রতিতিক্রিয়া হল না কেন। আগামী বছর বিধানসভা ভোট, ফলে ইঙ্গিত ফলাফল কোনও পক্ষের একান্ত জরুরি কিনা, কার স্বার্থে এই রকম ব্যবস্থা , সেটার জবাব খুঁজছেন অনেকেই। অন্যদিকে নিয়মের প্রক্ষে, অ্যাসোসিয়েশন রিটর্নিং অফিসার নিয়োগ করে থাকে, রিটর্নিং অফিসার নির্বাচন করার সিদ্ধান্ত যেমন নিতে পারেন না, তেমনি স্থগিতও করতে পারেন না। ঠিক ভারতের নির্বাচন কমিশন’র নির্দেশে কেউ রিটর্নিং অফিসারের দায়িত্ব দ্বারা করেন, কিন্তু তিনি নিজের মত করে কোনও বিধানসভা কেন্দ্রের ভোট বন্ধ করে দিতে পারেন না। কাউন্সিল মেমনি রিটর্নিং অফিসারকে নির্বাচন করার দায়িত্ব দিতে পারেন না। চলতি কমিটির সভাপতি, সম্পাদক কাউন্সিলের সভায় এসব নিয়ে আপত্তি কেন তুলেননি, সম্মতি কেন দিয়েছেন, অন্তত কাউন্সিলের সভার মত মেনে নিলেও, আপত্তি রেখেও তা মানা যেত, ‘সর্বসম্মত’ হওয়ার কারণ থাকতে পারে না। নির্বাচিত কমিটি যদি এইটুকু দৃঢ়তা না দেখাতে পারে,তবে তা সাধারণ ভোটারদের ঠকানোর নামান্তর বলেই মনে করছেন অনেক আইনজীবী। বাম-ডান প্যালেলে থেকে এসা অ্যাসোসিয়েশনের চলতি কমিটির পদাধিকারীরা নিজদের সংবিধান, অধিকার রক্ষার বদলে, চাপিয়ে দেওয়া সিদ্ধান্তে নতজানু হয়েছেন বলে প্রশ্ন উঠেছে। কার স্বার্থে, কী কারণে এরকম নরম হওয়া, সন্দেহ গাঢ় হচ্ছে। কার সাথে কার কোথায় বোঝাপড়া হচ্ছে, তা নিয়ে জল্পনা ও সন্দেহ তৈরি হয়েছে। উল্লেখ্য, আগে বছরে বছরে ভোট হত, সংবিধান সংশোধন করে এখন প্রতি দুইবছরে একবার ভোট হবে বলে ঠিক হয়েছে।

বহু চর্চা

● **প্রথম পাতার পর** বৈঠকের সঙ্গে দলের কোনও সম্পর্ক নেই। সেই কারণে বৈঠকের একটা সময়ে নেতারা চলে গিয়েছেন। প্রশ্ন উঠছে তাহলে প্রথম থেকেই বা ছিলেন কেন? এর কোনও উত্তর কারো কাছে নেই। তবে বৈঠকে আগাগোড়া হাজির ছিলেন বিজেপি সভাপতি ডাক্তার মানিক সাহা। সাংবাদিকদের এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী জানিয়েছেন, মানিক সাহা প্রশাসনিক এই বৈঠকে ত্রিপুরা ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি হিসেবে নাকি উপস্থিত ছিলেন। প্রশাসনিক বৈঠকে ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি মানিক সাহার নাকি অনেক কাজ তাই তিনি এই বৈঠকে হাজির ছিলেন। যদিও এই বৈঠকে ফুটবল কিংবা ফুটবল অ্যাসোসিয়েশনের কেউ ছিলেন না। কৃষনগরের দলীয় সুদ্র বলছে, বৈঠকের বহুমুখী উদ্দেশ্যের মধ্যে অন্যতম এক উদ্দেশ্য ছিলো কেন্‌ কোন্‌ বিধায়কের চলন-বলনে অসঙ্গতি রয়েছে তা খতিয়ে দেখে প্রয়োজনে তাকে বোঝানো কিবা পাশপাশির বিধানসভা কেন্দ্র ধরে ধরে এই এলাকার প্রশাসনিক উন্নয়ন এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি রক্ষা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। কোনও এলাকায় কাজ কম হলে শীঘ্রই ওই এলাকায় পৌঁছে গিয়ে দ্রুত উন্নয়নের কাজ শুরু করার জন্যেও মুখ্যমন্ত্রী নাকি নির্দেশ দিয়েছেন। এক্ষেত্রে বিধানসভা ভিত্তিক দলগত রিপোর্ট পেশ করতে দলের জেলা সভাপতি ও প্রভারীদেরকে বৈঠকে রাখা হয়েছে। যাতে করে তারা তাদের মূল্যবান মতামত দিতে পারেন।

উদয়পুরে

● **প্রথম পাতার পর** পুরপরিষদের বার নং ওয়ার্ডের বর্তমান কাউন্সিলার। এই ওয়ার্ডেই এর আগে কাউন্সিলার ছিলেন। তার স্বামী দীপনারায়ণ কর। অনামিকাদেবীর স্বপ্নরশমাই প্রয়াত হয়েছেন। জীবদশায় তিনি ছিলেন উদয়পুরের নামজাদা ঠিকদার। প্রাসাদেপম বাড়ি। আর তার নামই কিনা রেগা মাস্টার রংলর শ্রমিকের তালিকায়। এমন কাণ্ড দেখে উদয়পুরের মানুষরা অবাক। তিনি এবং তাদের পরিবার নাকি এখনও রেশনের কার্ড ভুলে বিক্রি করে কিছু টাকা লাভের পক্ষপাতি। রেশনের এক লিটার কেরোসিন বিক্রি করেও কিছুটা টাকা যে আঁক করা যায় এই অংক তাদের চেয়ে কেউ ভালো বোঝেন না। সেই কারণেই হাতেবর্তি বউকে রাজনীতিতে পাঠানো হয়েছে। তিনি কাউন্সিলার হয়েছেন। কিন্তু রেগা শ্রমিকে নাম লেখানোর যেহেতু সুযোগ রয়েছে সেই সুযোগই বা হাতহাড়ি করবেন কেন? কাজ করুন আর না করুন ব্যাধের আ্যাকাউন্টে হাজিরা তো চুকেই যাবে। এলাকার সবাই অনামিকাদেবীকে হাইপ্রোফাইল শ্রমিক বলে ডাকেন। এক অভুত দর্শন শ্রমিক। রেগার কাজে কোদাল ধরার আগে তার টেনশন হয়ে যাবে কোনওভাবে না হাত কিংবা গলা থেকে একে স্বর্ণালঙ্কার খসে পড়ে যায়। ফলে, কোদাল ধরবেন বলে তার হাজারো টেনশন। তবুও রেগার মজুরি তার চাই।

সিপিএমে অনাস্থা, সুশান্তে আস্থা বাড়ছে মথা, চিন্তিত তারা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি।। ফের দলত্যাগ! আবারও আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে সেই মজলিশপুর বিধানসভা কেন্দ্র। প্রতিদিন পালা করে একের পর এক সিপিআই(এম) দলে ভাঙন ধরিয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দিচ্ছেন মজলিশপুর কেন্দ্রের বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। গত শুক্রবার উত্তর মজলিশপুর পঞ্চায়েতে দলত্যাগ সভার পর আজ আবারও নিজের মজলিশপুর বিধানসভা কেন্দ্রের হরিজয় চৌধুরী পঞ্চায়েতে দলবদল করালেন তিনি। হরিজয় চৌধুরী পঞ্চায়েতের দীর্ঘবছরের সিপিআই(এম) দলের সমর্থক ৭টি পরিবারের ২৮ জন ভোটার সিপিআই(এম) দলের সাথে দীর্ঘবছরের সম্পর্ক ছিন্ন করে আজ বিধায়ক সুশান্ত চৌধুরীর হাত থেকে বিজেপি দলের পতাকা নিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করে। আজকে দলত্যাগের সভায় ভাষণ রাখতে গিয়ে সিপিআই(এম) দল ও তাদের ছদ্মবেশী মিত্রদের চাঁছাছোলা ভাষায় আক্রমণ করলেন বিধায়ক সুশান্ত চৌধুরী। তীব্র আক্রমণাত্মক ভাষণে তিনি বলেন, রাজনীতিতে প্রত্যেক রাজনৈতিক দলেরই একটা আদর্শ থাকে। কিন্তু সিপিআই(এম) ও তাদের ছদ্মবেশী মিত্রদের নীতি আদর্শ বলে কিছু নেই। দেশের ও রাজ্যের মানুষের সর্বনাশ করা ছাড়া কোনও কাজ নেই এদের। কমিউনিস্টরা চিরদিন দেশের পরম্পরা ও সংস্কৃতিকে অপমান করেছে। পঁচিশ বছর গুন্ডামি করে গেছে ত্রিপুরায়। এখানে তো মানুষ

এখন শান্তিতে আছে। কমুনিস্ট ও তাদের ছদ্মবেশী মিত্ররা এখানে উন্নয়ন সহ্য করতে পারছে না। ত্রিপুরার বুকে আবারও অশান্তি সৃষ্টি করার চক্রান্ত শুরু করেছে। কিন্তু ত্রিপুরার মানুষ সিপিআই(এম) ও তাদের ছদ্মবেশী বন্ধুদের উপযুক্ত জবাব দেবে। এই অশুভ শক্তিদেের রুখতে সবাইকে একজোট হতে



হবে। একদম বুধন্তর পর্যন্ত ভারতীয় জনতা পার্টির শিকড় পৌঁছাতে হবে। বিগত পঁচিশ বছরে তাদের শাসনে সিপিএম কীভাবে নির্মম ভাবে অত্যাচার করেছিল তা এখনো মানুষ ভুলে যায়নি। ১৯৯৩, ১৯৯৮, ২০০৩, ২০০৮, ২০১৩ প্রতিটি বিধানসভা নির্বাচনের ফলাফল যোগণার পর গোটা রাজ্য জুড়ে সিপিএম কিভাবে সন্ত্রাস চালিয়েছিলো তা ভুলে গেলে চলবে না। তিনি সিপিএমের বিরুদ্ধে বলতে গিয়ে বলেন, মজলিশপু্রে সিপিএমের আমলে অনেকেই বিরোধী দল করার কারণে খুন

সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। ত্রিপুরার সার্বিক উন্নয়নের জন্য আমাদের দেশের নরেন্দ্র মোদিজীর মার্গদর্শনে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বিপ্র কুমার দেব কাজ করে চলেছেন। নিষ্ঠা ও সততার সাথে দলীয় কর্মীদের কাজ করতে হবে। কোনো গাফিলতি ও অলসতা মেনে নেওয়া হবে না। সামনের বছরেই বিধানসভা নির্বাচন। তাই মানুষের পাশে গিয়ে মানুষের উন্নয়নে কাজ করতে হবে। আজকের সভা থেকে প্রতিটি বুথে, প্রতিটি ওয়ার্ডে দলীয় নেতৃত্ব ও কর্মীদের তিনি বাড়ি বাড়ি যাওয়ার নির্দেশ দেন। কোথাও

নির্বাচনে এই ১০-মজলিশপুর বিধানসভা কেন্দ্রে সিপিআই(এম)-সহ অন্যান্য বিরোধী দলীয় প্রার্থীদের নির্বাচনে জামানত বাজেয়াপ্ত হবে। শুধু মজলিশপুর নয়, সারা রাজ্যে একটি আসনও পাবে না সিপিআই(এম)। তাই তিনি নগর পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, গ্রাম পঞ্চায়েত ও ভিলেজ কমিটির সদস্যদের নির্জেদের এলাকার উন্নয়নকে আরও জোরদার করার জন্য আহ্বান জানান। সেই সঙ্গে দলের প্রতিটি কর্মীকে তিনি হাতে হাত মিলিয়ে একসঙ্গে কাজ করার নির্দেশ দেন।

মামার হাতে আক্রান্ত চার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কমলাসাগর, ২০ ফেব্রুয়ারি।। মামার হাতে আক্রান্ত ভাগিনা সহ একই পরিবারের চারজন। ঘটনা মধুপুর থানা সংলগ্ন এলাকায়। গুরুতর আহত অবস্থায় দুই ভাগিনাকে জিবিপি হাসপাতালে রেফার করা হয় রাতেই। যদিও অভিযুক্ত মামা অজিত সরকারকে মধুপুর থানার পুলিশ আটক করতে সক্ষম হয়। মধুপুর থানা সংলগ্ন এলাকায় অজিত সরকারের বাড়িতে থাকেন দফার বোন ও তার পরিবার। কিন্তু অভিযোগ, বাবার মৃত্যুর পর থেকেই বোনের উপর অকথ্য বদমাশ চালিয়ে আসছে অজিত সরকার। দফায় দফায় সালিশি সভা হওয়ার পরেও গুণ্ডারানি অজিত সরকার। রবিবার রাত আনুমানিক সাতটা



সেরেছিলেন। তা দেখে উদ্বেজিত হয়ে উঠে মামা অজিত সরকার।

একটা সময় বিভীষণ দাসকে বেধড়ক মারধর করে মামা অজিত। ওই সময় বিভীষণের ছোট ভাই জয় এগিয়ে আসলে তাকেও বেধড়ক মারধর করে মাথা ফাটিয়ে দেওয়া হয়। আক্রান্ত দুই ভাইয়ের চিৎকারে এগিয়ে আসেন তাদের মা সাবিত্রী দাস এবং বিভীষণের স্ত্রী প্রীতি দাস। তারাও মারধর থেকে রেহায পাননি। প্রচণ্ডভাবে তাদের মারধর করার একটা সময় দুই ভাই সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। পরবর্তী সময় তাদের মধুপুর হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। সেখান থেকে গুরুতর আহত অবস্থায় দুই ভাইকে জিবিপি হাসপাতালে রেফার করা হয়। এদিকে জানা যায়, দুই পরিবারে দীর্ঘদিন ধরে সম্পত্তি নিয়ে মারপিট হয়ে আসছে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষে

ব্যাট-বলের লড়াইয়ে

জেলাকে হারালো রাজ্য

প্রতিবাদী কলম, ক্রীড়া প্রতিনিধি, আমবাসা, ২০ ফেব্রুয়ারি।। ২১শে ফেব্রুয়ারি মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। মহানতম এই দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে রবিবার আমবাসা দশমীঘাট ক্রিকেট মাঠে একটি প্রীতি ক্রিকেট প্রতিযোগিতার আয়োজন করে ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের ধলাই জেলা কমিটি। অত্যন্ত সৌহার্দ্যপূর্ণ ও ক্রিকেটয় পরিবেশে এই প্রতিযোগিতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়নের রাজ্য কমিটি একাদশ এবং ধলাই জেলা কমিটি একাদশ। টি-২০ ফরমেটের এই প্রতিযোগিতায় ব্যাট ও বলের এক চরম উত্তেজনাপূর্ণ লড়াইয়ের পর রাজ্য কমিটি একাদশ ১২ রানে ধলাই জেলা একাদশকে হারিয়ে বিজয়ীর খেতাব লাভ করে। এদিন সকালে মাঠে এক মিনিট নীরবতা পালনের মাধ্যমে অমর ভাষা শহিদদের শ্রদ্ধাঞ্জলি প্রদান করে উভয় দলের খেলোয়াড় সহ অতিথিরা। সপাটে ব্যাট চালিয়ে খেলার শুভ উদ্বোধন করেন আমবাসা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সুমন মজুমদার। টসে জয়লাভ করে আগে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নেয় রাজ্য কমিটি একাদশের অধিনায়ক সন্তোষ গোপ। কিন্তু জেলা কমিটির বোলার নায়ু দেব এবং মনোজ চক্রবর্তীর বিধ্বংসী বোলিং এ নিয়মিত উইকেট হারাতে

থাকে তারা। শান চক্রবর্তী ঝড়ো ফেলে ২৭ রান এবং মিল্টন ধর ১৫ রান সংগ্রহ করলে শতরানের গন্ডি পার হয়। শেষ পর্যন্ত ১৬.১ ওভারে সবকটি উইকেট হারিয়ে রাজ্য কমিটি একাদশের দলীয় সংগ্রহ দাঁড়ায় ১০৬। নায়ু ৪ ওভার হাত ঘুরিয়ে ২৩ রান খরচ করে ৩টি উইকেট দখল করে। তবে অত্যন্ত কৃপণ বোলিং করে অমিত দাস। সেতিম ওভার বল করে মাত্র ৯ রান দিয়ে তিনটি উইকেট নিজের ঝুঁলিতে পুরে নেয়। ২টি মূল্যবান উইকেট দখল করে মনোজ চক্রবর্তী। কিন্তু স্বল্প রানের পুঁজি নিয়েও যে লড়াই করা যায় এবং দলকে জয়ী বানানো যায় সেটাই করে দেখালো রাজধানী থেকে আগত রাজ্য কমিটি একাদশের খেলোয়াড়রা। শুধু তাই নয়, একসময় নিশ্চিত পরাজয়ের মুখে দাড়িয়ে থাকা দলকে শুধুমাত্র নিয়ন্ত্রিত বোলিং আর ঠাঁটোসাঁটো ফিল্ডিং এর মাধ্যমে জয়ী করে তবেই মাঠ ছাড়ে তারা। ধলাই জেলা কমিটির উদ্বোধনী ব্যাটসম্যান গৌতম বণিক এবং তিন নম্বরে খেলতে নামা রাজেশ বিশ্বাসের জমাটি ব্যাটিংর সুবাদে এক সময় দলের জয়ের দশা প্রয়োজন ছিল ২৪ বলে মাত্র ২৩ রান হাতে উইকেট ৭টি। ঐ অবস্থা থেকে পর পর উইকেট হারিয়ে মাত্র ১০ টি রান ই সংগ্রহ করতে পারে। ফলে নির্ধারিত ২০ ওভারে ৮ উইকেটের বিনিময়ে তাদের সংগ্রহ দাঁড়ায় ৯৩। দলের

পক্ষে সর্বোচ্চ ৩৭ এবং রাহুল বিশ্বাস ২১ রান সংগ্রহ করে। রাজ্য কমিটির পক্ষে মিল্টন ধর ৪ ওভার বল করে মাত্র ৮ রান দিয়ে ১টি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট দখল করে। বাপন দাস এবং দন্দন দখল করে দুটি করে উইকেট। ব্যাট ও বলে অলরাউন্ড পারফরমেন্সের সুবাদে সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হন মিল্টন ধর। দক্ষতার সাথে খেলা পরিচালনা করেন টিসিএ স্বীকৃত দুই অ্যাস্পায়ার সঞ্জীব বিশ্বাস এবং রাজেশ সুব্রধর। ফ্লোর হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন বাপী ধর। দুই দলের প্রত্যেক খেলোয়াড় এবং মাচ অফিসিয়ালদের হাতে স্মারক তুলে দিয়ে সম্মান জানান টিজেইউ'র রাজ্য কমিটির অফিস সম্পাদক সন্তোষ গোপ, আমবাসার বরিশ্ত সাংবাদিক মানিক দেবনাথ এবং টিজেইউ ধলাই জেলা কমিটির সম্পাদক কৃপেশ ঘোষ। বিজয়ী এবং বিজিত দলের অধিনায়কদের হাতে দলগত ট্রফি তুলে দেন এই খেলার প্রধান অতিথি তথা আমবাসা পুর পরিষদের সদস্য উত্তম অধিকারী। মহান শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের মত একটি মহানতম দিনকে সামনে রেখে সাংবাদিকরা কলম ও ক্যামেরা কিছু সময়ের জন্য তুলে রেখে ব্যাট ও বল হাতে নিয়ে যেভাবে এদিন তেতে উঠেন তার ভূয়সী প্রশংসা করেন উত্তমবাবু।

হাইকোর্ট’র ঐতিহাসিক রায়, স্বস্তি

তিরুবনন্তপুরম, ২০ ফেব্রুয়ারি।। স্বামীর সতর্কবার্তা অগ্রাহ্য করে রাতে স্ত্রী অন্য পুরুষের সঙ্গে কথা বললে তা বৈবাহিক নিষ্ঠুরতার শামিল। পর্যবেক্ষণ করেল হাইকোর্টের স্ত্রীর বাড়িচারিতা এবং নিষ্ঠুরতার অভিযোগে তুলে পরিবার আদালতে বিবাহবিচ্ছেদের মামলা করেছিলেন এক ব্যক্তি। কিন্তু সেই আর্জি খারিজ করে দেয় আদালত। এই পরই মামলাটি কেরল হাইকোর্টে ওঠে। আদালত জানিয়েছে, স্ত্রী এবং তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যে যে ফোনলালাপের প্রমাণ পাওয়া গিয়েছে, তা থেকে এটা সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় না যে ওই মহিলা ব্যভিচারী। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কিত যে বাস্তবোচ্চ ছেদ, তিন বার তাঁরা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়েছিলেন, একাধিক বার কাউন্সেলিংয়ের পর আবার একত্রিত হয়েছেন এই সব ঘটনা উল্লেখ করার পর আদালত জানিয়েছে, ওই ব্যক্তির স্ত্রীর আচরণ ভাল হওয়া উচিত। ২০১২-তে বিয়ে হয় ওই দম্পতির। এর পরই স্বামী এবং শ্বশুরবাড়ির বিরুদ্ধে অত্যাচারের অভিযোগ আনেন মহিলা। যদিও তার আগে থেকেই স্ত্রীর আচরণে সন্দেহ প্রকাশ করেছিলেন ওই ব্যক্তি। তাঁর অভিযোগ ছিল, অফিসের কোনও এক ব্যক্তির সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর বিবাহবিহীন স সম্পর্ক রয়েছে। তা নিয়ে পরিবার আদালতে মামলাও করেন তিনি। তবে আদালত বাড়িচারের বিষয়টি খারিজ করে দেয়। একই সঙ্গে জানায়, মহিলাকে ওই দ্বিতীয় ব্যক্তির সঙ্গে অফিসের বাইরে কোথাও দেখা যায়নি। সুতরাং স্ত্রী ব্যভিচারী এটা প্রামাণ্য তথ্য নয়। এর পরই ওই ব্যক্তি আদালতে দাবি করেন, স্ত্রীর সঙ্গে ওই ব্যক্তির ঘনিষ্ঠ কথোপকথন শুনতে পেয়েছিলেন। স্ত্রীকে সতর্ক করা সত্ত্বেও ওই ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলতেন। আদালত পর্যবেক্ষণ করে যে, স্বামীর অপছন্দ সত্ত্বেও এবং সতর্ক করা সত্ত্বেও মহিলা ওই ব্যক্তির সঙ্গে দিলের পর দিন ফোনলাপ চালিয়ে গিয়েছেন। যদিও মহিলা দাবি করছেন, তিনি কয়েকটি নির্দিষ্ট দিনেই কথা বলেছেন। কিন্তু ফোন কলের নথিতে দেখা গিয়েছে মহিলা একাধিক বার কথা বলেছেন। তার পরই আদালতের পর্যবেক্ষণ, স্বামীর সতর্কবার্তা অগ্রাহ্য করে অসময়ে অন্য ব্যক্তিকে ফোন করা বৈবাহিক নিষ্ঠুরতার শামিল।

তাহলে সিপিআই(এম) এর মতো অশুভ শক্তিকে ত্রিপুরা তথা গোটা দেশ থেকে বিদায় করা সম্ভব হবে বলে তিনি জানান। বিধানসভা নির্বাচন যতো এগিয়ে আসবে সিপিআই(এম) সহ তাদের অশুভ জোট ও ছদ্মবেশি বামবন্ধুরা বিভিন্ন জায়গায় উচ্চনিমুলক মন্তব্য করে সন্ত্রাস সৃষ্টি করার চেষ্টা করবে। ক্ষমতায় ফেরার জন্য এরা আবারও মান্দাই চৌমুহনির মতো ঘটনাও ঘটাতে পারে। তাই এখন থেকেই সবাইকে চোখ-কান খোলা রাখতে হবে। সিপিআই(এম) ও তাদের দোসরদের বিরুদ্ধে সবাইকে এক হয়ে কাজ করতে হবে।এদিন যোগদান সভায় দলত্যাগীরা বলেন, তারা স্থানীয় বিধায়কের জনগণের জন্য উন্নয়নমূলক কাজ ও সেবামূলক মানসিকতা দেখে বিজেপি দলে যোগদান করেছেন। ‘সবকা সাথ সবকা বিকাশ’ মাধ্যমে বর্তমানে রাজ্যের মানুষের সমস্যা দূর করতে পারবে একমাত্র ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার। তাদের বক্তব্য, বর্তমান বিধায়ক দল-মত নির্বিশেষে এলাকার মানুষের উন্নয়ন করে চলেছেন। মজলিশপুর বিধানসভা কেন্দ্রের গ্রাম-পঞ্জের সকল মানুষ বর্তমান সরকারের উন্নয়নের সুফল পানছেন। বর্তমান সরকারের উন্নয়নের কর্মযাজ্ঞে শামিল হতেই তারা সিপিআই(এম) ছেড়ে বিজেপিতে যোগদান করেছেন। আজকের যোগদান সভায় অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মজলিশপুর মন্ডলের মন্ডল সভাপতি সহ অন্যান্য স্থানীয় কার্যকর্তারা।

রাতে পুলিশের জালে তিন বনদস্যু



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২০ ফেব্রুয়ারি।। সিপাহিজলা চিড়িয়াখানা সংলগ্ন ধ্বজনগর অঞ্চলের তিন বনদস্যুকে রবিবার রাতে বিশালগড় থানার পুলিশ গ্রেফতার করেছে। অভিযুক্ত খুরশেদমিয়া, জাহের মিয়া এবং মনু মিয়ার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়েছিল। তাই রবিবার রাতে পুলিশ ধ্বজনগর এলাকা থেকে তাদের গ্রেফতার করে। তিন অভিযুক্তের বিরুদ্ধে অনেক মামলা আছে। খুরশেদ আগেও চিড়িয়াখানার চুরির মামলায় জেল খেটেছে। মনু নামের অভিযুক্ত বিজেপি নেতাকে ছুরিকাঘাত করার জন্য সাত মাস জেল খাটার পর

বাড়িতে আসে। ওই মনু মিয়ার বাড়িরও ভাঙচুর করা হয়েছিল। আরেক যুবক জাহেরের বিরুদ্ধেও অভিযোগ ছিল। সব মিলিয়ে বন বিভাগ তাদের বিরুদ্ধে মামলা নথিভুক্ত করে। তাদের সঠিক সময়ে আদালতে হাজির হওয়ার কথা বলা হলেও এরা হাজিরা দেয় নি। তারপরই তিন অভিযুক্তর বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি হয়। রবিবার রাতে এএসআই আসিফ ইকবালের নেতৃত্বে তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়। সোমবার তাদের বিশালগড় আদালতে সোপর্দ করা হবে।সিপাহিজলা চিড়িয়াখানায় পণ্ড হত্যা, মূল্যবান গাছ ধ্বংস করা সহ বহু অপরাধের সাথে যুক্ত পাশের

ধ্বজনগর এলাকার অনেকে। আর তাদেরকে যে একাংশ বনকর্মীরা সাহায্য করেছে না তাও বলা যাবে না। কেননা, সিপাহিজলার সংরক্ষিত বন থেকে বনদস্যুরা প্রতিদিন গাছ কেটে নিয়ে গেলেও বনকর্মীরা কোথায় থাকেন? সিপাহিজলা চিড়িয়াখানায় প্রবেশ করার সময় দু’ধারে চোখ পড়লেই জলের মত পরিষ্কার হয়ে যায়। রাতের আঁধারে কি ধরনের তাণ্ডব বনকর্মীরা গাছ রক্ষা করতে পারে না তখন অন্যান্য জায়গায় কীভাবে আটকাবেন? অনেকেই বলছে বন আধিকারিক থেকে গুরু করে কর্মীরা টাকা খেয়ে চুপ হয়ে যায়।

দুই দফাতেই সেধুরি, আত্মবিশ্বাসী অখিলেশ!

লখনউ, ২০ ফেব্রুয়ারি।। তৃতীয় দফায় ৯৯টি আসনে বিধানসভা নির্বাচন হয়েছে উত্তরপ্রদেশে। এরপরে আছে আরও চার দফা। তবে সমাজবাদী পার্টির প্রধান অখিলেশ যাদবকে এখন থেকেই আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছে। একে সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমকে তিনি বললেন, প্রথম দুই দফাতেই নাকি তাঁর দল সেধুরি করে ফেলেছে। অখিলেশ বললেন, ‘প্রথম দুই দফাতেই আমরা একটা সেধুরি করে ফেলেছি। আগামী দুই দফাতেও আমরা অন্যদের থেকে এগিয়ে থাকব।’ আজ যে অংশে (১৬টি জেলার ৯৯টি আসন) ভোটগ্রহণ চলছে, ২০১৭ সালে তার মধ্যে মাত্র নটি আসনে জিতেছিল সপা। তাতেও আত্মবিশ্বাসে ভাটা পড়েনি অখিলেশের, বরং এখানে সবথেকে বেশি ভোট পাবেন বলে দাবি করলেন তিনি। সপা সুপ্রিমোর কথায়, ‘সবথেকে বেশি বেকার যুবক এখানকার। লকডাউনের সময় ফিরে আসা এবং যন্ত্রপা্লিক্রান্ত শ্রমিকদের বেশিরভাগ এখানকার। কৃষকদের আয় দ্বিগুণ হয়নি। বৃন্দেলখণ্ড থেকে এই পর্যন্ত বিজেপি উন্নয়ন বন্ধ করে দিয়েছে, কর্মসংস্থান হ্রিনিয়ে নিয়েছে।’ ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচন যদি ফাঁদলিলা হয়, উত্তরপ্রদেশের নির্বাচনকে ‘সেমিফাইনাল’ হিসেবে মনে করলে রাজনৈতিক মহল। যোগী আদিত্যনাথ অ্যাড কোং ফের ক্ষমতায় আসবে কি না তা সময় বলবে।



সোনামুড়া বিধানসভার অন্তর্গত মেলাঘর পুর পরিষদের ৮নং ওয়ার্ডে ভূমূল কংগ্রেসের যোগদান সভায় ভাষণ রাখছেন রাকেশ দাস। ছবিঃ নিজস্ব

ধর্ষণে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে মহিলাকে প্রচণ্ড মারধর

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কমতলা ২০ ফেব্রুয়ারি।। একের পর এক অপরাধমূলক ঘটনায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আগে থেকেই প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়ে আছে। দিন যত যাচ্ছে পরিস্থিতি নিয়ে সাধারণ মানুষের উদ্বেগ বাড়ছে। বাড়িতে চুকে মহিলার গুপ্ত পাশবিক অত্যাচার চালানোর চেষ্টার ঘটনায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা আবারো প্রশ্নের মুখে দাঁড়িয়েছে। কদমতলা থানা এলাকার ওই নির্ঘাতিতা এখন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। মহিলার স্বামী বিদেশে থাকেন। তিন সন্তানকে নিয়ে বাড়িতে একা থাকেন মহিলা। তার কথা অনুযায়ী শনিবার রাতে দুই ব্যক্তি জোরপূর্বক ঘরে ঢুকে পড়ে। ওই সময় মহিলা তিন সন্তানকে নিয়ে ঘরে ঘুমিয়ে ছিলেন। হঠাৎ দৃষ্কৃতিরা ঘরে ঢুকে তার উপর অত্যাচার চালানোর চেষ্টা করা। মহিলা তারেককে বাধা দিতে গেলে তাকে ছুরি দেখিয়ে হত্যার হুমকি দেয়া হয়। দৃষ্কৃতিরা ছোট তিন সন্তানের সামনে তার মা’কে বিবস্ত্র করার চেষ্টা করে। এমনকি প্রচণ্ডভাবে মারধর করা হয় মহিলাকে। দৃষ্কৃতিদের মারে তিনি একটা সময় সংজ্ঞা হারিয়ে ফেলেন। পরবর্তী সময় মহিলার চিৎকার শুনে ছুটে আসে প্রতিবেশীরা। ততক্ষণে অভিযুক্তরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। অভিযুক্ত দু’জনের মধ্যে একজনকে তিনি চিনতে পেরেছেন। অপরজন মুখে কাপড় বেঁধে রাখায় তাকে চিনতে পারেননি। কদমতলা থানায় ঘটনা জানিয়ে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন নির্ঘাতিতা। পুলিশ এখনও কাউকে গ্রেফতার করেনি বলে খবর। বাড়িতে ঢুকে মহিলার গুপ্ত এই ধরনের নির্ঘাৎদের ঘটনা যথেষ্ট উদ্বেগের। প্রশ্ন হচ্ছে, মহিলারা কি তাহলে এখন নিজ বাড়িতে সুরক্ষিত নং?

টিকিৎসক, সরকারি পদাধিকারীদের মধ্যে বসিয়ে জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রচার

হাতেবাদী কলম প্রতিনিধি।
আগরর হলুদ, ২০ ফেব্রুয়ারি।
রীতিমত বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও পরিবেশ
মন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানিয়ে প্রচার
চলছিল। রবিবার মধ্যে চিকিৎসা
বিষয়ক পাশে বসিয়ে 'মেডিক্যাল
অ্যাসোসিয়েশন' নামে এক কর্পোরেশন
বুজবর্গক নিয়ে এক অনুষ্ঠানে
জ্যোতিষ শাস্ত্রের প্রচার করে গেলেন
জৈনেকা জ্যোতিষ শাস্ত্রী সোমো
চৌধুরী। রীতিমত সরকার পাশে
আসীন বিস্মিত কর্মকর্তাদের পাশে
বসিয়ে এদিন রবীন্দ্র শব্দাবলি
ভলনে জ্যোতিষ শাস্ত্র ও বিজ্ঞানকে
মিলিয়ে একাকার করে দেওয়া
হল। জোর করে প্রচার চলছে
জ্যোতিষ শাস্ত্র একটী বিজ্ঞান। আর
তাতে সরকার পদাধিকারীরা
উৎসাহ নিসন্দেহে স্বাধার মানুষকে
বিশ্বাস যোগাবে সেটাই স্বাধারক
রবিবার শব্দাবলি ভলনে
'মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন' এক
আলোচনা সন অনুষ্ঠিত হয়ে
সভাটি আয়োজন করলে অধ্যাপক
ড. সোমো চৌধুরী জ্যোতিষ শাস্ত্র
বলে দাবিদার এটী অধ্যাপক রবিবার
রবীন্দ্র শব্দাবলি মধ্যে দাঁড়িয়ে
দর্শকদের বুঝিয়ে গেলেন জ্যোতিষ
শাস্ত্রে কিভাবে বিজ্ঞান উড়িয়ে
রাখেছে। আর তাতে সরকার মিলিয়ে
এক একে নিজেদের অস্তিত্ব তা
বিশ্বাস () দর্শকদের সঙ্গে ভাগাভাগি

সহকারী পদাধিকারীরা। এমন সভাসমুদ্রকে জ্যোতিষশাস্ত্রী শোনা চেষ্টা করত। দাবি করেন, এই 'মেডিক্যাল অ্যাস্ট্রোলজি' আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা জীবনে জড়িয়ে রয়েছে। জ্যোতিষশাস্ত্রী কিভাবে বিজ্ঞান জড়িয়ে রয়েছে সেটাই আলোচনা করতে এই 'মেডিক্যাল অ্যাস্ট্রোলজি' বিষয়টি নিজের বক্তব্যের ব্যাখ্যা তমিল বলে, কিভাবে জেগে হত তা তিনি আগে থেকে ভেবে নেওয়া যায়। তাহলে নারিক চিকিৎসা সম্ভব। বিশিষ্ট কিছু চিকিৎসকের চিকিৎসা পদ্ধতি নিয়ে তুলে ধরে তিনি এজন্য জানান। দেশের বহু চিকিৎসক পুষ্টি তথ্যের নাকি অপারেশন করেন না। কারণ পুষ্টি তথ্যের রক্তসঞ্চয় বেশি হতে পারে। অনেকটা আলাদা-পালানো জায়গার ভাটস সূত্র বুঝিয়ে পুষ্টি তথ্যের সমাজ। বক্তব্য তিনি নারিক করেন, বিজ্ঞানী স্যার আইজেক নিউটন তার তৃতীয় সূত্র আবিষ্কারের আগে ভারতের জ্যোতিষশাস্ত্র নিয়ে অধ্যয়ন করে গিয়েছিলেন। ইউসফ খান অনেক অবশ্য রবীন্দ্র মনে। উপস্থিত এতদিনের নন্দকর ভাষণ কোন প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি। কারণ বেশির ভাগ নন্দকরই হাতে ও আদুলে রক্ত মণ্ডলিত। অল্পাংশ বিশ্লেষণে আর্থি রক্তা মহিল কামিনের চেয়ার পার্সন বর্ণী

পাশাখানী তার ভাষণে জ্যোতিষ
পারের বেশ ইতিবাচক দিক তুলে
ধরেছেন। মূলত নিকের কাজে
অভিজ্ঞতা আছে তেঁও তিনি উপদ্রষ্টদের
করতে পেরেছেন যে বিয়ের আগে
ঠিকজি মিলিয়ে নিলে খেতে ভালই
হবে। কারণ, তাতে পাত্র-পাত্রী
নিজেদের ভবিষ্যতে সুখী সম্ভার নিয়ে
বেশ আত্মবিশ্বাসী হতে পারেন, যাতে
ভবিষ্যতে তাদের বিবাহিত জীবন
সুখময় হওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।
উপস্থিত থেকে এতদিন চিকিৎসা
বিজ্ঞানে জ্যোতিষ শাস্ত্রে নীরতিম
বাহু-কলমে পরীক্ষা-নিরীক্ষা
যাচাই করে উজ্জ্বল দর্শনের সাধ
ভাগাভাগি করে নিলে বিধায়ক
দিলীপ দাস। তিনি বলেন, জ্যোতিষ
শাস্ত্রের ব্যবহার দীর্ঘদিন ধরেই চলে
আসছে। জ্যোতিষ শাস্ত্রে
জ্যোতির্বিদ্যাকে রীতিমত মিলেমিশে
একাকার করে ফেলেছেন।
চিকিৎসকবাবু। তিনি বলেন
জ্যোতিষবিদা যেমন ভবিষ্যৎ বাণী
এইরকমভাবে বিবেচনা-নিক্ষেপ করে
করছেন তেঁওদের বিভিন্ন মহাজাগতিক
শক্তি-শক্তির পরিভাষা বাণী করে
শব্দভাণ্ডের ভবিষ্যৎবাণী করে
থাকেন। স্ত্রীলোক বিশেষজ্ঞ হিসেবে
তিনি নিজেও একমত কিছু ভবিষ্যৎ
বাণী সুত্রের ব্যবহার করে সফলত
পেরেছেন। অন্তত ১০০টি ঘটনা
ক্ষেত্রে তিনি চায়নিজ প্রবল চাঁট

শাধিকারীরা বরিশত ভবনের মধ্যে জোতিষ শাস্ত্রের সমর্থনে নিজস্বে অভিজ্ঞতা আত্মসাৎ করে নিলে এদিকে, মেডিক্যাল অ্যাস্টোলজি বদ্য নামে নতুন এই জ্যোতিষ বিদ্যাসম্পর্কে বিশিষ্ট ছেচ্ছেঙ্গসেবী বঙ্গপ্রিয় মুন্সিবাড় বিকাশ মঞ্চ জায়গা অ্যাস্টোলজি অর্থাৎ জ্যোতিষ শাস্ত্র শাস্ত্রের জন্মেরও বহু আগেও একটি স্বাভাবিক ভাবেই সে সময়েই প্রখ্যতিত সীমান্বদ্ধতার কারণে পূর্ণ দিক থেকেই ভুল শাস্ত্রিতে পরিণত ছিল এই শাস্ত্র। বর্ণা ভালে গোত্রভেদে গলদ ছিল। অর্থাৎ গণনার মূল বিষয় যেমন সূর্যের পরিণত পৃথিবীকে কেন্দ্রে ধরা, অনন্তিস্থমান রাশ্যকে কেন্দ্রক হিসেব করা, সূর্য এবং চন্দ্রকে গ্রহ বলা গণ্য করা, ইত্যাদি আরোপণ করা বহু বিচ্ছিন্ন। এছাড়া জন্ম সময়েও নক্ষত্রের অবস্থান সম্পর্কে জ্যোতিষ শাস্ত্রের বক্তব্যও আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যা অনুযায়ী ভুল প্রমাণিত সূত্রগত। এই অ্যাস্টোলজি উপর ভিত্তি করে সে মেডিক্যাল অ্যাস্টোলজি হোক কিংবা অন্য কোন একোনো কিছু, সেটাও বিজ্ঞানের দৃষ্টান্তে নামে অপবিত্রতা ছাড়া আর কিছু নয়। এই মেডিক্যাল অ্যাস্টোলজি প্রথাগত ভাবে ল্যাটো-ম্যাথমেটিজ বলা হবে পরিচিত, উদ্ভব হয় ১৭ শতকে এই শাস্ত্রে গণিত এবং ম্যাকানিক্সের নিয়মত্রয়িক প্রয়োগ করে মানব দেহের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া বোঝার প্রয়াসে নেওয়া হয়। প্রায়োগিকভাবে মেডিক্যাল অ্যাস্টোলজিতে ব্যক্তিগত দেহের বিভিন্ন অংশকে জ্যোতিষের ১২ টি কল্পনিক শব্দ চক্রের সঙ্গে মিলিয়ে দেওয়া হয় এবং রোগীর জন্ম সময়, তার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, রোগাক্রান্ত অঙ্গের কারণ সাথে নির্দেশ রাখার সম্পর্ক, ইত্যাদির নজরে রাখে চিকিৎসার মাধ্যমে দেহেরও বলা যায়। বর্ণা, বর্ণাধিকার, আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতি ফলে এই সব পদ্ধতি স্থবলক আওতে বাতিল হওয়ার পাশ্চাত্য মহাজাগতিক ব্রহ্ম সমূহেরও মানব দেহের উপর কতটা প্রভাব ত

জেনেরামে আবিস্কৃত। বিভিন্ন স্বাধীন
শাস্ত্রে এবং প্রবল সংক্রান্ত জ্যোতিষ
ক্ষেত্রে ব্যাখ্যা তুলে। রোমের প্রাচীন
রোগীর শুরীর অনুসন্ধান করা এবং
কথাটি তখন চিকিৎসার ব্যবস্থা করার
সাথে বিজ্ঞান আমাদের দেখায়।
মহাকাশের স্তম্ভ সন্ধানের দিক বহির্ভূত
চিকিৎসা করা নয়। বর্তমান সময়ে
খাদ্যতামা বিজ্ঞান (জ্যোতিষ শাস্ত্রে
করার সুপারিশ পর্যন্ত করেছে।
তালিকায় রয়েছে ভারতীয় বংশোদ্ভূত
বিশ্বখ্যাত মোবোর জয়ী বিজ্ঞানী
ভেঙ্কটরমন নারায়ণকৃষ্ণ।
সংস্কৃত দ্বন্দ্ব-দুখভাষা বিষয় হচ্ছে
ধরনের অপবিজ্ঞানকে সরকারি
প্রতিষ্ঠান তথা সরকারি আদীন মন্ত্রী
আমলাদের তরফে ধারাবাহিকভাবে
প্রশংসিত দিয়ে চিকিৎসা রাখা হচ্ছে।
এই ধরনের সেমিনারে সরকারি
বাজিদের উদ্বিগ্ন থাকা মাননীয়
জনতার মধ্যে এই অপবিজ্ঞানকে প্রচার
করা। আজ যখন আধুনিকতম
চিকিৎসা বিজ্ঞানের সমস্ত সুযোগ
সুবিধাগুলি সম্পূর্ণ সরকারি দায়িত্বে
সমস্ত মানুষের মধ্যে পৌঁছে য়েছে
প্রয়োজন সেখানে আমরা দেখছি
মধ্যপ্রদেশ-সহ এলাকায় রাজ্যে
সরকারি হাসপাতাল তে বহির্বিভাগে
জ্যোতিষী বসানোর মতো বিজ্ঞান
বিরোধী সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হচ্ছে
এই উদ্যোগ আদতে প্রকৃত চিকিৎসা
বিজ্ঞান থেকে জনতাকে বঞ্চিত করার
প্রয়াস ছাড়া অন্য কিছু নয়। আমাদের
রাজ্যে বিজ্ঞান মন্ত্রীর দ্বারা
জ্যোতিষিকার সম্মেলনে উপস্থিত
তীর্থ প্রতিবাদ জানিয়েছিল সমস্ত
নয়, যে কোনো অপবিজ্ঞানের শাস্তি
সরকার কিংবা সরকারি আদীন
বাল্যবর্গের উৎসাহ দানের প্রতি
বিরোধিতা জানায়। যুগ্ম যুক্তিবাদ
বিষয় মঞ্চের তরফে কেন্দ্রীয়
সম্পাদক অমূল শর্মা।

জাতীয়স্বরে সাফল্য

প্রতিবাদী কলাম প্রতিনিধি।
আগর তলা, ২০ ফেব্রুয়ারি।
আবারও জাতীয় ক্ষেত্রে রাজস্বের
পড়ুয়ারা সাফল্যের নজির রাখছেন
রেখেছেন। গুজরাটে ভাড়াযালে
অনুষ্ঠিত হয়েছে ২৯তম জাতীয়
সরকারি বিজ্ঞান কংগ্রেস। ভারত
শরকায়ের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
পরিচালনা গুজরাটে
আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়েছে। ১৫
থেকে ১৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এই
আয়োজন অনুষ্ঠিত হয়। ২৯তম
জাতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস-২০১২
কোভিড পরিস্থিতির কারণে



ভাট্যালে অনুষ্ঠিত হয়। ত্রিপুরা থেকেও কয়েকজন বিজ্ঞানীরা অংশ নিয়েছেন। দশ থেকে সতেরো বছর বয়সী পুষ্কারীরা এই আয়োজনকে বহন নিয়েছিলেন। ত্রিপুরা বিজ্ঞান সভা রাজ্যস্তরে এই আয়োজনকে প্রাচুর্য দিয়েছে। বিজ্ঞান প্রসার ও সৃষ্টিশীল ভাবনার প্রসারে এই আয়োজন করেছে। থাকে ভারত সরকারের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী। ৬১৮টি প্রজেক্ট এই বছর জাতীয় স্তরে অংশ নিয়েছে। তারা মধ্যে তেত্রিশটি প্রজেক্ট ইউআইসিআন্ডিং অবস্থানে গণ্য হয়েছে। এই ৩৩টি ইউআইসিআন্ডিং প্রজেক্টের মধ্যে ত্রিপুরার দুটো রয়েছে। তারা হলেন সৌরভ

এটি ইউডব্লিউসি'র বৈঠক



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি,
আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি,
গুরুত্ব ভবনে এটিউডরিসি'র
ঠেকৈ অনুষ্ঠিত হয়। এই ট্রেড
ইউনিয়নের জেলা ও ব্লক স্তরের
আন্দোলন কর্মসূচি সংগঠিত করার
বিষয় নিয়ে এদিনের বৈঠকে
আলোচনা হয়েছে। শহরের বুকে
ফুটপাথ মুক্ত করতে গিয়ে অসহায়
মানুষদের পাথে বসানো হয়েছে
বলে অভিযোগ। এদিনের বৈঠকে
এই বিষয়গুলো নিয়ে আলোচনা
হওয়ায় পাশা পাশি তাদের
পুনর্বাসন বা অন্য কোথাও গিয়ে

লোকান তৈরি করে স্থায়ীভাবে ব্যবসা করার জন্য সুযোগ করে দিতে জোরোলা দাবি করা হয়েছে। তাদের পক্ষের বিষয়গুলো তুলে ধরেই তারা আগামীদিনে আন্দোলন কর্মসূচি সংগঠিত করতে চান। এদিনের বৈঠকে প্রান্তন বিখায়ক আশোক বসু, সরস জেলা সভাপতি সৌভ সিত ও ট্রেড ইউনিয়নের চেয়ারম্যান শান্তনু পাল উপস্থিত ছিলেন।

অসংগঠিত শ্রমিকদের দাবিগুলো নিয়েই এদিনের বৈঠকে আলোচনা হয়েছে।

কংগ্রেসের প্রশিক্ষণ শিবির

প্রতিবাদী কলম প্রাতিনিধি।
বিদ্যালোচনা, ২০ ফেব্রুয়ারি।
বিধানসভা নির্বাণ ঘটে এগিয়ে
আসছে কংগ্রেসও নিজেরের শক্তি
বৃদ্ধি করছে মরিয়া হয়ে উঠেছে
এমন তারা রাজ্যের বিভিন্ন
বিভিন্ন প্রশিক্ষণ শিবির চালিয়ে
যাচ্ছে। যার মাধ্যমে দলের
নাথো-কর্মীদের পূন্যায় আয়ের
ছন্দে মাঠে নামার প্রশিক্ষণ দেওয়া
হচ্ছে। রবিবার বিদ্যালোচনা
কংগ্রেসের উদ্যোগে এক সভা
অনুষ্ঠিত হয় আগামী ২৬ ফেব্রুয়ারি
বিদ্যালোচনা কংগ্রেস বন্ধনে
প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হবে। তার
প্রস্তুতি উপলক্ষে এদিনের সভা

সমুদ্র তৈরি। সভায় বৃষ্টিপতনের
নেতাদের পাশাপাশি পুহিত
ছিলেন প্রদশ কংগ্রেসের
সহ-সভাপতি তোলানাথ ধর,
রমাল ধর, অজিতা মজুমদার,
ব্রীন্দ্র পালি বাবু, অন্যান্যরা।
প্রশিক্ষণ শিবির পরিচালনা করার
জন্য এনি ২১ জনের কমিটি গঠন
করা হয়। প্রস্তুতি সভার শেষে
তোলানাথ ধর এবং অজিতা
মজুমদার কর্তা, প্রশিক্ষণ শিবিরে
আয়োচনা করতে আগরতলা
থেকে প্রশিক্ষকরা আসবেন।
প্রশিক্ষণ শিবিরের পরই এলাকার
সংগঠনকে শক্তিশালী করতে মাঠে
নিয়ে পড়বেন দ্বারা নেতা কর্মীরা।



আনিস খানকে হত্যার নিন্দা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি। পশ্চিমবঙ্গে পুলিশের দ্বারা এআইএসএফ নেতৃত্ব আনিস খানকে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ করছে এআইওয়াইএফ ও এআইএসএফ ত্রিপুরা নেতৃমণ্ডল। বীরচন্দ্র দেববর্মী স্মৃতি ভবনে আহৃত এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য নেতৃমণ্ডলো গোটা বিষয়টিতে নিয়ে কথা বলেছেন। তারা মত করেছেন, সেই রাজ্যে পুলিশের হেঁচকারী ভূমিকা রয়েছে। কেবলে এআইএসএফ ও এআইওয়াইএফ কলমীদের উপর দৃষ্টান্তের দ্বারা হৈঁচক আক্রমণেরও নিন্দা করা হয়। দুটি রাজ্যের ঘটনায় সৌহার্দ্যের ক্ষেত্রফল ও দুঃখমূলক শাস্তির দাবিতে এআইওয়াইএফ নেতারা সরব হয়েছেন। এআইওয়াইএফ রাজ্য সম্পাদক বিক্রমজিৎ সেনগুপ্ত, এআইএসএফ রাজ্য সহ-সম্পাদক সুস্মিতা নন্দা, এআইওয়াইএফ রাজ্য কার্যকরী পরিবর্দের সদস্য জয়া বিশ্বাস, এআইএসএফ রাজ্য নেতা শরীফ খান, ছাত্র নেতা ভুলজিৎ মজুমদার সহ অন্যান্যরা। তারা রাজ্যের পরিণতি নিয়েও কথা বলেছেন। টেট শিক্ষক নিয়োগ, বেকারদের কর্মসংস্থানের বিষয়টিও গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরা হয়েছে। এআইওয়াইএফ, এআইএসএফ আগামী মার্চ মাস থেকে এক সপ্তাহব্যাপী সারা রাজ্য বেকারদের কর্মসংস্থান, টেট শিক্ষকদের নিয়োগ সহ বিভিন্ন দাবিতে আন্দোলন কর্মসূচি সংগঠিত করবে।



ক্রমিক সংখ্যা — ৪৪২


ক্রমিক সংখ্যা — ৪৪২


	1	4	7	9	6	8		3
5					3	9		
				1				
3	8	5	4	2				
1	6	9		5	7			
					1			
4	2		9	8		6	3	
			3		4		2	
		6				4	8	


প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২০ ফেব্রুয়ারি।। বামফ্রন্ট ক্ষমতা হারানোর পর তাদের ছাত্র সংগঠনও অনেকটা বিধিমে পড়েছিল। যেহেতু বিশ্বাস দলটি নির্বাচন এখন বৃথক বেশি দূরে নয়, তাই বাম ছাত্র সংগঠনগুলি এখন মাঠে ময়দানে নেমে পড়ছে। যেসব জায়গায় এতদিন বাম ছাত্র সংগঠনের বিশেষ কোনও কর্মসূচি দেখা যায়নি সেখানেও এখন বিভিন্ন কর্মসূচি চলছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, রবিবার বিশালগড় অন্তিষ্ঠানে এসএফআই'র ভিডিওয় সম্মেলনের কথা। বিবারণ সংগঠনের রাজস্ব সম্পাদক সন্দীপন দেব-সহ অন্যান্য নেতৃত্বের উপস্থিতিতে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনের প্রারম্ভে সংখ্যা ছাত্রও নেতা-কর্মীরা অংশ নেন। সম্মেলনের মধ্যে দাঁড়িয়ে বাম ছাত্র সংগঠনের নেতারা রাজস্ব সরকারের দলীল সমালোচনা করেন। বাম ছাত্র ২০১৩ সালের পরিচালিত নির্বাচনে বামফ্রন্টকে পুনরায় ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত করার ডাক দেওয়া হয়েছে সম্মেলন থেকে। বাম ছাত্র সংগঠন আরো শেঁকছে অভিযোগ করে আসছে, রাজস্বের বর্তমান সরকার ছাত্র বিরোধী থেকেছে। বামফ্রন্ট গ্রন্থকরণে, রাজস্বের শিক্ষার মান উন্নত ওয়ঙ্গার দলনে তালমিতি গিয়ে চেকছে। সম্মেলন মধ্যে দাঁড়িয়ে এদিন বাম ছাত্র নেতারা বিবারণ বামফ্রন্ট সরকারের সময়কালে গৃহিত বিভিন্ন সিদ্ধান্ত এবং উন্নয়নমূলক কর্মসূচির কথা ছাত্রদের সামনে তুলে ধরেন। তারা বুঝিয়ে দিয়েছেন রাজস্ব বামফ্রন্ট সরকার পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হলেই ছাত্র আর্থিক কাজক্ষ্ম আয়ের মতো দলনে থাকবে।

আজ রাতের ওষুধের দোকান
সাহা মেডিসিন
৯৪৮৫০৩২০৮৪

আজকের দিনটি কেমন যাবে

 **মেঘ :** শারীরিক সমস্যা
না হলেও নানান
ঝামেলা ঝঞ্ঝাটের মধ্যে দিয়ে
দিনটি কাটতে থাকবে। নিজের ভুলে
কিছু অর্থহানির সম্ভাবনা আছে।
কোনো কিছু করতে গেলেই বাধার
সম্মুখীন হতে হবে। বাধা ভিঙিয়ে
চলার চেষ্টা করুন।

 **বুধ :** দিনটিতে কর্মক্ষেত্রে
সফলতা আসবে।
সাংসারিক বিষয় বিস্তারিত হলে পারেন
ছোটখাটো বিষয় নিয়ে। ব্যবসায়
কোনেরকম কুঁকি নিয়ে যাবেন না।
মিথুন : এই রাশির
জাতক-জাতিকাদের
বেশি উপার্জন না হলেও
সচ্ছলতা থাকবে। ব্যবসারিদে
কাজে সময়টা শুভ, ব্যবসা সুয়ে
উপার্জন বাড়বে।

 **করকট :** কর্মশূন্য
পরিবেশ অনুকূল
থাকে। উপার্জন ভালো হবে।
ব্যবসার স্থান শুভ। স্বাস্থ্য ভালো
থাকে। উৎসে সন্ধানের ব্যবহার
কথাবার্তা হতাশাজনক করবে।
দিনটিতে।


 বাবসা ভালো হলেও
 শত্রুতার যোগ দেখা
 যায়। সেক্ষেত্রে সাবধান
 থাকা উচিত।
বৃশ্চিক : দিনটিতে দুঃসাহসিক
 প্রচেষ্টায় সাফল্য। অপ্রত্যাশিত
 শত্রুতার মোকাবিলা করতে হতে
 পারে। বন্ধু জরুরের
 বিরূপতা ক্ষণ ক্রোধ
 পিছিহরি। নানাভায়ে
 মানসিক চাপ। অত্যাণ্ডগু শুভ।
ধনু : দিনটিতে একাধিক কাজ
 এক সাথে করার চেষ্টা করলে
 কোন কাজই ফল
 দেবে না। বন্ধু থেকে
 ক্ষতি ও দুর্ভোগে সৃষ্টি
 হতে পারে। এগুলি এড়িয়ে চলতে
 হবে। কর্মভাগ্য ও ব্যবসা ভাগ্য
 শুভ।
মকর : দিনটিতে অনেক বেশি
 সফলতা পাওয়া যায়। সকল
 ব্যাপারে ভালো
 যোগাযোগ পাওয়ার
 সম্ভাবনা। বাবসায়ীরা
 মোটামুটি ভালোমন্দ মিলিয়ে ফল
 আশা করতে পারে।

শিখ: দিনটিতেই কর্মরতদের ক্ষেত্রেই পরিবেশণত থাকা থাকবে। কোমর দিয়ে বিশেষ ভাবনাচিন্তা করুন ঠিক হবে না। নিজের কাজ করলে যাবত্যা উচিত। আর্থিক ক্ষেত্রে ভালো। ব্যবসার স্থান ভালো থাকায় আয় বৃদ্ধি পাবে।

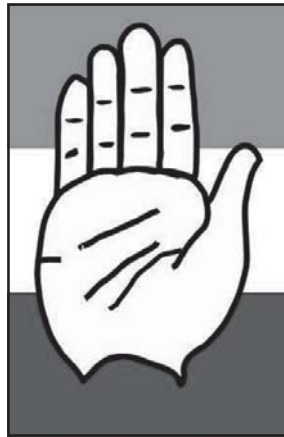
কন্যা: দিনটিতেই কর্মে সহকর্মীদের জন্য সম্মান হলেও সমস্যার সম্মুখীন হবেন। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ মনোনিবেশ করে। পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান হবে। ব্যবসা সমুদ্রে অর্থগা ভালেই হবে।

মুলা: দিনটিতেই ভুল ভাষা মোটামুটি শুভ বলা যায়। ভালোবাসায় অর্থগা ভালো হবে।

কৃষ্ণ : নিন্দটিতে পরিস্রব করতে হবে। কর্মক্ষেত্রেও অথবা বাসসা ক্ষেত্রেও উন্নতিও লাভ পাওয়া যাবে। কর্মে বা বাবহারিক জগতে নিজেকে উদ্যোগী করে তুলতে হবে।

মীন : দিনটি এই বাশির জাতক-জাতিকার জন্য শুভ বলা যায়। চাকরি জীবী বা ব্যবসায়ীর হঠাৎ অর্থলাভের সম্ভাবনা আছে। তবে কাজে সজাগ থাকা চলেতে হবে। শত্রু ক্ষতির চিন্তা করতে পারে। মানসিক ক্ষেত্রে আধ্যাতিক দৈন্য চেতনার বৃদ্ধি হবে। বিকাশ ঘটেবে।

প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর প্রতিনিধি
আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি। সুদীপ
য়ার বর্ষা, অশিষ কুমার শাস্তি
কংগ্রেসে যোগদান করার পর সেই
অর্থে বৈন্যও নেতাই কংগ্রেসে যোগ
দেননি। যতটুকু খবর, আগামী
কংগ্রেসেরদানের মধ্যে কংগ্রেসে
যোগদানের মেগা কর্মসূচি গ্রহণ
করেছে সম্ভব কন্মিটি এবং পিসি
পিসি সি সভাপতি বীরজি সিংহ
আগেই আহ্বান করেছেন যার
কংগ্রেস থেকে মানে অভিমানে
বৈন্যে গেছেন কিবা চলে গেছেন
তারা সকলই নৈন আবাস ফিরে
আসেন। আজকের মন্ত্রিসভা ও
বিধায়কদের একটা বিরাট অংশই
কংগ্রেসের একদা নেতা
বিধায়ক বানিয়েছে যাদের বিজেপি



এমন সময় এসেছে আবার ফিরে আসার দু'জন বিধায়ক বিজেপি ছাড়াও ছোট কয়েকসং এলোও আগন্তুক দু'জন বিধায়ক রাহুল গান্ধির সঙ্গে দেখা করেছেন। বিভিন্ন শাখা সংস্থা যুক্ত বিজেপি নেতাদের এগোয়া অংশ ছোট কয়েকসং সাথে যোগাযোগ বাড়িয়েছে। এমন অনেককে মেগা সন্মুখসভার মাধ্যমে দলে যোগদানের বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখেছে। রাজনৈতিক মহলও। আশা করা যাচ্ছে, আগামী কয়েকদিনে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক দলে যোগদানের বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে। সেমবার গুরুত্বপূর্ণ সাংগঠনিক বৈঠকে অজয় কুমার মিশ্র হবেন। সমন্বয় কমিটি এবার পিসিসির সাথে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক

সমাবেশের প্রচার বাইক মিছিলে

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি
আগর তলা, ২০ ফেব্রুয়ারি।
 কয়েকদিন আগে সিপিআইএম
 আডালিয়া অঙ্গন কমিটির অফিসিাল
 খুলে তথাকথিত বিপ্লবীরা তাদের
 অস্তিত্বের জানান দিয়েছিলো।
 তারপর ২৪ ফেব্রুয়ারি আগরতলায়
 আয়োজিত সমাবেশে বার (পোঁচে)
 দিতে বাইক মিছিল সংগঠিত করলো
 আডালিয়া এলাকার কয়েকডোরা
 পাঠী অফিস প্রাপ্ত থেক বাইক
 মিছিল শুরু হতো বিজ্ঞপ্তি পরে হুমকি
 করে। তার পাশাপাশি বাইক মিছিল
 বোর্ডে সিপিআইএম থকা বামের
 দলটি দিয়েছেই তথ্য। আগামী ২৪
 ফেব্রুয়ারি মারী বিবেকানন্দ মঠে
 সিপিআইএম'র ২৩তম সম্মেলনের
 সম্মানে প্রেরণ সমাবেশে অনুষ্ঠিত হবে
 সেই সমাবেশে প্রধান বক্তা হিসেবে
 উপস্থিত থাকবেন সিপিআইএম
 সাধারণ সম্পাদক সীতারাম ইয়েচুরি।

সংস্কার কার্য, মানিক সরকারের সঙ্গে আয়নারতা ১৫-২৬ ফেব্রুয়ারি। আগরতলা টাউন হাউস অনুষ্ঠিত।
দলের ১০৩তম রাজ্য সম্মেলন
১০২তম সাধারণ সমাবেশ নির্বাচনের
ক্ষেত্রেপট্টেবারের এই সম্মেলন নিয়ে
সংগঠিত ওরুত্বপূর্ণ উল্লেখ্য
সিপিআইএম সম্মেলন উপলক্ষে
আয়োজিত সমাবেশকে রাজ্যের
সমস্তের মানুষের কাছে পৌঁছে
দেওয়ার উদ্যোগ নিয়েছে
সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদক
বলেছেন, এই সমাবেশে ব্যাপক
অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে রাজ্যে গণতন্ত্র
পুনরুদ্ধারের লড়াই তেজি নিচ্ছে
শ্রবণশীল নেতৃত্ব। ২০১৮ সাধারণ
সমাবেশ নির্বাচনে বামদলের
পরাজয়ের পর আগরতলায় ছোট
সাক্ষীর সমাবেশ হলো এই প্রথম
আমার বিবেকানন্দ মহাপন কেইদ্রিক
ভাবনায় সমাবেশ করতে চলেছে।

সিপিআই(এম) দলের বরফে জানা
গেছে, আগরতলা ছাড়াও রাজ্যের
বিভিন্ন জায়গা থেকে
কর্মী-সমর্থকদের আনার জন্য
উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। ট্রেন
দিয়েও কুমারেরদের আনা উদ্দেশ্য
জানিয়েছে, গোটী রাজা থেকে
অনেকেই এই সমাবেশে আসতে
চাইবে। কান্ধা, তারা দাবি করছেন
কমর বার্তা দিতে হলো গোটী রাজা
শাসক দল বিজেপি থেকে দু'জন
বিধায়ক সহ একটা অংশ বেরিয়ে
আবার কংগ্রেসে শামলি হওয়ার
বিষয়টা বিষয়। আর এতে
আলোনার প্রেক্ষিতই ২৪
ফেব্রুয়ারি বামেরদের কর্মসূচিকে
আমরা রেখে সফল সমাবেশ করার
লক্ষ্যে এগোচ্ছে মেলায়মাঠ।



ধাঁধাটি সমাধান করতে প্রতিটি
 ফাঁকা ঘরে ১ থেকে ৯ ভ্রমিক
 সংখ্যা ব্যবহার করতে হবে।
 প্রতিটি সারি এবং কলামে ১
 থেকে ৯ সংখ্যাটি একবারই
 ব্যবহার করা যাবে। নয়টি ০ X
 ও ব্লকেও একবারই ব্যবহার
 করা যাবে ওই একই নয়টি

সংখ্যা। সফলভাবে এই খাঁধাটি
যুক্তি এবং বাদ দেওয়ার
প্রক্রিয়াকে মেনে পূরণ করা যাবে।

সংখ্যা ৪৪১ এর উত্তর

৫	৩	৭	৪	৬	১	৭	৪	২
৪	৭	১	৩	২	৭	৬	৩	৪
৪	২	৬	৩	৫	৭	৫	১	৭
১	৭	৩	৪	৫	৪	২	৭	৬
৬	৪	৫	১	৭	২	৪	৭	৩
২	৪	৭	৭	৩	৬	৪	৫	১
৭	১	২	৭	৪	৪	৩	৬	৫
৭	৫	৪	৬	৭	৩	১	২	৪
৩	৬	৪	২	১	৫	৭	৪	৭

সীমানা বিবাদে রক্তাক্ত তিন

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি।। সীমানা নিয়ে ঝগড়ার জেরে এক পরিবারের তিনজনকে রক্তাক্ত



করলো প্রতিবেশীরা। বিচার চেয়ে রক্ত মাখা অবস্থায় থানায় ছুটে যান তিনজন। চাঞ্চল্যকর এই ঘটনা শহরের শিবনগর এলাকায়। আহত

বাবা অনিল দেবনাথ, মা এবং ছেলে অজিত দেবনাথ পূর্ব থানায় অভিযোগ, জানিয়েছেন। তাদের অভিযোগ, প্রতিবেশী সুনীল

দেবনাথ এবং রাজু দেবনাথের বিরুদ্ধে। আহত অজিত জানান, তাদের প্রতিবেশী সুনীল দেবনাথ এবং রাজু দেবনাথ বাড়ি নির্মাণের

কাজ করছে। তাদের সীমানার পাশেই নির্মাণ কাজটি হচ্ছে। তাদেরকে বলা হয়েছিল, অন্ততপক্ষে আড়াই ফুট ছেড়ে ঘর নির্মাণের কাজ করতে। কিন্তু তারা জায়গা ছাড়তে নারাজ। রবিবার এনিয়েই তাদেরকে বারণ করা হয়েছিল। এরপরই আক্রমণ করে বসে। দা, রড এবং ইট নিয়ে তাদের সবাইকে মারধর করেছে। মাথায়ও আঘাত করা হয়েছে। রক্তাক্ত অবস্থায় থানায় গেলে প্রথমে চিকিৎসা করে আসতে বলা হয়। হাসপাতালে গেলে অজিত এবং অনিলকে চিকিৎসা করানো হয়। এরপরই দু'জন থানায় গিয়ে লিখিত অভিযোগ করেন। এই ঘটনা ঘিরে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে শিবনগর এলাকায়।

দীর্ঘদিন পর লালঝান্ডার মিছিল

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কমলাসাগর, ২০ ফেব্রুয়ারি।। রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পর সিপিআইএম’র কর্মসূচি বিভিন্ন জায়গায় একেবারে দেখা যায়নি বললেই চলে। কমলাসাগর বিধানসভা কেন্দ্রে বামদের দখলে থাকলেও সেখানেও বিভিন্ন বাধা বিপত্তির মুখে পড়তে হয় বাম নেতা-কর্মীদের। হামলা হুমকির জেরে ওই বিধানসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন এলাকায় লালঝান্ডার মিছিল দেখা যায়নি। তবে চার বছর পর পরিস্থিতি অনেকটাই পাল্টে গেছে। রবিবার কমলাসাগর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ফুলতলি এবং পাণ্ডবপুর অঞ্চল কমিটি’র উদ্যোগে অনুষ্ঠিত মিছিলের মধ্য দিয়ে তা বাম নেতা-কর্মীরা বুঝিয়ে দিয়েছেন। আগামী ২৪ ফেব্রুয়ারি সিপিআইএম’র রাজ্য সম্মেলন শুরু হতে যাচ্ছে। সেই উ পলক্ষে সমাবেশের ডাক দেওয়া হয়েছে স্বামী বিবেকানন্দ ময়দানে। ওই

সমাবেশকে ঐতিহাসিক রূপ দেওয়ার জন্য এখন বিভিন্ন জায়গায় মিছিল-সভা চলছে। এদিন ফুলতলি এবং পাণ্ডবপুর অঞ্চলের সিপিআইএম নেতা-কর্মীরা মিছিলের মধ্য দিয়ে সেই বার্তা



ছড়িয়ে দিয়েছেন। মিছিলটি হয় ফুলতলি বাজারে। পরে সেখানে সভাও অনুষ্ঠিত হয়। মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন এলাকার বিধায়ক নারায়ণ চৌধুরী। তারা ভাষণ রাখতে গিয়ে অভিযোগ করেন, গত ৪ বছরে বিজেপি মানুষের অপূরণীয় ক্ষতি করেছে। মানুষের অধিকার

কেড়ে নিয়েছে। সেইসব সন্ত্রাসের মোক্ষম জবাব দেওয়ার লক্ষে ২৪ ফেব্রুয়ারি জনসভার ডাক দেওয়া হয়েছে। সব অংশের মানুষকে তারা ওই দিনের সমাবেশে অংশ নেওয়ার জন্য আহ্বান রেখেছেন। দীর্ঘদিন পর

বেহাল সড়ক সংস্কারের দাবিতে অবরোধ



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কাঁঠালিয়া, ২০ ফেব্রুয়ারি।। গ্রামীণ সড়ক বেহাল দশায় পরিণত হওয়ায় এলাকাবাসী পথ অবরোধে शामिल হন। সোনামুড়া-বিলেনিয়া বাইপাস সড়ক থেকে মরমআলি গ্রামে যাওয়ার সড়কটি অনেকদিন ধরেই বেহাল হয়ে আছে। গ্রামবাসীদের কথা অনুযায়ী পার্শ্ববর্তী ওএনজিসি’র প্রজেক্টের বড় বড় গাড়ি চলাচলের কারণে রাস্তাটি আরও বেশি জরাজীর্ণ হয়ে গেছে। তাই এদিনের অবরোধের জেরে ওএনজিসি’র বেশ কিছু গাড়িও রাস্তায় আটকে পড়ে। দুদিকে প্রচুর গাড়ি আটকে যাওয়ায় যানজটের সৃষ্টি হয়। কাঁঠালিয়া রকের অন্তর্গত বীশপুকুর পঞ্চায়তের বনকুমারী টিলা থেকে মরমআলি গ্রাম পর্যন্ত রাস্তা খুবই বেহাল হয়ে আছে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। তাই তারা এদিন রাস্তায় বাঁশ ফেলে যানবাহন আটকে দেয়। তারা আরও জানান, ওএনজিসি’র গাড়ির চলাচলের কারণে গোটা এলাকা দিনভর ধুলোময় হয়ে থাকে। এই রাস্তা দিয়ে গাড়ি চলাচল তো দূরে থাক, পায়ের ইঁটাও দুধ্কর হয়ে দাঁড়িয়েছে। বর্ষা শুরু হলেই রাস্তাটি আরও বেহাল হয়ে পড়ে। গ্রামের মানুষ চাইছে অবিলম্বে রাস্তা সংস্কার করা হোক। তারা আগেই গণস্বাক্ষর সংগ্রহ করে ওএনজিসি কর্তৃপক্ষ এবং পূর্ত দফতরের কাছে জমা দিয়েছিলেন। কিন্তু রাস্তাটি সংস্কারের ক্ষেত্রে কেউই সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয়নি বলে তাদের অভিযোগ। এদিন প্রায় দুই ঘণ্টা ধরে রাস্তা অবরোধে চলে।

দেশে বাড়লো মৃত্যু সংখ্যা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি।। বহুদিন পর পশ্চিম জেলায় ২৪ ঘণ্টায় নতুন কোনও আক্রান্ত শনাক্ত হননি। তবে ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে আরও ৫জন পজিটিভ রোগী শনাক্ত হয়েছেন। সংক্রমণের হার ছিল দশমিক ২৪ শতাংশ। স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, ২৪ ঘণ্টায় রাজ্যে ২ হাজার ৬১ জনের সোয়াব পরীক্ষা হয়েছে। তাদের মধ্যে দু’জন আরটিপিসিআর পদ্ধতি এবং ৩জন অ্যান্টিজেন টেস্টে পজিটিভ শনাক্ত হয়েছেন। রাজ্যে চিকিৎসাবীন অবস্থায় থাকা আক্রান্তের রোগীর সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ৭৭জনে। সুস্থতার হার বেড়ে দাঁড়ালো ৯৯.১ শতাংশে। এদিকে দেশে ২৪ ঘণ্টায় মৃত্যুর সংখ্যা আবারও বাড়লো। মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ালো ৬৭৩জনে। এই সময়ে আক্রান্ত নেমে দাঁড়িয়েছে ১৯ হাজার ৯৬৭ জনে।

কংগ্রেসে যোগদান

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২০ ফেব্রুয়ারি।। এতদিন যে দলকে নিয়ে কোনও আলোচনাই শোনা যেতো না সেই দলে এখন নতুন নতুন লোকজন যোগ দিচ্ছেন। বিধানসভার নির্বাচন এগিয়ে আসলে আরও বেশি সংখ্যায় লোকজন কংগ্রেসে যোগদান করবেন বলে নেতারা বলছেন। এদিকে, রবিবার অস্পিননগর বাজারে কংগ্রেসের প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হয়। সেই কর্মসূচির মধ্য দিয়ে সাত পরিবারের ভোটাররা এদিন কংগ্রেসে যোগদান করেন। তাদেরকে দলে বরণ করে জেলা কংগ্রেস সভাপতি সৌমিত্র বিশ্বাস। এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন মন্ত্রী লক্ষ্মী নাগ-সহ অন্যান্যরা।

প্রচুর গাঁজা সহ আটক ২

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, খোয়াই, ২০ ফেব্রুয়ারি।। শনিবার রাতে খোয়াই বাইজলবাড়ি ফাঁড়ির পুলিশ নিয়মিত যান তল্লাশির সময় গাঁজা বোকাই একটি লরি আটক করে। বেশ কিছুদিন ধরে খোয়াই পুলিশ যানবাহন তল্লাশির উপর গুরুত্ব দিচ্ছে। সেই মোতাবেক শনিবার রাতেও তাদের তল্লাশি চলে। বাইজলবাড়ি ফাঁড়ির নাকা পর্যাটে তল্লাশি চলাকালে সদেহজনকভাবে এপি-১৬৫৪৭৮নম্বরের লরি আটক করা হয়। লরি চালককে জেরা করেও পুলিশ অধিকারিকরা বুঝতে পারেন অধৈম কিছু গাড়িতে মজুত আছে। তাই লরিটি ফাঁড়িতে নিয়ে আসা হয়। পরে তল্লাশি চালিয়ে দেখা যায়, গাড়িতে প্রায় ১৮০০ কেজি গাঁজা আছে। এই ঘটনায় লরিচালক এবং সহচালককে আটক করা হয়। তাদের নাম জাবেদ শেখ (৪৭) এবং ইসমাইল হজরত জমাদার (৩৩)। তাদের বাড়ি মহারাস্তে। পুলিশের জেরায় তারা জানায়, কাতলামারী থেকে গাঁজা নিয়ে মহারাস্ত্রের উদ্দেশ্যে যাচ্ছিল। কিন্তু খোয়াই পুলিশ তাদেরকে হাতেনাতে ধরে ফেলে। প্রচুর পরিমাণ গাঁজা উদ্ধারের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন পুলিশ সুপার অনুপদ চক্রবর্তী। এই ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে এনডিএস আক্টে মামলা দায়ের করা হয়। যার নম্বর ১২/২২।

নিখোঁজ দুই সন্তানের জননী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চড়িলাম, ২০ ফেব্রুয়ারি।। রহস্যজনকভাবে নিখোঁজ হয়ে যান দুই সন্তানের জননী। বিশ্রামগঞ্জ থানাধীন পূর্ব কড়ইমুড়া এলাকায় সুরজ দেববর্মার স্ত্রী গীতা রানি দেববর্মাকে শনিবার থেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। ওইদিন সকালে সুরজ দেববর্মা রাবার বাগানে চলে যান। তিনি যাওয়ার সময়ও স্ত্রী বাড়িতে ছিলেন। বাগান থেকে ফিরে তিনি দেখতে পান ঘরে তার স্ত্রী নেই। অথচ ছেলে এবং মেয়ে দু’জনেই

ঘরে আছে। ছেলে-মেয়েকে তাদের মায়ের বিষয়ে প্রশ্ন করলে তারা কিছুই বলতে পারেনি। সন্তানরা জানায়, তাদের মা নাকি হঠাৎ উধাও হয়ে গেছেন। আত্মীয় পরিজন, প্রতিবেশী সবাইকে জিজ্ঞাসা করেও গীতা রানি দেববর্মার কোনও হদিশ মেলেনি। শেষ পর্যন্ত রবিবার সকালে সুরজ দেববর্মা বিশ্রামগঞ্জ থানায় এসে স্ত্রীর মিসিং ডায়েরি করেন। সাম্প্রতিক সময়ে বিশ্রামগঞ্জ থানা এলাকার বেশ কয়েকজন গৃহবধু

এভাবে উধাও হয়ে গেছেন। একটি ঘটনারও এখনও পর্যন্ত পুলিশ কুলকিনারা করতে পারেনি। তাই একের পর এক ঘটনা নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। সুরজ দেববর্মাও দুই সন্তানকে নিয়ে বেকায়দায় পড়েছেন। উৎকণ্ঠার মধ্য দিয়ে তার প্রতিমূহূর্ত কাটছে। গীতা রানি দেববর্মা স্বেচ্ছায় কোথাও চলে গেছেন নাকি এর পেছনে অন্য কোনও ঘটনা লুকিয়ে আছে তা এখন পুলিশের তদন্তেই বেরিয়ে আসতে পারে।

তৃণমূল কংগ্রেসে ৩৫০ ভোটার



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২০ ফেব্রুয়ারি।। সোনামুড়া বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত মোলাঘর পুর পরিষদের ৭ এবং ৮নং ওয়ার্ডে তৃণমূল কংগ্রেসের এক যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন দলের রাজ্য স্টিয়ারিং কমিটির আহ্বায়ক সুবল ভৌমিক, রাকেশ দাস, ইন্ড্রিস মিয়া প্রমুখ। এদিনের সভায় ৩৫০জন ভোটার তৃণমূলে যোগদান করেন। সুবল

ভৌমিক ভাষণ রাখতে গিয়ে রাজ্যের বিজেপি সরকারের বিভিন্ন ব্যর্থতার কথা তুলে ধরেন। তিনি বলেন, বিজেপির শাসনে এই রাজ্যের মানুষ ন্যূনতম পরিষেবা এবং ন্যূনতম প্রশাসনিক সাহায্য কিছুই পায়নি। চার বছরের প্রত্যাকে রাত খুবই আতঙ্কে কেটেছে। কোথাও না কোথাও দুর্বৃত্তদের হাতে বাড়ি ঘর ভাঙচুর এবং মারধরের ঘটনা ঘটেছে। মানুষ বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। কি করবে

কোথায় যাবে? বিরোধী দলের কোনও অস্তিত্ব নেই। কে রক্ষা করবে গ্রাম পাহাড়ের মানুষকে? সুবল ভৌমিকের মতে, একমাত্র তৃণমূল কংগ্রেসই বিজেপির মোকাবিলা করতে পারে। গত পুর নির্বাচনে সেটা তারা ভালোভাবেই দেখিয়ে দিয়েছেন। তিনি ভাষণ রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর সমালোচনাতেও সরব হন। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূলই সরকার গঠন করবে বলে তার বিশ্বাস।

মহকুমাশাসক অফিস চত্বরে নেশার রমরমা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ২০ ফেব্রুয়ারি।। এ যেন সর্ব্বেতেই ভুত লুকিয়ে থাকার মত। মহকুমাশাসক অফিস চত্বরে নেশার আসর বসলেও পুলিশ এবং প্রশাসন একেবারে নীরব দর্শকের ভূমিকায়। ধর্মনগর মহকুমাশাসক অফিসের রাজস্ব শাখার একাংশ লোকজন প্রতিদিন নেশার আসর বসায় বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। এর সাক্ষ্য অফিস চত্বরের কয়েকজন দালালও যুক্ত আছে। বিভিন্ন সময় ওইসব দালালদের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষ অনেক অভিযোগ জানিয়েছিলেন। কিন্তু প্রশাসন কখনই তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করেনি। সেই সুযোগে দালালচক্র ক্রমাগত সাধারণ মানুষের কাছ থেকে নিজেদের মর্জিমারফিক অর্থ আদায় করে চলেছে। সাধারণ মানুষের উপর চাপ সৃষ্টি করার পাশাপাশি অফিস চত্বরের পরিবেশকেও তারা নষ্ট করেছে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। তাদের কথা অনুযায়ী এক ৪র্থ শ্রেণির কর্মচারী নেতার আক্ষরায় এই ধরনের আসর সম্পত্তির কোন মিল নেই। যদি সঠিকভাবে বসন্ত হয় তাহলে তাদের সম্পত্তির পরিমাণ বেরিয়ে আসতে পারে। কিন্তু বিগত দিনে যা হয়নি তা এখন হবে তা আশা করাও বৃথা। কিন্তু এলাকাবাসীর প্রশ্ন, অফিস চত্বরে নেশার আসর চললেও কিভাবে প্রশাসন চোখ বন্ধ করে আছে?

শিক্ষক ও কর্মচারীদের নিয়ে সভা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২০ ফেব্রুয়ারি।। রবিবার বিএমএস গোমতী জেলার অন্তর্গত কাঁকড়াবন রক ইউনিটের উদ্যোগে সংগঠিত ও অসংগঠিত কর্মীদের মিলনে। শিক্ষক ও কর্মচারীদের নিয়ে আলোচনাসভা অনুষ্ঠিত হয়। কাঁকড়াবন কমিউনিটি হল ঘরে সংগঠনের পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে

কর্মসূচির সূচনা হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিএমএস’র গোমতী জেলা কমিটির সভাপতি গৌতম দাস, সম্পাদক পার্থ সারথী ঘোষ, বিশ্বজিৎ চৌধুরী-সহ আরও অনেকে। আলোচনাসভায় ভাষণ রাখতে গিয়ে বিএমএস নেতারা বলেন, ২০১৮ সালের রাজ্য সরকার পরিবর্তনের পর তারা বিভিন্ন সময় শ্রমিক, শিক্ষক কর্মচারীদের সমস্যা

নিয়ে সংশ্লিষ্ট মন্ত্রীদের সাথে দেখা করে সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন। বিধানসভা নির্বাচনের আগে শাসকপক্ষও তাদের বিভিন্ন অঙ্গ সংগঠনগুলোকে মাঠে অবতীর্ণ করেছে। এদিনের সভা দেখে অনেকেই মনে করছেন ২০২৩ সালের বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখেই এই ধরনের কর্মসূচি চলছে।

মাতাবাড়িতে পুজো দিলেন কংগ্রেস নেত্রী

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, উদয়পুর, ২০ ফেব্রুয়ারি।। রবিবার সন্ধ্যায় মাতাবাড়িতে আসেন সর্বভারতীয় কংগ্রেসের সম্পাদিকা সাজরিতা লাইথফালং। সাথে ছিলেন পিসিসি সভাপতি বীরজিৎ সিনহা, উদয়পুর জেলা কংগ্রেসের সভাপতি সৌমিত্র বিশ্বাস, অভিজিৎ সরকার প্রমুখ। মাতাবাড়িতে পুজো দিয়ে কংগ্রেস নেত্রী বলেন, ২০২৩ সালের রাজ্যে তাদের দল সরকার গড়বে। ইতিমধ্যেই দু’জন বিধায়ক কংগ্রেসে যোগদান করেছেন। আগামীদিনে আরও অনেক কিছু দেখা যাবে বলে তিনি ইস্তিহাশপূর্ণ কথা বলেন। তার কথা অনুযায়ী এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা মাত্র। সোমবার প্রদেশ কংগ্রেসের ঘটনার সময় পুলিশ প্রথম বৈঠক। সেই বৈঠকে অংশ নেওয়ার লক্ষ্যে তার রাজ্য সফর।

বামেদের মিছিল ঘিরে উত্তেজনা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সাক্রম, ২০ ফেব্রুয়ারি।। বিধানসভা নির্বাচন এগিয়ে আসতেই সিপিআইএম পুরোদমে এখন মাঠে নেমে পড়েছে। গত চার বছর ধরে বিভিন্ন কর্মসূচি সংগঠিত করতে গিয়ে বারবার বাধার মুখে পড়েছে। কিন্তু এখন তারা যে কায়দায় মাঠে নেমেছে তাতে একটা বিষয় স্পষ্ট তারা বাধাপ্রাপ্ত হলেও পিছপা হবেন না। যেমনটা এদিন দেখা গেল

সাক্রম ভূর্যাতলি বাজারে। সিপিআইএম’র রাজ্য সম্মেলনকে সামনে রেখে ৩৯ মনু বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ভুরাতলি বাজারে মিছিল বের হয়। মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন বিধায়ক প্রভাত চৌধুরী। মিছিলটি শুরু হতেই কিছু লোকজন সামনে থেকে এসে বাধা দেয়। সৌভাগ্যবশত ঘটনার সময় পুলিশ বাহিনী সেখানেই উপস্থিত ছিল। তাই পরিস্থিতি বেগতিক হওয়ার

আগেই তারা এগিয়ে আসেন। সিপিআইএম নেতারা জানান, পুলিশের অনুমতি নিয়েই মিছিল বের হয়েছে। অথচ পুলিশকর্তারা একটা সময় সিপিআইএম নেতাদের



মিছিল বন্ধ করে দিতে বলেন। কিন্তু প্রভাত চৌধুরী এতে সায় দেননি। তিনি স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন যা কিছু ছেড়ে যাক তারা মিছিল করবেন-ই। প্রভাত চৌধুরীর বক্তব্যে পুলিশ কিছুটা চাপে পড়ে

পুড়লো একটি ঘর, রক্ষা

পেলো এলাকা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২০ ফেব্রুয়ারি।। বিশালগড় পেট্রোল পাম্প সংলগ্ন এক বাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় গোটা এলাকাজুড়ে চাঞ্চল্য ছড়ায়। অনিল চৌধুরীর রামায়র আগুনে ভস্মীভূত হয়ে যায়। কিন্তু অগ্নিনির্বাপক দফতরের কর্মীদের প্রচেষ্টায় গোটা এলাকা অশ্বৈতে রক্ষা পেয়েছে। যেহেতু বাড়ির পাশেই পেট্রোল পাম্প তাই স্থানীয়দের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায়। ঘটনার সময় অগ্নি চৌধুরীর বাড়িতে কেউই ছিলেন না। তারা গিয়েছিলেন নেমস্তম্ভ খেতে। অগ্নিকাণ্ডের খবর পেয়ে অনিলবাবুর স্ত্রী বাড়িতে ছুটে আসেন। তিনি এসে দেখেন অগ্নিনির্বাপক কর্মীরা আগুন নেভানোর জন্য চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। জানা গেছে, এদিন এলাকাবাসী প্রথমে আগুন দেখতে পায়। তারাই অগ্নিনির্বাপক দফতরে খবর দেন। যদি এলাকাবাসী সঠিক সময়ে ঘটনাটি টের না পেতেন তাহলে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হতে পারতো। তবে কিভাবে রামায়রে আগুন লেগেছে তা জানা যায়নি। কারণ যাই হোক, গোটা ঘটনায় স্থানীয়ারা কিছুটা সময়েই অন্য খুবই আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন।

অর্থমন্ত্রীর দ্বারস্থ টেে চাকরিপ্রত্যাশীরা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি।। টেে উত্তীর্ণ চাকরিপ্রত্যাশীরা অর্থমন্ত্রী তথা উপমুখ্যমন্ত্রী যীশু দেববর্মার দ্বারস্থ হয়েছেন। তারা তাদের বিষয়গুলো তুলে ধরেছেন মন্ত্রীর কাছে। তাতে বেশ কয়েকটি বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেছেন চাকরিপ্রত্যাশীরা। অর্থমন্ত্রী তথা উপমুখ্যমন্ত্রী যেন এ টেে উত্তীর্ণদের বিষয়গুলো গুরুত্ব সহকারে দেখেন সেই দাবিও উত্থাপন করা হয়। ২০২১ টেে উত্তীর্ণদের মধ্যে একটা বিরাট অংকই ঋণগ্রহণ করে বিএড বা ডিএলএড ডিগ্রি অর্জনের জন্য পড়াশোনা



করেছে। তাছাড়া এ টেে উত্তীর্ণদের মধ্যে একটা অংশ ১০৩২৩৩ রয়েছে। সব বিষয়গুলো বিবেচনা করে সবাইকে একসাথে টেে শিক্ষক হিসেবে নিয়োগ করার দাবি জানানো হয়। সবাইকে এক সাথে যেন চাকরি দেওয়া হয় সেই দাবিও করা হয়েছে। উপমুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করে তারা স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন, তাদের সবাইকে যেন একসাথে চাকরির অফার দেওয়া হয়। তার পাশাপাশি তাদের পড়াশোনার সময়ের বিষয়গুলোও তুলে ধরা হয়েছে। উপমুখ্যমন্ত্রীর সাথে দেখা করে তারা একসাথে সবাইকে চাকরি দেওয়ার দাবি জানিয়েছেন। উপমুখ্যমন্ত্রীর কাছে তারা দাবি জানান, টেে উত্তীর্ণদের বিষয়গুলি যেন মুখ্যমন্ত্রী সহ সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে তুলে ধরেন।

পরিকল্পনাহীনভাবে কাজ জাতীয় সড়কে দুর্ঘটনার আশঙ্কা

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, তেলিয়ারি, ২০ ফেব্রুয়ারি।। জাতীয় সড়কে পরিকল্পনাহীনভাবে কাজ চলাছে বলে যান চালকদের অভিযোগ। তাই যেকোনও সময় বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে বলে তাদের আশঙ্কা। আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়ক প্রশস্ত করার কাজ চলছে অনেকদিন ধরে। যে কারণে বহিরাগো যাওয়া এবং রাজ্যে আসা যানবাহনগুলি বিভিন্ন ধরনের সমস্যায় পড়ছে। ৮নং জাতীয় সড়কের আঠারোমুড়া পাহাড় এলাকার কাজ নিয়ে এখন চালকরা প্রচণ্ড ক্ষুব্ধ। তাদের কথা অনুযায়ী যেসব জায়গায় রাজ্য বেশি খারাপ সেখানে এখনও কাজ হয়নি। বরং অপেক্ষাকৃত কম খারাপ জায়গায় কাজ চলছে। তাছাড়া

বিকল্প কোনও ব্যবস্থা না করেই কাজ চালিয়ে যাচ্ছে বরাত প্রাপ্ত সংস্থা। এতে করে দূরপাল্লার পণ্যবাহী গাড়িগুলি চলাচল করতে গিয়ে প্রচণ্ড সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে।



তাদের আশঙ্কা, যেকোনও সময় ওই সড়কে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটে যেতে পারে। তাই প্রশাসনের উচিত এখনই সেই কাজে হস্তক্ষেপ করা। চালকদের কথা অনুযায়ী এখন

যেভাবে কাজ চলছে তাতে আগামী কয়েক বছরেরও কাজ শেষ হবে না। সামনেই বর্ষা মরশুম। তাই বর্ষা মরশুম শুরু হওয়ার আগেই রাস্তার কাজ যাতে দ্রুত সম্পন্ন হয়। যখনই কিছুটা বৃষ্টিপাত হয় শত শত গাড়ি জাতীয় সড়কে আটকে পড়ে যায়। অনেক গাড়ি ৫ থেকে ৬দিন রাস্তাতেই আটকে থাকে। এতে করে অন্যান্য যানবাহন চলাচলের ক্ষেত্রেও সমস্যা হচ্ছে। কিছুদিন আগে জাতীয় সড়কের বেহাল দশার কারণেই নাকি একজন লরিচালকের মর্মান্তিক মৃত্যুও হয়েছে। এই ধরনের ঘটনার যাতে পুনরাবৃত্তি না ঘটে সেই দাবি চালকদের। তাই সব অংশের মানুষ চাইছেন জাতীয় সড়কের কাজ যাতে দ্রুত এবং সঠিকভাবে সম্পন্ন করা হয়।

আমার প্রাণের ভাষা ^{মোদির}
'গোবর-ধন' ^{ভোটের} দিন ঘরবন্দি সোনা

তখন ভাষার জন্ম হয়নি। যখন আদিম মানুষ কথা বলতে ইশারা-হিস্তিতে বাস করত বনজঙ্গলে কিংবা পাহাড়ের ওপরে। অতঃপর মানুষ গুঁঠ আর অধরের মিলনে বিভিন্ন ধরনের ধ্বনি সৃষ্টি করে মনোভাব প্রকাশ করতে থাকলে। এভাবে চলতে থাকলে হাজারের অধিক ধ্বনি। এরপর মাটিতে দাগ কেটে, পাথর বা পাহাড়ের গায়ে খোঁদাই করে চিত্র একে ভাবনাগুলোকে স্থায়িত্ব দিতে থাকল। হাজার হাজার বছরের অন্তর্বে তৈরি হলেও বর্ণ তথা বর্ণমালা। সাড়ে পাঁচশো কোটি বছরের অধিক পুরোনো নবীন এ পৃথিবী নামক গ্রহে এখন সাড়ে তিন হাজারের ওপরে ভাষা বিদ্যমান। ভিন্ন ভিন্ন গোষ্ঠীর কিংবা গোত্রের তারের স্বাধীন মত—ভাষাচয়ন হতে থাকল। ভাষার ওপর কখনো জোর হতে পারে, জুলুম

হতে পারে এমনটি চিন্তা করেন মানুষ।
মানুষের বানানো টাইম স্কেলে প্রভাব যুগ,
লৌহযুগ, ব্রোঞ্জযুগ পেরিয়ে অন্তিমতে হচ্ছে
আধুনিক যুগ। ১৯৪৮ সালে পৃথিবীর মানচিত্রে
ভারতবর্ষে নতুন ইতিহাস সৃষ্টি করলেন
মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। ১৯৫২ সালে ২১
ফেব্রুয়ারি রক্তের আখেরে গড়িত হলো পৃথিবীর মাটি।
সে মাটি আমার বাংলা। যে মাটির দ্বায়ে পাগল হয়েছে
ওলন্দাজ, গোলন্দাজ, ডাচ, ফরাসি, ইংরেজসহ অনেক
জাতি। সেই উর্বর মুন্সিফ হালি হলো সামান্য, শফিক,
রফিক, রবকত, জব্বার, ওহিউল্লাহসহ অনেকের
তাজা রক্তে। তাদের রক্তের বুননে আজ আমার
শিশুর চিৎকার ‘মা’। আমার প্রাণের উচ্চা বাংলা
আমার আত্মা থেকে বড় পবিত্রতায় ভাসিয়ে তুলে
সারা পৃথিবীময় আ, ক, খ।

মোদির সাবর-ধন' প্রকল্প

ভাঙ্গাল, ২০ ফেব্রুয়ারি।। গোবর দিয়ে তৈরি হয়ে সেএনজি। আর সেই জ্বালানি দিয়ে চলবে বাস। একই সঙ্গে স্বচ্ছ ভারত ও প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন প্রকল্পের উদ্যোগী হল মধ্যপ্রদেশ সরকার। শনিবার সূচনা হল দেশের প্রথম “গোবর-বাঁস” প্রকল্পের। দিল্লি থেকে ভাটরায়ালি ইন্দোরের সেই প্রকল্পের সুচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। হাজারি খানমন্ডা মধ্যপ্রদেশের রাজ্যপাল মন্ডুভাই প্যাটেল, মুখ্যমন্ত্রী শিবরাজ সিংহ চৌহান, এ ছাড়াও ছিলেন দুই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হরদীপ সিংহ গুপ্তা ও নরোত্তম মিশ্র। এই প্রকল্প তৈরি হয়েছে ইন্দোরের দেবগুড়াডিয়া এলাকায়। এখানে প্রতিদিন ৫৫০ টন গোবর থেকে গ্যাস উৎপাদন হবে। প্রধানমন্ত্রীর দফতর সূত্রে জানানো হয়েছে এই প্রকল্প থেকে প্রতিদিন ১৭ হাজার টন সিএনজি ছাড়াও ১০০ টন প্রাকৃতিক সার উৎপাদন হবে। একই সঙ্গে দাবি করা হয়েছে, পরিবেশসংরক্ষণ এই প্রকল্পের বেশিষ্ঠি হল এখান থেকে কোকো ও বর্জ্য উৎপাদন হবে না। মধ্যপ্রদেশ সরকার ঠিক করেছে ইন্দোর শহরে ৮০০ বাস এবং দেড় হাজার হোট গাড়ি চালানো হবে।

● এবার দুইয়ের পাভা

ভীষণ, ২০ ফেব্রুয়ারি।। ভোটারদের প্রভাবিত করছেন বাকিউ অসিতনা! পাঞ্জাবের মোগা বিধানসভার বিভিন্ন নির্বাচনী কেন্দ্রে ঢোকার চেষ্টা করছেন। রবিবার এমন অভিযোগ উঠল সোনি মুদ্রেব রিন্দেজে। অভিযোগ পাওয়া মাত্র কড়া ব্যবস্থা নেয় নির্বাচন কমিশন। মারাপথে অভিনেতার গাড়ি আটকে দেওয়া হয়। স্টো শেশ না হওয়া পর্যন্ত বাড়ির বাইরে তার পা রাখতে পারবেন না তিনি। এমন নির্দেশ দিয়েছে কমিশন। যদিও ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগ উড়িয়ে দিচ্ছেন সোনি। পাঞ্জাবে বৃন্দফায় বিধানসভার ১১৭ আসনে ভোটগ্রহণ চলছে। এবার সেখানকার মোগা কেন্দ্রে কয়েকগ্রেসের হয়ে ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন সোনি মুদ্রেব বোন মালবিকা সুখ। অভিযোগ উঠে, এদিন সকালে মোগার বিভিন্ন বুথে যাচ্ছিলেন সোনি। বুথে ঢোকার চেষ্টা করলেই তাঁকে আটকানো হয়। পরে অভিনেতাকে বাড়িতে ফেরত পাঠানো হয়। এ প্রসঙ্গে মোগা জেলার ভোটার দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার কথাও সিং জানিয়েছেন, সোনি সুদ বাড়ির বাইরে পা রাখলে তাঁর বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে। যদিও ভোটারদের প্রভাবিত করার অভিযোগ স্বীকার করেননি অভিনেতা। সোনির পালাটা অভিযোগ, অভিনেতা ভোটারদের ভুল দেখাচ্ছে বিরোধী। বিশেষ করে আকালি দলের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ উঠছে। সোনির কথায়, “ভোটাররা জানাছিলেন, তাঁদের ভুল দেখানো হচ্ছে। অনেক বুকে ভোট প্রভাবিত করতে টাকা বিলাস করা হচ্ছে। আবাহ নির্বাচনের স্বার্থে অভিযোগ খতিয়ে দেখতে আমরা বুধে যাচ্ছিলাম। তাই আমরা বেরিয়েছিলাম। এখন আমরা বাড়িতেই আছি।”

কবেসে একক শক্তিতে যে তিন রাজ্যে ক্ষমতায় আছে, সেগুলির মধ্যে একটি হল পাঞ্জাব। কিন্তু গড় চাঁচাতে এবার কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছে নন্দরাজ্যোত সিং সিধু, চরণজিৎ সিং চািল্লের। একে তেঁা দলের অন্দরের কলহ, তার উপর আবার দিল্লি মডেলকে সামনে রেখে অরবিন্দ কেজরিওয়ালার প্রচার। সেই সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় রয়েছেন আকালি দলও। বিজেপি এবং কংগ্রেস অমরিন্দর সংঘের পাঞ্জাব লোক কংগ্রেসের জোট অনেক অঙ্ক ওলট-পালট করে দিতে পারে

শান্তিতেই মিটলো
পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশের
তৃতীয় দফার ভোট

গেগড়া/ লখাই, ২০ ফেব্রুয়ারি।। বিষ্ণু কিছু অভিযোগ থাকলেও মোটামুটি উপর শান্তিতেই মিটলো উত্তরদেশের জুনিয়র দমর ভোটা। একইসঙ্গে ভোটারদের হাতে পাল্লাবের। নির্জন কশিমন তালার, বিকল ঠোকা পর্যন্ত পাল্লাবের ভোট পড়েছে ৬৩.৪৪ শতাংশ এবং উত্তরদেশে ভোট পড়েছে ৫৭.৪৪ শতাংশ। উত্তরদেশের এদিন ভোটা যেন ৫৮টি বিধানসভা আসনে। উত্তরদেশের পাল্লাব লড়াই উত্তরদেশ বনাম এসক ভোট হলেও পাল্লাবের লড়াই বহুমুখী। এদিন পাল্লাবের ভোটারে বুথে একের চোঁয়ার অভিযোগে অভিনতা সেনা সুদেবী গাডি বাজায়গু করে নেয় পাল্লাব পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে পাল্লাবের মেগা জেলায়। এ দিকে উত্তরদেশের সকাল ৭টা ভোট শুরু হতেই ইন্ডিয়ায় গোলামলোর অভিযোগ করতে থাকে এসপি। বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করে কমিশন। এ দিন ভোটারিকার প্রয়োগ করায় কমিশন এসক প্রথমে অধিশেষ। ভোট দিয়ে বেরিয়ে তিনি বলেন, “প্রথম দুই দফায় শতরান এসকে ফেলতে পেরে গেছি। পরের দুই দফায় দিশভানোর লক্ষ্যে এগিয়েছি।” অভিযোগের এপাটা জারাব দেন প্রধানমন্ত্রী নরেশ্বর। রবিবার তাঁর জনসভা ছিল উত্তরদেশের শহরইন্দোর। সেখানে থেকে অধিশেষের নানা নিন্দা “পরিবারবাদ” নিয়ে তীব্র আক্রমণ শানান তিনি। বলেন, “আমি উত্তরদেশের একজন সাংসদ। কিন্তু পরিবারবাদীরা ২০১৪ থেকে ২০১৭ পর্যন্ত আমাকে ‘কোনও কাজ করতে দিচ্ছে না’ তাঁর কটাক্ষ, ‘মুখাশীল’ পদার্থটি নিয়ে তাঁর আক্রমণ নিয়েই নিরাপদ নেই। তাই অস্ত্র বাবাকে এমন দাঁড় করাতে হচ্ছে।”

ভারতীয়দের ইউক্রেন ছাড়ার নির্দেশ

কিয়েভ, ২০ ফেব্রুয়ারি। ইউক্রেনে পরিস্থিতি ক্রমশ আরও ঘোরালো হচ্ছে। আর্মেনিয়ার আশঙ্কা, যে কোন মুহূর্তে হামলা করতে পারে রাশিয়া। এতে ভারতীয়দের সশস্ত্র দেশে অবসারকারী ভারতীয়দের জন্য দেশে ছাড়ার ফরমান জারি হল। যেসব ভারতীয় নাগরিকেরা সে দেশে অবসারকারী পড়ুয়া এবং ভারতীয় নাগরিকদের যত দ্রুত সম্ভব ইউক্রেন ছাড়তে বলা হয়েছে তাঁদের গণপৌর ছাড়পত্র ইতোনা আগামী ২১, ২২ ও ২৬ ফেব্রুয়ারি তিনটি বিশেষ বিমান চালাবে। ইউক্রেনের বৃহত্তম বিমানবন্দর বরিশপিল থেকে ভারতীয়দের নিয়ে বিমান তিনবারে ভারতে ফিরাবে তবে ভারতীয় বিদেশ মন্ত্রককে তারফে জারি করা ফরমান হল যা হয়েছে, যত দ্রুত সম্ভব ইউক্রেন ছাড়তে। সে ক্ষেত্রে পড়ুয়ারা সংশ্লিষ্ট কন্ট্রোলারদের সঙ্গে যোগাযোগ করে দেশে ফেরার তাড়াতাড়ি শুরু করুক। এমনই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গত, এর আগেও একবার পড়ুয়াদের দেশে ফেরার জন্য পরামর্শ দিয়েছিল কিয়েভের ভারতীয় দূতাবাস। বর্তমান পরিস্থিতিতে বিশেষ মুহূর্ত হওয়ায় ঘণ্টার কলকাতা রুম খুলেছে। সেখানেও এক সংকেত। যে কোনও প্রয়োজনীয় যোগাযোগ করা যেতে পারে।

ভাষাশহিদদের আওয়ামী লীগ নেতাদের শ্রদ্ধা জ্ঞাপন

মাদিবেদিতো ফুল দিয়ে
কৃতজ্ঞচিত্তে ভাষাশহিদদের
স্মরণ করছে জাতি, একুশের
প্রথম প্রহরেই কেন্দ্রীয় শহিদ
মিনারে ফুল দিয়ে শুরু
হয়েছে এই শ্রদ্ধা নিবেদন।

সোমবার মথুরাত এক
মিনিটের রাষ্ট্রপতির পক্ষে তাঁর
সামরিক সচিব মেজর
জেনারেল এস এম
সালাহউদ্দিন ইসলাম এবং
প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে তাঁর
সামরিক সচিব মেজর
জেনারেল নকিব আহমেদ
চৌধুরী কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে
শ্রদ্ধা নিবেদন করলেন। এরপর
আওয়ামী লীগের নেতারা
ভাষা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা
জানালেন।

রাজনৈতিক দল ও সংগঠনের
পাশাপাশি বিভিন্ন

আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে
রচিত কবিতার বিশেষ পংক্তি
মনীষী ভাষাবিদদের শাবী
দেয়ালে দেওয়া হলো পাঠ্য
পাচ্ছে ভাষা আন্দোলনের
প্রাণিকিত।

পশ্চিম পাকিস্তানী শাসকেরা
যখন অন্যান্যভাবে উর্দুকে
একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে
বাধ্যতামূলক ওপরে চালিয়ে
দিতে উদ্যত হয়েছিল, তখন
বাঙালি ফুঁসে উঠেছিল
প্রতিবাদে, বিক্ষোভে। ১৯৫২
সালের ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪
ঘণ্টা ভঙ্গ করে শিক্ষার্থীরা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে
মিছিল করে এগিয়ে যেতে
থাকলে তাঁদের ওপর গুলি
চালানো হল। সালাম, বরকত,
রফিক, শফিক, জব্বারসহ
অনেকে শহিদ হন। এরপর

ভাষা ও সংস্কৃতির বর্ণাঢ্য
বিশ্ব; মহান শহিদ দিবস ও
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসে
এ কামনা করি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘বাঙালির
মুক্তি-সংগ্রামের ইতিহাসে
ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব
অপরিসীম। এতে আন্দোলনের
মধ্য দিয়েই একটি
অসাম্প্রদায়িক, গণতান্ত্রিক,
গঠাভিত্তিক রাষ্ট্রব্যবস্থা
গভীর ভিত্তি রচিত
হয়েছিল।’

দিবাশিট উপলক্ষে সরকার,
রাজনৈতিক দল ও
সামাজিক-সাংস্কৃতিক
সংগঠনের পক্ষ থেকে
বিস্তারিত কর্মশিট গ্রহণ করা
হয়েছে।

কমতাসীন আওয়ামী লীগ
সকাল সাড়ে ছয়টায় কেন্দ্রীয়

A black and white photograph capturing a large-scale night rally or protest. A dense crowd of people is visible, many wearing headgear. Several large flags are being held aloft; the most prominent one features the Bengali word 'জাতি' (Jati) and 'জিৎ প্রগাঠন' (Jig Pragan). Other banners in the background include 'শহীদ দিবস ও জাতি' (Shahid Divas and Jati) and 'জ. মুহাম্মাদ' (J. Muhammad). The scene is illuminated by bright, high-contrast lights, creating a dramatic atmosphere.

কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে মানুষের ঢল।

সামাজিক—সাংস্কৃতিক
সংগঠনসহ সর্বস্তরের মানুষ
শহিদ মিনারের শ্রদ্ধা
নিবেদনের জন্য ফুল হাতে
সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে
আছেন। একের পর এক
দলদল হয়ে ভাষাশহিদদের
প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন
তারা।
ব্রিটিশ উপনিবেশিক শৃঙ্খল
থেকে মুক্ত হতে না হতেই
বাঙালির ঘাড়ে চেপে বসে
পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী। তারা
মায়ের ভাষা বাংলার অধিকার
কেড়ে নিতে উদ্যত। কিন্তু
বীর বাঙালি প্রতিবাদী হয়ে
বুকের তাজা রক্তে রঞ্জিত
করে রাজপথ। পুনঃপ্রতিষ্ঠা
করে মায়ের ভাষা। আজ সেই
অমর একুশে ফেব্রুয়ারি।
এ উপলক্ষে কেন্দ্রীয় শহিদ
মিনারের মূল বেদীতে আঁকা
হয়েছে আলপনা।
আমপানের রাস্তা ও দেয়াল
নতুন রং করা হয়েছে। লেখা
হয়েছে ভাষা আন্দোলন ও

থাকেই জাতি শহিদদের
 শ্রমের সঙ্গে মিশ্রণে মহান
 শহিদ দিবস পালনে
 আসছে। ১৯৯৯ সালে
 ইউনেস্কো দিবসটিকে
 আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
 হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।
 মহান শহিদ দিবস ও
 আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস
 উদযোজ্য পৃথক বাণী
 দিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মৌ
 আবদুল হামিদ ও প্রধানমন্ত্রী
 শেখ হাসিনা।
 রাষ্ট্রপতি তাঁর বাণীতে বলেন,
 "বিশ্বের বিভিন্ন ভাষাভাষী
 মানুষের নিজস্ব ভাষা ও
 সংস্কৃতি রক্ষায় আমরা একশ্রেণী
 অবদান রাখি। আনুপ্রাণণার
 অবিমার উৎস। এ চ্যোতাকে
 ভাষাভাষীরা পৃথিবীর নানা
 ভাষাভাষী মানুষের সঙ্গে
 নিরন্তর যোগসূত্র স্থাপিত
 হোক, লুপ্তপ্রায় ভাষাগুলো
 আমরা মহিয়্য নিজ নিজ
 সম্পদদের মধ্যে উজ্জীবিত
 হোক, গড়ে উঠুক নিজস্ব

কার্যালয়, বদম্ভগু ভবনসহ সারা দেশে দলের সব শাখা কার্যালয়ে জাতীয় ও দলীয় পতাকা অর্ননমিতকরণ ও কালো পতাকা উত্তোলন করবে। সকাল সাতায় কালো ব্যাজ ধারণ, প্রভাতফেরিসহ আজিমপুর কবরস্থানে ভাষাশহিদদের কবরে ও কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ ও শ্রদ্ধা নিবেদন করবে। বিএনপি সকাল ছটায় দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়সহ সারা দেশে দলীয় কার্যালয়ে জাতীয় ও দলীয় পতাকা অর্ননমিতকরণ ও কালো পতাকা উত্তোলন করবে। কালো ব্যাজসহ ভায়ে বলাক সিমনো হলের সামনে জমায়ত এবং প্রভাতফেরিসহ আজিমপুরে ভাষাশহিদদের কবর জিয়ারত করবেন দলের নেতা-কর্মীরা। এরপর কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে শ্রদ্ধা নিবেদন করবেন তারা।

গৃহশিক্ষকতার সূত্রে শিক্ষার্থীদের মানসিক ও পারিবারিক বিষয়গুলোকে কিছু কিছু আমার গোচরে আসতো। যখনই কোন শিক্ষার্থীর আশানুরূপ পূর্ন-পাঠন প্রতিফলিত হতো না তখনই কারণ অনুসন্ধানে কিছু বিষয় মনে গভীর দাগ কাটতে থাকত। একদিন এনএনবো শ্রেণীর ছাত্রীরা এক জামতে দেহের, 'এতামর প্রয়োজনীয় বইগুলো কিনতে হলে হচ্ছে কেন?' ছুটির পর যবে এসে জানালো ওর বাবা ভীষণ কৃপণ প্রকৃতির। ওর বাবাছকে অনেকবার জানানোর পরও বইগুলো আনতেন না। মেধাবী হয়তোতে এককণার মনের তাগিদে ওর নব ও দম্ম শেখীর কিছু বই আমি পর্যায়ক্রমে ব্যবস্থা করে দিলাম আমার মাসিক পারিষ্কার মূল্য ওর মা দিয়ে যেত। ছাত্রীরা ছাত্র-ছাত্রী পড়িয়ে আমার বেতন দেন। একদিন কৌতুহল বশতঃ ওদের বাড়িতে গেলাম। ওর বাবা তখন বাড়িতে ছিল না। তত্বে পারিষ্কার কথাবাতায় বুঝতে পারলাম ওর বাবা ভালোই সম্পদশালী। ছাত্রীরা বাড়িতে বসেই ভাবছি-কাজই হীনমান্য পিতা তার কর্তব্য পালনে সন্তানের প্রতি বাৎসল্য ও ব্যয়-এ বৈষম্য করছেন অথচ তিনি জানেন না যে তার জাজতেই সন্তানের অন্তরে গভীর যুগ প্রজ্জ্বীভূত হচ্ছে। পিতার প্রতি প্রতিটি ক্ষণে নীরবে। মাধ্যমিক সে ভালো নম্বর নিয়েই পাশ করে এবং বিজ্ঞান বিষয়ে শ্রেণীতে একাশ-দ্বিতীতে পড়া শুকর করে। দ্বাদশ শ্রেণীতে পাঠ চলাকালীন সময় সে একটি ছেলের ভালোবাসায়

শ্রীমন্ত দেবনাথ



আবছ হয় ও বিয়ে করে নেয়। মা-বাবা একপ্রকার বাধ্য হয়েই কন্যাদান সামাজিক ভাবে সম্মত করলে। একদিন ওর মায়ের সাথে পথে দেখা হলে তিনি জানান, 'মেয়েটি নিজের কপাল, নিজের ভাগ্যকে নিজের হাতে নষ্ট করলে। আর যাই হোক দান, মেয়ে তো পরের সমাজের, আরও কতক রাখতে পারবে। তাই বিয়ে দিয়ে দিলাম।' এই বলে তিনি বিদায় নিয়ে হেঁটে হেঁটে সারে যাচ্ছেন। উনার গন্তব্যের দিকে। আর আমি স্নেহে মুগ্ধ দাঁড়িয়ে রইলাম একটি মেয়েকে নীরব বেদনার দ্বারা সাক্ষী করে। আর অদৃশ্য অপরাধে নতজানু নিয়ে বেনে সোঁকার বলেছ। সারব, আমি ক্ষমাপ্রার্থী। আমাকে পরের ঘরের সম্পদ বলে সর্বদা অবহেলা করা হতো। জন্মদাতা পিতার ব্যবহার, অন্যায়, নৈতিক কাজকর্ম

আমার মনকে আঘাত করেছে ভীষণ। হয়তো মেয়ে হওয়াতে উৎকর্ষ জীবন গঠনের উপযোগ পাইনি পিতার কাছ থেকে। আপনাদ্বারা 'মেয়ে' নামে যে কুসংস্কার অবক্ষম মূলক সামাজিক চেনোনা পোষা করেছেন, তার-পরিশ্রুতি আমি। আমাকে ক্ষমা করবেন স্যার। আপনাদ্বারা মেধাবী ছাত্রীটি ঘৃণার আভূত ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ভালোবাসা পাওয়ার স্পর্শ দেখিয়েছে বলে আপনাদ্বারা সম্মুখে এসে আশীর্বাদ নিতে সাহস করে ন। আপনাদ্বারা আশীর্বাদ আমাকে প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর চিরকালীন সম্পদ। এর থেকে আমাকে বিষ্টিত করবেন না, স্যার। ভালো থাকবেন। 'অতীতে কিছু স্মৃতি, এতাবধি আমাকে মাঝে মাঝে ভাবিয়ে তোলে। কল্পনার অবগুণ্ঠনে ভেসে বেড়াই মনের আনন্ডে কান্না-তে ভক্তকণ্ডোলা সামাজিক ব্যর্থতার প্রতিধ্বনি। মনোহর চেন্তনা গতিহীন হয়ে পড়ে নীরব স্তব্ধতায়। হাজারের চক্র ঘুরছে। বাস্তবিক পক্ষেণোপায় আমার-আপনার এদিক ওদিক তাকান, দেখবেন এমন একমিকে পিতা-মাতা আছেন যারা ছেলেকে ইংরেজি মাধ্যমে আর মেয়েকে বাংলা মাধ্যমে পড়ান। ভালো নন। অনেক মেধাবী মেয়ে আছে মাধ্যমিকে। ভালো নন। পৈতৃক সম্পদশালী পিতা গুণ্ডায় সবচেয়ে পছন্দের বিজ্ঞান বিষয় নিয়ে পড়তে পারছেন না। এটি সকল হীনমনা উদাসীন এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন পিতা মাতার দুষ্টতা। আমার নজরে আমেরিকা আছে। ওদেরকে সামাজিক চেন্তনার সম্মুখে হাবি দেই, কিন্তু অন্তরে বরং আমাদ্বারা ছেড়া শ্রদ্ধা পানার যোগ্যি হয়; বরং অত্যন্ত ভদ্রবংশী ঘৃণিত জীব হিসাবেই প্রতিভাত হয়।

তিরুবনন্তপুরম, ২০ ফেব্রুয়ারি।।

শুধু আর অম্মা ইচ্ছা যে মানুষকে কতদূর পৌঁছে দিতে পারেন, তারই নিভীদন রাখলে কোনোরকমে বিদ্যুৎ মিস্ত্রি। কাঠ দিয়ে ঘষঘ এনফিল্ড বুলেট মোটরবাইক তৈরি করে তা লাগিয়ে দিয়েছেন তিনি নানা জিন্দহান করল্লা। বয়স দুয়েক আগে নানা রকম কাঠ দিয়ে মোটরবাইকটা বানানো শুরু করেন করল্লা। পেয়ায এই জন বিদ্বদ্ভিম্ব হলেও কাঠ দিয়ে নানা রকম মূর্তি তৈরির প্রতি ঝোঁক তার শৈশব থেকে। এর আগে ছোট একবাটি বাইক বানিয়ে খন্দাবনে শিরোনাম এসেছিলেন করল্লাই। কিন্তু এ বার প্রমাণ সাইজের বুলেট বাসিয়ে সমাজকে চমকে দিয়েছেন তিনি। দেশে যোবার উপায় নেই যে, সেটি কাঠের তৈরি। এমনকি বাইকের ঢাকাও কাঠ দিয়েই তৈরি করেছে করল্লা। তিনি জানিয়েছেন, দু'বছর আগে এই বাইক তৈরি করা শুরু করেন। মালায়েশিয়ান কাঠ, স্টেশন কাঠ দিয়ে বাইকের নানা অংশ করেছেন। এই কাজে আসল

● এরপর দুইয়ের পাঠ্য

● এরপর দুইয়ের পাতায়

ফিল্ম, ২০ ফেব্রুয়ারি। মণিপুর বিধানসভা নির্বাচনের আর বাকি রয়েছে ঘনিষ্ঠ। ভোটের মুখেই রাজনৈতিক হিংসায় জড়ান রাজের দুটি রাজনৈতিক দল। শনিবার মণিপুরে ভারতীয় জনতা পার্টি (বিজেপি) এবং ন্যাশনাল পিপলস পার্টি (এনপিপি)-এর মধ্যে সংঘর্ষ হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। রাজের প্রক-কটি জেলায় সংঘটিত প্রায়-নির্বাচনী হিংসার জন্য একে অপরকে দোষারোপ করেছে দুটি দল। পূর্ব ইন্ডিয়ান জোনার আন্দোলন নির্বাচনী এলাকায় গুলুবার সন্ধ্যা থেকেই বিজেপি-এনপিপি সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়েছে। একাধিক জাতীয় সংবাদমাধ্যমের রিপোর্টে এই রাজনৈতিক সংঘর্ষে অন্তত সাতজন আহত হয়েছে এবং প্রায় ৬টি বাড়ি এবং ৫টি গাড়ি বেশি পরিমাণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এরপরই শনিবার সংবাদমাধ্যমের সূত্রে দেখা বারার সময় মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী এন বীরেন সিং জানিয়েছেন, যে আন্দোলন হিংসাত্মক হয়েছে, তাই নির্বাচনের সহিসসত্তা তদন্ত শুরু করা হয়েছে। তবে বিজেপির কোনও সমর্থক-নেতা-কর্মীর এই ঘটনায় জড়িত থাকার বিষয়টি অস্বীকার করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। মণিপুরের মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেছেন, যে বিরোধী বিধায়ক প্রার্থীরা তাদের নিরাপত্তার অপব্যবহার করছেন এবং তাদের নিরাপত্তার জন্য তাদের দেওয়া সশস্ত্র পুলিশদের ভুলপথে চালিত করছে। প্রসঙ্গত, গুলুবার রাত্তি মণিপুরের আন্দোলন নির্বাচনী এলাকায় হিংসা ছড়িয়ে পড়ার পর অন্তত সাতজনকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। আহতদের মধ্যে

প্রাক্তন বিখ্যাত ও বিজেপি প্রার্থী টি শ্যাম কুমারের গাড়ি চালক অত্যন্ত ক্লান্তভাবে খোঁষাঝায়া রয়েছে। তারা দু'জনেই গুলিবিদ্ধ হন। সংঘর্ষের সময় বিজেপির আন্দোলন মণ্ডলীর সভাপতি ইন্যার্জ মোহোঁদা বাবুর পরিবারের সদস্যরাও আতঙ্কিত হয়েছেন। তাদের সবাইকে ইফন্দলের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। যদিও বিজেপির অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে এনপিপিও পদ্মবিগেগেডের বিরুদ্ধে পাল্টা অভিযোগ দায়ের করেছে। এনপিপি নেতা সঞ্জয়



সিংয়ের দাবি, তাঁর বাবা নির্বাচনি
● এরপর দুইয়ের পাতায়

● এরপর দুইয়ের পাতায়

● এরপর দুইয়ের পাতায়

রয়েছে এল. শ্যামজাই, এনপিপি
প্রার্থী সঞ্জয় সিংয়ের বাবা এবং

বিরোধী ঐক্যের লক্ষ্যে বৈঠক

মুন্সাই, ২০ ফেব্রুয়ারি। মোদি-বিরোধী একাধিক তরিতে আরও এক কদম। মুন্সইয়ে মহানগরীতে মুখাম্মাদী উল্কাবর্ষাকটের ও এনসিপি প্রধান শরাদ পাণ্ডয়েরর মুন্সই বৈঠক তেলেঙ্গানার মুখাম্মাদীকে চন্দ্রশেখর রাওয়ের। ২০২৪৪ লোকসভার আগে দেশে অ-কংগ্রেসি জোট গঠনের নিক্ষেপে বৈঠকে তথ্যপার্থিব বলে নেন করা হচ্ছে। সম্প্রতি বাল্লার মুখাম্মাদী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জানিয়েছেন, কদিনের মধ্যেই তিনি তেলেঙ্গানা গিয়েয়ে কংগ্রেসিরা, কংগ্রেসের কংগ্রেসের রাও এই নামের রাজনৈতিক মহলে পরিচিত।-এব. সঙ্গে বৈঠক রবিরবার সামগ্রিকভাবে সেই দাঁতোরই অঙ্গ হিসেবে রবিরবার

বিশেষ বিমানে মুখই উড়ে গেলেন কৈসিয়ার। বৈকুণ্ঠ হল শিবোৎসব। প্রাধান্য ও এনিসিপি প্রধানের সঙ্গে মুসলিমস্ত্রী একসঙ্গে মধ্যাহ্নভোজ সাধেন। বৈকুণ্ঠ শেষে কৈসিয়ার বলেন, “আমি মহারাষ্ট্রে এসেছি রাজনীতি ও স্বাধীনতার ৭৫ বছর পর দেশের অগতির ভবিষ্যত অভিমুখ নিয়ে আলোচনা করতে। উজ্জবের সঙ্গে দেখা করতে পারছি না। লাগলো। আমরা ছব্বি বয়স সোলোটা করেছি। এই দেশে এমন অনেক মানুষ আছেন, যারা আমাদেরই ভেতনে, তাঁদের সকলের সঙ্গেই আলোচনা করব। আমরা এর মধ্যেই হায়দরাবাদ কিংবা শান্না কোমো জয়গায়া মিলিত হব।”

● এরপর দুইয়ের পাতায়

● এরপর দুইয়ের পাতায়

এক মেধাবী ছাত্রীর স্পর্শ — রচনা —



আমার মনকে আঘাত করেছে ভীষণ। হয়তো মেয়েটাকে
হয়তোতে উৎকর্ষ জীবন গঠনের উদ্দেশ্যে পাইনি পিতা
কাজ থেকে। আপনারা 'মেয়ে' নামে যে কুসংস্কার
অবক্ষ্য মুক্তক সমাজিক চেতনা পোষণ করেন, তার-
পরিত্যক্তি আমি। আমাকে ক্ষমা করবেন স্যার। আপনরা
মেধাবি ছাত্রীত যুগার আতুর ধর থেকে বেরিয়ে এসে
ভালোবাসা পাওয়ার স্পর্শ দেখিয়েছে বলে আপনরা
সম্মুখে এসে আশীর্বাদ নিতে সাহস করে না। আপনরা
আশীর্বাদ আমাদের প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর চিকিৎসালীন সম্পদ
এর থেকে আমাকে বঞ্চিত করেন না, স্যার। ভালো
থাকবে।' অতীতের কিছু স্মৃতি, এভাবেই আমাকে মাঝে
মাঝে ভাবিয়ে তোলে। কল্পনার অবগুণ্ঠনে ভেসে বেড়া-
মনের ভান্নায়ে কানোকে কতকগুলো সামাজিক অবক্ষয়
প্রতিক্ষনি। মননের চেতনা গতিহীন হয়ে পড়ে নীর-
ক্ষোভ-হতশাশ চক্ৰ জালা। বাস্তবিক প্রেক্ষাপটে
আমার-আপনার এদিক ওদিক তাকান, দেখবেন এমন
অনেক পিতা-মাতা আছে যারা ছেলেকে ইংরেজি
মাধ্যমে আর মেয়েকে বাংলা মাধ্যমে পড়ান। আবার এমন
অনেক মেধাবী মেয়ে আছে মাধ্যমিকে ভালো নম্ব-
পয়েও সম্প্রদায়ী পিতা হয়তো সন্তোষ পাছনের বিজ্ঞ-
বিষয় নিয়ে পড়তে পারছে না। এই সকল হীনমন
উদাসীন এবং কুসংস্কারচ্ছন্ন পিতা মাতার দৃষ্টি-
আমার নজরে অনেক আছে। ওদেরকে সামাজিক
চেতনার সম্মুখে হাঙ্গি দিয়ে, কিন্তু অন্তরে ওরা আমারা
কোন ছাত্র ছাত্রী পাবার যোগ্যই নয়; এবং অন্যত-
ভদ্রবর্গী যুগি যুগি হিসাবেই প্রতিষ্ঠাত হব।

শ্রীমন্ত দেবনাথ

গৃহশিক্ষকতার সূত্রে শিক্ষার্থীদের মানসিক ও পারিবারিক বিষয়গুলোকে কিছু কিছু আমার গোচরে আসতো। যখনই কোন শিক্ষার্থীর আশানুরূপ পূর্ন-পাঠন প্রতিফলিত হতো না তখনই কারণ অনুসন্ধানে কিছু বিষয় মনে গভীর দাগ কাটতে থাকত। একদিন এনএনবো শ্রেণীর ছাত্রীরা এক জামতে দেহাঙ্গ, 'এতামর প্রয়োজনীয় বইগুলো কিনতে হলে হচ্ছে কেন?' ছুটির পর যবে এসে জানালো ওর বাবা ভীষণ কৃপণ প্রকৃতির। ওর বাবাছকে অনেকবার জানানোর পরও বইগুলো আনতেন না। মেধাবী হয়তোতে এককণার মনের তাগিদে ওর নব ও দম্প শ্রেণীর কিছু বই আমি পর্যায়ক্রমে ব্যবস্থা করে দিলাম আমার মাসিক পারিষ্কারি মুলা ওর মা দিয়ে যেত। ছাত্রীরা ছাত্র-ছাত্রী পড়িয়ে আমার বেতন দেন। একদিন কৌতুহল বশতঃ ওদের বাড়িতে গেলাম। ওর বাবা তখন বাড়িতে ছিল না। তত্বে পারিষ্কারি কথাবাতায় বুঝতে পারলাম ওর বাবা ভালোই সম্পদশালী। ছাত্রীতে বাড়িতে বসেই ভাবছি-কাজই হীনমান পিতা তার কর্তব্য পালনে সন্তাননে প্রতি বাৎসল্য ও ব্যয়-এ বৈষম্য করছেন অতথ তিনি জানেন না যে তার জাজতেই সন্তাননে অন্তরে গভীর ব্যা পঞ্জীভূত হচ্ছে। পিতার প্রতি প্রতিষ্কারে নীরবে। মাধ্যমিকে সে ভালো নম্বর নিয়েই পাশ করে এবং বিজ্ঞান বিষয়ে শ্রেণীতে একাশ-শ্রেণীতে পড়া শুরু করে। দ্বাদশ শ্রেণীতে পাঠ চলাকালীন সময় সে একটি ছেলের ভালোবাসায়

শ্রীমন্ত দেবনাথ



আবছ হয় ও বিয়ে করে নেয়। মা-বাবা একপ্রকার বাধ্য হয়েই কন্যাদান সামাজিক ভাবে সম্মত করলে। একদিন ওর মায়ের সাথে পথে দেখা হলে তিনি জানান, 'মেয়েটি নিজের কপাল, নিজের ভাগ্যকে নিজের হাতে নষ্ট করলে। তার যাই হোক দান, মেয়ে তো পরের সমাজের, আরও কত রাক্ষস বাঘের দাঁত তাই বিয়ে দিয়ে দিলাম।' এই বলে তিনি বিদায় নিয়ে হেঁটে হেঁটে সারে যাচ্ছেন। উনার গন্তব্যের দিকে। আর আমি স্নেহের মুখত দাঁড়িয়ে রইলাম একটি মেয়েকে নীরব বেদনার স্রাব সাক্ষী করে। আর অদৃশ্য অপরাধে নতজানু নিয়ে বেনে সে সাক্ষরক বলছে, 'সার, আমি ক্ষমাপ্রার্থী। আমাকে পরের ঘরের সম্পদ বলে সবদা অবহেলা করা হতো। জন্মদাতা পিতার ব্যবহার, অন্যায়, নৈতিক কাজকর্ম

আমার মনকে আঘাত করেছে ভীষণ। হয়তো মেয়ে হওয়াতে উৎকর্ষ জীবন গঠনের উপযোগ পাইনি পিতার কাছ থেকে। আপনাদ্বারা 'মেয়ে' নামে যে কুসংস্কার অবক্ষম মূলক সামাজিক চেনোনা পোষা করেছেন, তার-পরিশ্রুতি আমি। আমাকে ক্ষমা করবেন স্যার। আপনাদ্বারা মেধাবী ছাত্রীটি ঘৃণার আভূত ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ভালোবাসা পাওয়ার স্পর্শ দেখিয়েছে বলে আপনাদ্বারা সম্মুখে এসে আশীর্বাদ নিতে সাহস করে ন। আপনাদ্বারা আশীর্বাদ আমাকে প্রতিটি ছাত্র-ছাত্রীর চিরকালীন সম্পদ। এর থেকে আমাকে বিধিত করবেন না, স্যার। ভালো থাকবেন। 'অতীতে কেন কিছু স্মৃতি, এতাবধি আমাকে মাঝে মাঝে ভাবিয়ে তোলে। কল্পনার অবগুণ্ঠনে ভেসে বেড়াই মনের আনন্ডে কান্না-তে ভক্তকণ্ডোলা সামাজিক ব্যর্থতার প্রতিধ্বনি। মনোহর চেন্তনা গতিহীন হয়ে পড়ে নীরব স্তব্ধতায়। হাজারের চক্র জাগ্রত। বাস্তবিক পক্ষেণোপায় আমার-আপনার এদিক ওদিক তাকান, দেখবেন এমন একমিকে পিতা-মাতা আছেন যারা ছেলেকে ইংরেজি মাধ্যমে আর মেয়েকে বাংলা মাধ্যমে পড়ান। ভালো নন। অনেক মেধাবী মেয়ে আছে মাধ্যমিকে। তারা নব্বই-বেশির সম্পদদালী পিতা ওয়স্য সন্তুে পছন্দের বিজ্ঞান-বিদ্যায় নিয়নে পড়তে পারছেন না। এটি সকল হীনমানুষ উদাসীন এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন। পিতা মাতার দুষ্টতা আমার নজরে আসেনি। ওদেরকে সামাজিক-চেনোনার সম্মুখে হাবি দেই, কিন্তু অন্তরে বরাং আমাদ্বারা গড়ে শ্রদ্ধা পাবার যোগ্যিই নয়; বরং অত্যন্ত ভদ্র-বেশী ঘৃণিত জীব হিসাবেই প্রতিভাত হয়।

সিপিএম'র নেতার বাড়িতে বাইক বাহিনীর লুটপাট



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি।। মিছিলের পরই গুরু বাইক বাহিনীর তাণ্ডব। লুটপাট, ভাঙচুর চালানো হয় তিন সিপিএম নেতার বাড়িতে। রক্ষা পায়নি শিশুদের খেলার জিনিসও। প্রাণে বাঁচতে এক নেতার বাড়ির সবাই জঙ্গল দিয়ে পালিয়েছে। এই ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন এলাকাবাসীরা। রবিবার গান্ধীগ্রামে

সিপিএম'র মিছিল হয়। ডিওয়াইএফআই, টিওয়াইএফ'র যৌথ উদ্যোগে এই মিছিলটি হয়। মিছিল নিয়ে দু'পক্ষের মধ্যে প্রচুর কথা কাটাকাটি হয়। গান্ধীগ্রাম বাজার হয়ে মিছিল দুর্গাবাড়ি চা বাগান যাওয়ার পথে এক দল যুবক বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে। পরবর্তী সময়ে এক হাজারের উপর মিছিলে থাকা লোকজনের পাল্টা চাপে পড়ে পালিয়ে যায় তারা। কিন্তু সন্ধ্যা নেমে

আসতেই শুরু হয়ে যায় সিপিএম নেতাদের বাড়িতে তাণ্ডব। ন্যূনতম ১৫০ থেকে ২০০ জন বাইক বাহিনী উত্তম সাহার বাড়িতে অভিযান করে। তখনই করা হয় গোটা ঘর। এরপর সিপিএম'র মোহনপুর মহকুমার সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য স্বপন দেবের বাড়িতে আক্রমণ করা হয়। স্বপনকে বাড়িতে না পেয়ে ঘরের জানালা এবং দরজা ভাঙচুর করা হয়। এরপরই আক্রান্ত হয় দুর্গাবাড়িতে এক সেলুনের দোকানে চলে মারপিট। রবিবার এসব ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে গান্ধীগ্রাম এলাকায়। এসব ঘটনায় পুলিশ আক্রমণ এবং ছিনতাইবাজদের কাউকেই গ্রেফতার করেনি। ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়েছে সিপিএম পশ্চিম জেলা কমিটি। সংগঠনের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, রবিবার

● এরপর দুইয়ের পাঠায়

নাবালক শ্রমিকের রহস্য মৃত্যু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, সাক্রম, ২০ ফেব্রুয়ারি।। ১৮ বছরের নিচে কাউকে দিয়ে কাজ করানো আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। কিন্তু রাজ্যের বৃক প্রতিনিয়ত শিশু শ্রমিকদের দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে। সাক্রমে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত এলাকায় কঁটাটারের বেড়া নির্মাণের কাজেও যুক্ত আছে শিশু শ্রমিক। ঘটনাটি আরও বেশি স্পষ্ট হয় এক শ্রমিকের মৃত্যুর পর। মৃত শ্রমিকের বয়স মাত্র ১৫ বছর। ছেলেটি নাকি তার বাবা-মাকে কিছু না বলে বাইক থেকে বেরিয়ে এসেছিল। তবে সে যে কাজ করছে তা জানতো মা-বাবা। সাক্রম থানার মগ নামে ওই নাবালক কঁটাটারের সাঁথে কালভার্ট নির্মাণের কাজে যুক্ত ছিল ছেলেটি। ছুয়ো মগ নামে ওই নাবালক শনিবার রাতে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ে। শ্রমিকদের তাবুতে টিকেদারি সংস্থার কর্মীরা তার শারীরিক সমস্যা র কথা জানতে পারেন। শেষ পর্যন্ত এদিন ভোরে ছুয়ো মগকে সাক্রম মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসলেও তার প্রাণ রক্ষা করা যায়নি। কিন্তু প্রশ্ন উঠছে ছেলেটির মৃত্যু কিভাবে হয়েছে? টিকেদারি সংস্থার অন্য কর্মীদের কথা অনুযায়ী ছুয়ো মগ রাতে ডেডটা নাগাদ হঠাৎ মাথা এবং বৃকের ব্যাথা কাতরতে থাকে। অন্য শ্রমিকরা এসে তার বৃকে-পিঠে গরম সঁক দেয়। কিছু সময়ের জন্য সে ঘুমিয়ে পড়ে। কিন্তু ভোরে আবার যন্ত্রণায় চিৎকার করতে থাকে। তখনই নাকি তড়িৎবিদ্য বিএসএফ'র গাড়ি করে তাকে হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু মহকুমা হাসপাতালের কর্তব্যরত চিকিৎসকের কথা অনুযায়ী ছেলেটিকে মৃত অবস্থায় আনা হয়েছিল। তাই তাদের কিছুই

● এরপর দুইয়ের পাঠায়

নেতার বাড়িতে তাণ্ডব

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ২০ ফেব্রুয়ারি।। শেষ পর্যন্ত শাসকদলের নেতার বাড়িতেও লুটপাট চালানো চোরের দল। কৈলাসহর পুর পরিষদের ৫নং ওয়ার্ড দক্ষিণ কাচেরখাট এলাকার সত্যজিৎ দাসের বাড়িতে শনিবার রাতে হানা দেয় চোরের দল। সত্যজিৎ দাস এবং তার পরিবারের সদস্যরা ওইদিন নিকট আশ্রীয়ে বাড়িতে বিয়ের অনুষ্ঠানে গিয়েছিলেন। সেই সুযোগটিকে কাজে লাগিয়ে চোরের দল ঘরে হাত সাফাই করে যায়। সত্যজিৎ দাসের ছেলে সন্দীপন দাস বিজেপির উনকোটি জেলার আইটি সেলের কনভেনারের দায়িত্বে আছেন। স্বাভাবিক কারণে বিজেপি নেতার বাড়িতে চুরির ঘটনায় স্থানীয়রাও হতবাক। কৈলাসহর পুর এলাকায় ধারাবাহিকভাবে একের পর এক চুরির ঘটনা ঘটছে। এর আগে প্রাক্তন মন্ত্রী বাড়িতেও হানা দেয় চোরের দল। এছাড়া সরকারি বিদ্যালয়, হোস্টেল এবং বাড়িঘরে



হানা দিয়েছিল নিশিকুটুমরা। প্রতিটি ঘটনার পর থানায় মামলা দায়ের করা হলেও একজন চোরও জালে ধরা পড়েনি। সত্যজিৎ দাসের বাড়ি থেকে চোরের লাগপট, গ্যাসের সিলিন্ডার, জলের মোটর এবং বিভিন্ন সামগ্রী হাতিয়ে নিয়ে যায়। এদিন সকালে চুরির ঘটনা জানতে পেরে বিজেপি উনকোটি জেলা কমিটির সাধারণ সম্পাদক অরুণ সাহা সত্যজিৎ দাসের বাড়িতে ছুটে আসেন। তারাও একের পর এক চুরির ঘটনা নিয়ে উদ্বেগে প্রকাশ করেছেন।

কেন পুলিশ একজন চোরকেও ধরতে পারছে না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে। কৈলাসহর থানার পুলিশের ভূমিকায় আগে থেকেই প্রশ্নের মুখে। তার উপর একের পর এক চুরির ঘটনায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা একেবারে ভেঙে পড়েছে বলেও অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। স্থানীয় নাগরিকরা এখন কটাক্ষ করছেন বিজেপি নেতার বাড়ি যেখানে সুরক্ষিত নয়, সেই জায়গায় সাধারণ মানুষ কিভাবে পাড় পেয়ে যাবে।

লক্ষাধিক টাকার ফেন্সিডিল আটক



প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি।। নেশা দ্রব্যের বিরুদ্ধে অভিযান চালিয়ে আবারও সাফল্য পেলে আমতলি থানা। উদ্ধার ১৫ লক্ষ টাকার

আটক করে ৪ হাজার বোতল ফেন্সিডিল আটক করা হয়েছে। এগুলি ১০০টি কার্টনে নেওয়া হচ্ছিল। আমতলি থানার পুলিশ গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বাইপাসে অভিযান করে। তাদের হাতে লেগে যায় সন্দেহভাজন গাড়িটিও। নাকা পয়েন্টে এসআই প্রদীপ দাস আগে থেকেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। ফেন্সিডিল বোকাই গাড়িটি দেখে তিনি চিৎকার করেন। মুহূর্তেই গাড়ির কাছে পৌঁছে যান ওসি সিদ্ধার্থ করের নেতৃত্বে পুলিশ বাহিনী। গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ১৫ লক্ষ টাকার উপর নেশা দ্রব্য আটক করা হয়। এই ঘটনার খবর পেয়ে ছুটে যান আমতলির এসডিপিও আশিস দাসওগুও।

সোনার বাজার দর
১০ গ্রাম : ৪৯,৯৫০
ভরি : ৫৮,২৭৫

আদলা বিক্রয়
এখানে পুরাতন আদলা ইট, চিপস, দরজা, জানালা, কাঠ, টিন বিক্রয় হয়।
“শিবশক্তি কেরিং সেন্টার”
8413987741
9051811933
বিঃদ্রঃ এখানে পুরাতন বিল্ডিং ক্রয় করে ভেঙে নিয়ে যাওয়া হয়।

নাতির জন্মদিন সেরে ফেরার পথে দিদার মৃত্যু

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, চট্টালম, ২০ ফেব্রুয়ারি।। নাতির জন্মদিন সেরে বাড়ি ফেরার পথে মর্মান্তিক যান দুর্ঘটনায় দিদার মৃত্যু। রবিবার সন্ধ্যা ৬টা নাগাদ বিশ্রামগঞ্জ থানার অন্তর্গত পদ্মনগর এলাকায় স্কুটি এবং গাড়ির সংঘর্ষে প্রাণ হারান ৫৫ বছরের শেফালি দে ধর। তিনি ছেলের স্কুটিতে চেপে বাড়ি ফিরছিলেন। শেফালি দে ধরের ছেলে মহেন্দ্র দে সেনাবাহিনীতে কর্মরত। মাত্র এক মাস হয়েছে মহেন্দ্র দে'র বিয়ে হয়েছে। তিনি ছুটিতে বাড়িতে এসেছিলেন। রবিবার মাকে নিয়ে বোনের বাড়িতে যান ভাগিনার জন্মদিনের অনুষ্ঠানে অংশ নিতে। সেখান থেকে ফেরার পথেই দুর্ঘটনার কবলে পড়েন মা এবং ছেলে। এই ঘটনায় মহেন্দ্র দে'র পায়ে মারাত্মক আঘাত লাগে। দুর্ঘটনার পর অগ্নিনির্বাপক কর্মীরা ঘটনাস্থল থেকে মা-ছেলেকে উদ্ধার



করে বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালে নিয়ে আসেন। কর্তব্যরত চিকিৎসক মহিলাকে দেখে মৃত বলে ঘোষণা করেন। মৃত্যুর ছেলেকে গুরুতর আহত অবস্থায় জিবি হাসপাতালে রেফার করা হয়। শেফালি দে ধরের মৃতদেহ এদিন বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালের মর্গে রাখা হয়েছে। সোমবার ময়নাতদন্তের পর তার

মৃতদেহ পরিজনদের হাতে তুলে দেওয়া হবে। জানা গেছে, শেফালি দে ধরের বাড়ি নলছড়ি কিন্নাবাড়ি এলাকায়। তাদেরকে ধাক্কা দিয়ে ঘাতক গাড়িটি সেখান থেকে পালিয়ে যায়। পুলিশ এই ঘটনায় মামলা নিয়ে তদন্ত চালিয়ে যাচ্ছে। দুর্ঘটনায় মহিলার মৃত্যুতে তার পরিজনরা একেবারেই ভেঙে পড়েছেন।

দুই হাকারকে বিহারে গ্রেফতার

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি।। প্রধানমন্ত্রী মাতৃবন্দনা যোজনার টকা হ্যাক করে হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে দুই যুবককে গ্রেফতার করলো রাজ্য পুলিশের ক্রাইম ব্রাঞ্চ। বিহারের সমষ্টিপুরের বাঙরা থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে তাদের। তাদের নাম নবনিত কুমার এবং বিনোদ কুমার। রবিবারই তাদের গ্রেফতারের পর বিমানে আগরতলায় আনা হয়। এনসিসি থানায় রেখে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে। গত বছর কৈলাসহর এবং কুমারঘাট থানার দুটি মামলায় এই দুই যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে। ক্রাইম ব্রাঞ্চ সূত্রে খবর, ধৃতরা প্রধানমন্ত্রী মাতৃবন্দনা

যোজনার কৈলাসহর এবং কুমারঘাটের অ্যাকাউন্টের টকা হাতিয়ে নেয়। মামলার তদন্ত দেওয়া হয় ক্রাইম ব্রাঞ্চের হাতে। তদন্তকারী অফিসার বনোজ দেওয়ান জানান, হ্যাকারদের বিরুদ্ধে তদন্ত চলছে। প্রসঙ্গত, আগরতলায় এটিএম হ্যাক

কাণ্ডে কলকাতায় তুর্কি দুই নাগরিককে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তাদের মধ্যে একজন হাকান জামুর খান জিবি হাসপাতাল থেকে পালিয়ে যায়। এই ঘটনার পর এটিএম হ্যাক কাণ্ডে ক্রাইম ব্রাঞ্চ দুই হ্যাকারকে গ্রেফতার করে আনলো



শৌচালয়ে মহিলার মৃতদেহ

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, বিশালগড়, ২০ ফেব্রুয়ারি।। সাতসকালে শৌচালয়ে মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার হয়। মৃত্যুর স্বামী এবং ছেলের কথা অনুযায়ী আগের দিন সন্ধ্যা থেকেই খুকু রানি দাসকে অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। স্থানীয় নাগরিকরা এখন কটাক্ষ করছেন বিজেপি নেতার বাড়ি যেখানে সুরক্ষিত নয়, সেই জায়গায় সাধারণ মানুষ কিভাবে পাড় পেয়ে যাবে।

বিশালগড় থানার সরকারি টিলা এলাকায় এদিন মহিলার মৃতদেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়। পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে আসে। মৃত্যুর ভাইয়ের অভিযোগ অনুযায়ী এই ঘটনার পেছনে অন্য কোনও রহস্য লুকিয়ে থাকতে পারে। অর্থাৎ মৃতদেহ যে অবস্থায় উদ্ধার হয়েছে তাতে ঘটনাটি আত্মহত্যা বলে মনে হলেও এর পেছনে রহস্য লুকিয়ে আছে বলে তার সন্দেহ। এখন পুলিশ স্বাভাবিক মৃত্যুর মামলা নিয়ে ঘটনার তদন্ত করছে। এদিন সকালে মৃত্যুর স্বামী নাকি প্রথমে স্ত্রীর বুলুস্ত মৃতদেহ দেখতে পান। এর আগে নাকি তারা কেউই শৌচালয়ে আসেননি। সেই কারণেই বিষয়টি

নিয়ে অনেকের মনে সন্দেহ দেখা দিয়েছে। কারণ খুকু রানি দাস যদি শনিবার রাতেই আত্মহত্যা করে থাকেন তাহলে বিষয়টি অবশ্যই পরিবারের সদস্যদের নজরে আসার কথা ছিল। তাই পুলিশ যদি সঠিকভাবে ঘটনার তদন্ত করে তবেই মৃত্যুর আসল কারণ বেরিয়ে আসতে পারে।

LIC
LIFE INSURANCE CORPORATION OF INDIA
আপনি কি বেকার, ব্যবসায়ী, গৃহবধূ, কোনও বেসরকারি ফার্মের কর্মী বা অতিরিক্ত আয় খুঁজছেন?
দেরি না করে আজই LIC এজেন্ট হিসাবে যোগ দিন।
তাতে দারুণ আকর্ষণীয় কমিশন এবং বিভিন্ন সুবিধা। ন্যূনতম ১৮ বছর এবং মাধ্যমিক পাশ হতে হবে।
যোগাযোগ —
9436123408
8414931861

ব্যাস এথন আর দুঃখ নয়
আপনি কি কষ্টে আছেন কেন যেহেতু সকল সমস্যারই রয়েছে সমাধান সম্ময়া ১০০ শতাংশ অতিসস্তর সমাধান পাবেন আমাদের কাছে।
মিয়া সুফি খান
যেমন চাকরি, গৃহ অশান্তি, স্নেম, বিবাহ, কালো জাদু, সতীন এর যন্ত্রণা অথবা শত্রুদমন, সম্মানের চিন্তা, স্বপ্ন মুক্তি, বান মারা, আইন আদালত এই সব রকমের সমস্যার তুফানি সমাধান পাবেন আমাদের কাছে।
যদি কারো স্ত্রী বা স্বামী, প্রেমিক বা প্রেমিকা, সন্তান অথবা মনের কাছের কোন ব্যক্তি অন্য কারোর বশে হয়ে থাকে তাহলে অতিসস্তর আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।
তত্ত্ব মন্ত্র বশীকরণ এবং অস্ত্র-এর স্পেশালিস্ট মিয়া সুফি খান। সত্যের একটি নাম।
মোবাইল : ৮798144508 / ৮798144507
ঠিকানা- ভোলাগিরি, আগরতলা, পশ্চিম ত্রিপুরা (নিয়ার শনি মন্দির)

ইন্ডিয়া আয়ুর্বেদিক মেডিসিন সেন্টার
Paradise Chowmuhani, Near Khadi Gramodyog Bhavan
Agartala - 8787626182
যেকোনো ব্যাথা থেকে Relife
যেমন -
বাতের ব্যাথা,
কোমর ব্যাথা,
হাটু ব্যাথা।
ব্যবহার করুন।
Orthorelf Capsules
MRP : 275/-

অল ইন্ডিয়া ওপেন চ্যালেঞ্জ
Free সেবা 3 ঘণ্টায় 100% গ্যারান্টিতে সম্মাধান
প্রোমে বাধা, ব্যবসায় ক্ষতি, গৃহ কলহ, স্বামী-স্ত্রী বিরোধ, বিবাহে বাধা, সতীন ও শত্রু থেকে পরিত্রাণ, গল্পধন, কর্মে বাধা, গুপ্তবিন্দা, কল্যাণজাদু, মুক্তকরনী, জাদুটোনা, বশীকরণ স্পেশালিস্ট।
ঘরে বসে A to Z সমস্যার সম্মাধান
যদি কারও স্বামী, প্রেমী অথবা মেয়ে কারও বশীভূত হয় তাহলে একবার অবশ্যই ফোন করুন আর ঘরে বসেই ক্রান্ত সমাধান পান।
পেশাসিস্ট ও বশীকরণ, মুক্তকরনী এবং কাল্যাজাদু
Contact 9667700474

বিশেষ দ্রষ্টব্য
প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের কোনও দায় এই পত্রিকা অথবা তার সাথে সংশ্লিষ্ট কারও নয়। বিজ্ঞাপনের বিষয়বস্তু একান্তই বিজ্ঞাপনদাতার, সর্ববের সত্যতার সম্পূর্ণ দায়িত্ব বিজ্ঞাপনদাতার, পত্রিকার কোনও ভূমিকা সেখানে নেই। যেকোনও বিজ্ঞাপনের ব্যাখ্যা, ইত্যাদির জন্য সেই বিজ্ঞাপনে দেওয়া উপায়েই যোগাযোগ করতে হবে, যোগাযোগের উপায় বের করে দেওয়া পত্রিকার দায়িত্ব নয়।

আগুনে পুড়লো একটি বাড়ি

প্রতিবাদী কলম প্রতিনিধি, আগরতলা, ২০ ফেব্রুয়ারি।। বিধ্বংসী আগুনে পুড়লো একটি বাড়ি। রবিবার সন্ধ্যায় এই ঘটনা শহরতলির রাজনগরের পশ্চিম পাড়ায়। ঘরের মালিক মামন মিয়া জানিয়েছেন, দুপুর ১টা নাগাদ তারা একটি বাড়িতে নেমস্তম্ভ খেতে গিয়েছিলেন। ঘর খালি ছিল। সন্ধ্যায় খবর পান তার ঘরে আগুন জ্বলছে। খবর পেয়ে তিনি ছুটে আসেন। দমকল কর্মীরা এসে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার আগেই ঘরে থাকা খাট, ফ্রিজ, ল্যাপটপ-সহ সব সামগ্রী পুড়ে গেছে। মামনের দাবি, কে বা কারা এই আগুন লাগিয়েছে তারা জানেন



না। কিন্তু এই আগুন থাকায় আগুন লাগতে পারে না। ঘটনার তদন্ত দাবি করেছেন মামন।

“স্বপ্ন আপনার, সাজাবো আমরা”
BAPPIRAJ FURNITURE
Highest display & Biggest Furniture Shopping Mall of Tripura
Near Old Central Jail, Agartala & Dhajanagar, Udaipur
বিয়ের ফার্নিচারের বিপুল সম্ভার
9436940366